পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 128 Wednesday, 9 April, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ১২৮ সংখ্যা ❋ ২৬ চৈত্র ১৪৩১, বুধবার, ৯ এপ্রিল ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

শূন্যপদ মামলায় হাইকোর্টের নির্দেশ খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

আপাত স্বস্তি রাজ্যের

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিলঃ সুপ্রিম কোর্ট মঙ্গলবার একটি গুরুত্বপূর্ণ রায়ে কলকাতা হাইকোর্টের একটি নির্দেশ বাতিল করেছে, যেখানে পশ্চিমবঙ্গে এসএসসি শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারির পরিপ্রেক্ষিতে সুপারনিউমারারি পদ সৃষ্টি করে শিক্ষকদের সমন্বয়ের বিষয়ে সিবিআই তদন্তের সুপারিশ করা হয়েছিল। এই রায়ের ফলে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের পথে একটি বড় বাধা দূর হয়েছে, যদিও এই কেলেঙ্কারির মূল বিষয়গুলি এখনও সমাধানের অপেক্ষায় রয়েছে। ২০২৪ সালের ২২ এপ্রিল কলকাতা হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ, বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং মোহাম্মদ শব্বর রশিদির নেতৃত্বে, ২০১৬ সালের এসএসসি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত ২৫,৭৫৩ জন শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীর নিয়োগ বাতিল করে। আদালত জানিয়েছিল যে, এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ব্যাপক অনিয়ম ও জালিয়াতি হয়েছে। ওএমআর শিটে কারচুপি, প্যানেলের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও নিয়োগ এবং অযোগ্য প্রার্থীদের চাকরি দেওয়ার মতো অভিযোগ উঠেছিল। এই রায়ে হাইকোর্ট আরও নির্দেশ দিয়েছিল যে, সুপারনিউমারারি পদ সৃষ্টি করে অবৈধভাবে নিযুক্তদের সমন্বয় করার সিদ্ধান্তে রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে সিবিআই তদন্ত করবে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আবেদনের শুনানি করে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে, হাইকোর্ট পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করে শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি শূন্যতা সৃষ্টি করেছে এবং সুপারনিউমারারি পদ সৃষ্টির বিষয়ে তাদের বক্তব্য শোনার সুযোগ দেওয়া হয়নি। সুপ্রিম কোর্ট এই যুক্তি মেনে নিয়ে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ বাতিল করে, তবে পুরো নিয়োগ বাতিলের বিষয়ে হাইকোর্টের রায়কে বহাল রাখে। ২০১৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস

কমিশন (ডব্লিউবিএসএসসি) রাজ্যের সরকারি ও সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী নিয়োগের জন্য স্টেট লেভেল সিলেকশন টেস্ট (এসএলএসটি) পরিচালনা করে। এই প্রক্রিয়ায় প্রায় ২৩ লক্ষ প্রার্থী অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে অভিযোগ ওঠে যে, অনেক প্রার্থী ঘুষ দিয়ে চাকরি পেয়েছেন। ওএমআর শিটে কারচুপি, মেধাতালিকায় অযোগ্যদের স্থান দেওয়া এবং প্যানেলের বাইরে থেকে নিয়োগের মতো ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। এই কেলেঙ্কারি 'ক্যাস-ফর-জবস' নামে কুখ্যাত হয়ে ওঠে। তদন্তে নামে সিবিআই এবং ইডি, গ্রেফতার হন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়-সহ একাধিক কর্মকর্তা। হাইকোর্টের রায়ে বলা হয়েছিল, ''রাজ্য মন্ত্রিসভা জেনেশুনে জালিয়াতিপূর্ণ নিয়োগকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য সুপারনিউমারারি পদ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'' এই পদগুলি অবৈধভাবে নিযুক্তদের চাকরি বাঁচাতে তৈরি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। হাইকোর্টের মতে, এই সিদ্ধান্তের পিছনে গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে, যা সিবিআই তদন্তের মাধ্যমে প্রকাশ করা প্রয়োজন। সুপ্রিম কোর্ট মঙ্গলবার জানিয়েছে, ''আমরা হাইকোর্টের সিবিআই তদন্তের নির্দেশ বাতিল করছি। এই বিষয়ে রাজ্য সরকারকে তাদের বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেওয়া হয়নি, যা প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতির পরিপন্থী।'' তবে আদালত এও স্পষ্ট করেছে যে, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় জালিয়াতির বিষয়টি অস্বীকার করা যায় না। প্রধান বিচারপতি বলেন, ''ওএমআর শিট ধ্বংস করা হয়েছে, প্যানেলের বাইরে থেকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে-এটি একটি সুস্পষ্ট জালিয়াতি। তবে সুপারনিউমারারি পদ সৃষ্টির বিষয়ে তদন্তের জন্য আরও প্রমাণ প্রয়োজন।'' রাজ্য সরকারের আইনজীবী যুক্তি দেন, ''সিবিআই তদন্তের রিপোর্টে মাত্র ৪,৩২৭ জনের নিয়োগে অনিয়ম পাওয়া গেছে। পুরো ২৫,৭৫৩ জনের নিয়োগ বাতিল করা এবং সুপারনিউমারারি পদ নিয়ে তদন্তের নির্দেশ অযৌক্তিক।'' সুপ্রিম কোর্ট এই যুক্তির কিছু অংশ গ্রহণ করে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ স্থগিত করেছে। এই রায়ে রাজ্য সরকার কিছুটা স্বস্তি পেলেও, বিরোধী দল বিজেপি এটিকে 'অপরাধীদের রক্ষা করার প্রয়াস' বলে সমালোচনা করেছে। বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ''সুপ্রিম কোর্টের এই সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও, কেলেঙ্কারির মূল অভিযুক্তদের শাস্তি থেকে বাঁচানো যাবে না।'' অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র দাবি করেন, এটি প্রমাণ করে যে হাইকোর্টের রায় একপেশে ছিল। শিক্ষকদের একাংশ, যাদের চাকরি বাতিল হয়েছে, এই রায়ে হতাশ। একজন শিক্ষক বলেন, ''আমরা নিরপরাধ, তবু আমাদের চাকরি গেল। সরকার ও কমিশনের ভুলের জন্য আমরা কেন শাস্তি পাব?'' অন্যদিকে, যারা নিয়োগর জন্য অপেক্ষায় ছিলেন, তারা নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার আশা করছেন। সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে যে, রাজ্যকে তিন মাসের মধ্যে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। তবে সুপারনিউমারারি পদ সৃষ্টির বিষয়টি এখনও আইনি ঝুলন্তিতে রয়েছে। এই কেলেঙ্কারি পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থায় গভীর প্রভাব ফেলেছে, এবং এর সমাধান এখনও দূরে।

শুভেন্দুকে মোথাবাড়ি যেতে শর্তসাপেক্ষে অনুমতি হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ এপ্রিলঃ রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে শর্তসাপেক্ষে মোথাবাড়ি যাওয়ার অনুমতি দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। মঙ্গলবার আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে, মোথাবাড়ি থানার অধীনে এলাকা পরিদর্শনে যেতে পারবেন শুভেন্দু অধিকারী। প্রস্তাবিত চার জায়গায় যেতে পারবেন। ১১ এপ্রিল ১০-৩ টের মধ্যে যেতে পারবেন। সঙ্গে নিরাপত্তারক্ষীও থাকবে। আদালত এটাও বলে দিয়েছে, কটা কনভয় যাবে, তা প্রসাশনকে জানাতে হবে। পুলিশ সুপার গোটা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখবেন বলে আদালতের নির্দেশ। মোথাবাড়িতে অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখতে হবে বলে জানিয়েছেন বিচারপতি। আদালতের নির্দেশ, পরিস্থিতি কোনওভাবে সমস্যাজনক হলে, ফোর্স পাঠিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তবে কোনও মিছিল করা যাবে না। এই মামলার পরবর্তী শুনানি ১৭ এপ্রিল। সেদিন আদালতে গোটা বিষয়টি রিপোর্ট দিয়ে জানাতে হবে। সপ্তাহ খানেক আগে থেকে অশান্ত হয়ে ওঠে মালদহের মোথাবাড়ি। অশান্তি চরমে ওঠে। দোকান এবং গাড়িতে ভাঙচুর করে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে চলে বিক্ষোভ। পাল্টা, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে লাঠিচার্জ করে পুলিশ। কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটানো হয়। ছটি মামলা রুজু করে পুলিশ। সেই ঘটনার জল গড়ায় আদালত পর্যন্ত। এই পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। গত শুক্রবার বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে-র ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছিল, ঘটনাটি স্পর্শকাতর, রাজ্য সরকারের দায়িত্ব নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। বিচারপতিরা এও বলেন যে, এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু এদিনের শুনানিতে কেন্দ্রের তরফে এএসজি সওয়াল করেন, পরিস্থিতি এমন, চাইলে মোথাবাড়িতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে পারে।

আরজি করকাণ্ডে নির্যাতিতার নাম বিনীত গোয়েলের মুখে, মামলায় নয়া নির্দেশ আদালতের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ এপ্রিলঃ আরজিকর কাণ্ডে নির্যাতিতার নাম প্রকাশের অভিযোগে বিনীত গোয়েল বিরুদ্ধে দায়ের মামলায় ভিডিয়ো ফুটেজ আদালতে জমা দেওয়ার মামলাকারীর আবেদন গ্রহণ করল আদালত। সংশ্লিষ্ট সংবাদ মাধ্যমকে মামলায় যুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি রাজা শেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চের। এদিকে, আবার মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন তুলে হলফনামা জমা দিল রাজ্য। একসময় প্রধান বিচারপতি মামলাটি ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে সরে দাঁড়ান। তারপর মামলা যায় বিচারপতি মান্থার এজলাসে। ৬ মে মামলার পরের শুনানি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেও কেন নির্যাতিতার নাম উল্লেখ, তা নিয়েই বিনীত গোয়েলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন অমৃতা পাণ্ডে নামে এক আইনজীবী। তাঁর অভিযোগ, শীর্ষ আদালতের নির্দেশের পরেও পুলিশ কমিশনার তা অগ্রাহ্য করে নাম জানিয়েছেন মিডিয়াকে। উল্লেখ্য, আরজি কর মামলায় প্রথম থেকেই তদন্ত করছেন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। এই মামলায় পুলিশি তদন্ত নিয়ে একাধিক অভিযোগ উঠেছে। সে অভিযোগ নির্যাতিতার বাবা-মা থেকে শুরু করে আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসকরা সকলেই করেছেন। সুপ্রিম কোর্টে এই মামলা চালাকালীন প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, কোনওভাবেই নির্যাতিতার ছবি, নাম, অবয়ব সামনে আনা যাবে না। কিন্তু তারপরও সংবাদমাধ্যমের সামনে ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে নির্যাতিতার পরিচয় সামনে এনে ফেলেছিলেন পুলিশ কর্তা বিনীত গোয়েল।

অপরাধীদের শাস্তি চেয়ে যোগ্যদের জন্য রাষ্ট্রপতিকে কড়া চিঠি রাহুলের

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিলঃ যোগ্য চাকরিহারাদের পক্ষে সওয়াল করে এবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে চিঠি লিখলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। যোগ্যদের চাকরি হারানোর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করলেন তিনি। এই নিয়ে পদক্ষেপ করার জন্য সরকারকে অনুরোধ করতেও রাষ্ট্রপতিকে আবেদন করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। দুর্নীতিতে যুক্তদের বিচারের কাঠগড়ায় আনার কথাও বললেন রাহুল। যোগ্য ও অযোগ্য চাকরিপ্রাপকদের পৃথক করা যায়নি। সেজন্য এসএসসি-র ২০১৬ সালের পুরো প্যানেল বাতিল করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। চাকরি হারিয়েছেন প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের সঙ্গে দিল্লি যান চাকরিহারা পাঁচ শিক্ষক। দেখা করেছিলেন রাহুল গান্ধির সঙ্গে। লোকসভার বিরোধীর দলনেতার সঙ্গে মিনিট ১২ কথা হয়েছিল চাকরিহারাদের। তখনই রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে চিঠি লেখার জন্য রাহুলকে তাঁরা আবেদন জানিয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতি যাতে তাঁদের সঙ্গে দেখা করার জন্য সময় দেন, সেই আবেদন জানাতেও রাহুলকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁরা। সেইসময় রাহুল জানিয়েছিলেন, তিনি রাষ্ট্রপতিকে চিঠি লিখবেন। কিন্তু, রাষ্ট্রপতি চাকরিহারাদের সঙ্গে দেখা করবেন কি না, তা তাঁর একান্তই নিজস্ব সিদ্ধান্ত। চাকরিহারাদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের বিষয়টি রাষ্ট্রপতিকে লেখা চিঠিতে উল্লেখ করেছেন রাহুল। রাষ্ট্রপতিকে তিনি লেখেন, 'নবম-দশম শিক্ষক শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের প্রতিনিধি দল আমার সঙ্গে দেখা করেছিল। আপনাকে চিঠি লেখার জন্য তারা আমাকে অনুরোধ করে।' আদালতের রায়ের কথা উল্লেখ করে চিঠিতে রাহুল লেখেন, 'শিক্ষক নিয়োগে গুরুতর অনিয়ম পেয়ে পুরো প্যানেল বাতিল করেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। গত ৩ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের সেই রায়কে বহাল রাখে। সেই রায়ের পর শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা প্রতিকারের আর কোনও আশা প্রায় দেখছেন না।' যোগ্য ও অযোগ্যদের কথা উল্লেখ করে রাহুল লেখেন, 'দুটি রায়েই বলা হয়েছে, যোগ্যতার ভিত্তিতে কিছু নিয়োগ হয়েছে। আবার অযোগ্যদেরও নিয়োগ হয়েছে। নিয়োগ ঘিরে যেকোনও রকম অপরাধ নিন্দনীয়। অপরাধীদের বিচারের কাঠগড়ায় আনতেই হবে। কিন্তু, যাঁরা যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকরি পেয়েছেন, অযোগ্যদের সঙ্গে তাঁদের একইরকমভাবে বিবেচনা করা গুরুতর অবিচার।'

বলছে অ্যারেস্ট হিম, আমাকে জেলে ঢোকাবে, এরা কারা! কল্যাণ

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিলঃ বিজেপি নেতা অমিত মালব্যের পোস্ট ঘিরে ইতিমধ্যেই তোলপাড় রাজনীতি। নির্বাচন কমিশনের অফিসে তৃণমূলেরই দুই সাংসদের মধ্যে তুমুল ঝগড়া। মহিলা সাংসদকে কটূক্তির অভিযোগ উঠেছে বর্ষীয়ান সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। সে দিন ঠিক কী ঘটেছিল, মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সে কথা বলেন কল্যাণ। কমিশনে জমা দেওয়া স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর নেই কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মহিলা সাংসদ। কল্যাণ বলেন, ''নাম নেই তো আমি কী করব। নির্দেশ মতো আমি কাজ করেছি। সেই ইস্যুতেই বাক-বিতণ্ডার শুরু। কল্যাণের স্পষ্ট উত্তর, ও চিৎকার করছিল, আমিও চিৎকার করেছি।'' এরপরই নাকি মহিলা সাংসদ কর্তব্যরত বিএসএফ-কে ডেকে কল্যাণকে গ্রেফতার করতে বলেন, এমনটাই দাবি সাংসদের। শ্রীরামপুরের সাংসদ পরিস্থিতির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, ''ছুটে গিয়ে বিএসএফ-কে বলছে, অ্যারেস্ট হিম-অ্যারেস্ট হিম। আমার মতো লোককে বলছে অ্যারেস্ট হিম! এরা কারা! আমি সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়ে আসা নেতা।'' কল্যাণের প্রশ্ন, ''যদি ঝগড়া হয়েও থাকে, তাহলেও কেন এভাবে ডেকে গ্রেফতার করতে বলা হবে?'' তবে মহিলার সাংসদের প্রতি তিনি কোনও অশালীন শব্দ ব্যবহার করেননি বলে জানিয়েছেন কল্যাণ। তবে তিনি বলেন, ''ওই মহিলা সাংসদ আমাকে ছোটলোক বলেছে।'' এদিন কল্যাণ শুধু নামটা না বলে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করলেন মহিলা সাংসদকে। চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বললেন, ''আমাকে দিদি দল থেকে বের করে দিলে, আমি চলে যাব।'' কল্যাণ এদিন বলেন, ''বাম রাজনীতির সময় ওই মহিলা সাংসদের কোনও অবদান ছিল না। বড় নেতার বান্ধবী বলে রাজনীতিতে ঢুকেছিল। ওই মহিলা এমপি আমার মেয়েকে নিয়ে কথা বলেছে। ওর রাগ হচ্ছে, আমি কেন ওয়াকফ বিলে বলেছি। মহিলা সাংসদ আমাকে ছোটলোক বলেছে।'' মহিলা সাংসদকে কটাক্ষ করে কল্যাণ বলেন, ''আমি কোটায় আসা লোক নই। আমি লড়াই করে রাজনীতি করেছি।'' আরও বলেন, ''দিদি বললে আমি দল ছেড়ে চলে যাব। তবু ওই অসভ্য মহিলা এমপি-কে সহ্য করব না। সুন্দরী মহিলা বলে, আর ফটফট করে ইংরেজি বলতে পারে বলে এই নয়, যে অসম্মান করতে পারে। একটা লিমিট থাকা দরকার।''

'অভিষেক দলটাকে একটা জায়গায় আনার চেষ্টা করছিলেন', কল্যাণের আক্রমণের পর আক্ষেপ সৌগতর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ এপ্রিলঃ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেনজির আক্রমণের পর ফুঁসে উঠলেন তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। ঘাঁটলেন অতীত। যা দেখে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একটা বড় অংশ মনে করছেন গোটা ঘটনা ছাব্বিশের ভোটের আগে শাসকদলের অস্বস্তি অনেকটাই বাড়াবে। তবে কী দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অভিযোগ জানাবেন সৌগত? তৃণমূলের বর্ষীয়ান সাংসদ বলছেন, ''কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন ব্যর্থ আইনজীবী। আমি মনে করি কল্যাণকে সরিয়ে দেওয়া উচিত চিফ হুইপ থেকে। এখন ওকে সরানোর ব্যাপারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা সিদ্ধান্ত নেবে তা আমরা মেনে চলব।'' কিন্তু, অভিযোগ কী জানাবেন? নির্দিষ্ট করে কিছু না বললেও, সৌগত শুধু বললেন, ''সবাই চেয়েছিল দলনেত্রীকে জানানো হোক। এখন যেভাবে সংবাদমাধ্যমে এসেছে তাতে দলনেত্রী জানতে পারবেন। দ্রুত হস্তক্ষেপ করবেন কি করবেন এটা আমি বলতে পারি না। আমার মত কল্যাণকে চিফ হুইপ পদে রাখা উচিত নয়।'' সঙ্গে এও বললেন, ''অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলটাকে একটা জায়গায় আনার চেষ্টা করছিলেন। একটা সেপ দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। সেখানে এই ধরনের মন্তব্য করে দলটাকে নষ্ট করা হচ্ছে।'' প্রসঙ্গত, বিজেপি নেতা অমিত মালব্যের একটি পোস্টেই ব্যাপক শোরগোল বঙ্গ রাজনীতির অলিতেগলিতে। নির্বাচনের কমিশনের দফতরে তৃণমূলের দুই সাংসদের ঝামেলা ঘিরেই যত ঘটনার সূত্রপাত। তাঁদের বাগবিতণ্ডা নিয়ে চর্চা যখন তুঙ্গে তখন সাংবাদিক বৈঠক করে একের পর এক বিস্ফোরক মন্তব্য করতে দেখা গেল শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ তথা বর্ষীয়ান আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ফাটালেন বোমা। সৌগতকে কাঠগড়ায় তুলে বললেন, ''দলের ভাবমূর্তি অনেক কারণে নষ্ট হয়। সৌগত রায়ের জন্য নষ্ট হয়নি? সৌগতর নারদার টাকা খাওয়ার জন্য দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়নি?'' সৌগত যদিও বলছেন, ''আমাদের সাংসদদের মধ্যে আমার, কাকলি ঘোষদস্তিদার, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়দের মতো নেতাদের বিরুদ্ধে নারদা কেসে সিবিআই মামলা করেছিল। অনেক বছর হয়ে গিয়েছে। কিন্তু, আজ পর্যন্ত সিবিআই কোনও চার্জশিট দেয়নি। ফলে এখন কল্যাণ শুধু নারদা চোর বলে আমাদের আক্রমণ করেনি, পার্টিরও ক্ষতি করেছে।''

সুপ্রিম কোর্টের রায় শুনে বিকাশ

'গোটা ক্যাবিনেট জেলে যেত, তাই এটাকেও জয় ভাবছে তৃণমূল'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ এপ্রিলঃ এসএসসি-র অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্ট যে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল তা মঙ্গলবার খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। অনেকেই মনে করছেন, এই রায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে স্বস্তি দিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসও এই রায়কে নিজেদের জয় হিসেবে দেখছে। তবে বিষয়টি মানতে রাজি নন আইনজীবী তথা সিপিএম নেতা বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। তিনি পাল্টা খোঁচা দিয়েছেন বাংলার শাসক দলকে। এই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, রাজ্য মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত নিয়ে সিবিআই তদন্ত চালানো যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় আঘাত হানে। পাশাপাশি, অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি বেআইনি নয়। রাজ্য মন্ত্রিসভার অনুমোদন সাপেক্ষে শিক্ষা দফতর বা এসএসসি এই ধরনের পদ সৃষ্টি করতেই পারে। স্বাভাবিকভাবেই শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে বাড়তি অক্সিজেন দিয়েছে। তবে বিকাশের দাবি, এই রায়ে জয়ের কিছু নেই। তৃণমূল সরকার যে দুর্নীতিগ্রস্ত, তা কেউ খণ্ডাতে পারবে না। বিকাশ রঞ্জন বলছেন, ''তাঁরা তো নিজেদের জয়ী ভাববেই। গোটা ক্যাবিনেটটাই জেলে চলে যাবে, তা থেকে মুক্ত হলেন তাঁরা। তাই ভাবছেন এটা তাঁদের

জয় হল। দুর্নীতিমূলক নিয়োগ নিয়ে কোনও জয় নেই। জেলে যাওয়া থেকে বাঁচবার জন্য জয়। এটাকে ওরা সত্যিই জয় মনে করতে পারে।'' সোমবার আবার সুপ্রিম কোর্টের রায়ে যারা চাকরি হারিয়েছেন তাঁদের সভাতে যোগ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে থেকে তিনি বলেছেন, বেঁচে থাকলে কারও চাকরি যেতে দেবেন না। বিকাশের অভিযোগ, চাকরিহারাদের ভুল পথে পরিচালিত করছেন মমতা। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ বহাল রেখেই এসএসসি মামলায় ২৬ হাজার চাকরি বাতিল করেছে সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু এই রায় তাঁরা মানতে পারেননি বলেই জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও বিকাশ রঞ্জন শুরু থেকেই বলে আসছেন, এই পরিস্থিতির জন্য তৃণমূল সরকারই দায়ী। দুর্নীতির দায়ে তাঁদেরই নিতে হবে। এই বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে ফের একবার এই কথাই বললেন তিনি। বিকাশের সাফ বক্তব্য, ''শিক্ষাব্যবস্থার ওপর প্রভাব উনি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) তৈরি করেছেন। যখন টাকা নিয়ে চাকরি দিচ্ছিলেন তখন মনে হয়নি শিক্ষাব্যবস্থার ওপর প্রভাব পড়বে? আজও তিনি স্বীকার করছেন যে টাকা নিয়েই চাকরি দিয়েছেন। এখন চাকরিহারাদের ভুল পথে পরিচালিত করছেন।'' বিকাশ এও মনে করেন, ২৬ হাজার শিক্ষক শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে গেলেও বড়সড় প্রভাব পড়বে না। বরং তাঁরা থাকলে সমাজব্যবস্থার ওপর প্রভাব পড়বে। কারণ প্রজন্মের পর প্রজন্ম জানবে তাঁরা টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছেন।

আজ ফের চাকরিহারাদের নিয়ে এসএসসি ভবন যাবেন অভিজিৎ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ এপ্রিলঃ সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে পথ অবরোধ বিজেপি কর্মী সমর্থকদের। শিক্ষা দুর্নীতির প্রতিবাদে পথে নেমেছে বিজেপি। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবাদ করেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। এ দিকে, বিজেপির প্রতিবাদ ছাড়াও মঙ্গলবার চাকরিহারাদের সঙ্গে নিয়ে এসএসসি ভবন অভিযানে যান বিজেপি নেতা কৌস্তভ বাগচী ও তমলুকের বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। দু'জনই বেরিয়ে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে। আজ কৌস্তভ বাগচী বলেন, ''আশ্চর্য ব্যাপার আমাদের সঙ্গে কথা বলছেন স্থানীয় থানার অফিসার। এখানেও পুলিশতন্ত্র চলছে। আমরা বারবার বলছিলাম যে অভিজিৎবাবু বাকি কথাগুলো বলবে। কিন্তু আমরা আবার আসব। আমাদের এখানে সংঘাত করা উদ্দেশ্য নয়। তাই যখন সংঘাত করতে নামব তখন এত উত্তর কাউকে দেব না। তখন শুধু সংঘাতই করব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দম্ভ ছাড়ুন, রাজনীতির উর্ধ্বে উঠুন।'' অপরদিকে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ''চেয়ারম্যান নেই। সেক্রেটারিও দেখা করত উৎসাহী হননি। যাদের সঙ্গে কথা বললাম তাঁরা সকলেই আমার পূর্ব পরিচিত। এদের সকলকেই জানিয়ে গিয়েছি কী কী কমিউনিকেট করতে হবে। যে পুলিশ অফিসার ছিলেন তাঁকে বলেছি যে চেয়ারম্যানকে খবর দিন আমরা আবার কালকে আসব। আমরা কালকে পাঁচ-ছ'জন গিয়ে কালকে এসে বলব যাতে পাবলিশ করা হয়। আর যারা করতে দিচ্ছে না তাদের বিরুদ্ধে গিয়ে স্বশাসিত সংস্থাকে কাজ করতে হবে।'' অভিজিৎ গন্দোপাধ্যায় বেশ কয়েকদিন ধরেই বলে চলেছেন যোগ্য-অযোগ্য আলাদা করা সম্ভব। এমনকী, তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন ওএমআর-এর হার্ড কপি পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে কি না। এরপর আজ চাকরিহারাদের একাংশ দেখা করতে আসেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতির কাছে। তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। তারপর এসএসসি ভবনে পৌঁছন।

বাংলার রাজ্যপালের দরবারে ২৩টি বিল আটকে, সুপ্রিম রায়ে আশা দেখছে সরকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ এপ্রিলঃ বিধানসভায় বিল পাশ হলেও রাজ্যপাল সই করেন না। মাসের পর মাস ফেলে রাখেন। এই অভিযোগ তুলে দীর্ঘদিন ধরেই সরব তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার তামিলনাড়ুর রাজ্যপালের বিরুদ্ধে সেই রাজ্যের সরকারের মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর খুশি বাংলার শাসকদল। সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানিয়ে বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, ''অপরাজিত বিল-সহ ২৩টি বিল রাজ্যপালের অনুমোদনের জন্য পড়ে রয়েছে।'' সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের পর বাংলার রাজ্যপাল সেই বিলগুলি অনুমোদনে তৎপর হবেন বলে আশাবাদী বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তামিলনাড়ুর রাজ্যপালের কাছে ১০টি বিল অনুমোদনের জন্য পড়ে আছে জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল সেই রাজ্যের সরকার। সেই মামলায় এদিন সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, বিল ঝুলিয়ে রাখা বৈধ কাজ নয়। বিল নিয়ে তিনমাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে তামিলনাড়ুর রাজ্যপালকে নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। বিলে সাংবাদিক বিচ্যুতি ঘটেছে মনে করলে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠাতে পারেন রাজ্যপাল। সেক্ষেত্রেও মন্ত্রিসভার পরামর্শ মেনে রাজ্যপালকে চলতে হবে বলে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের পরই পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''এটা নিয়ে আমরা বারবার আমাদের রাজ্যপালকে বলেছি। ২০১৬ সাল থেকে ২০২৫ সালের মার্চের মধ্যে বিধানসভায় পাশ হওয়া ২৩টি বিল রাজ্যপালের অনুমোদনের জন্য পড়ে রয়েছে। এর মধ্যে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিল রয়েছে। যেমন অপরাজিতা বিল, গণপিটুনি বিল। কেন এগুলোকে অনুমোদন দিচ্ছেন না, বুঝতে পারছি না। সংবিধানের

কোনও অনুচ্ছেদকে লঙ্ঘন করে এমন কোনও বিল নেই, যেটা রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো যেতে পারে। বিলে অনুমতি না দিলে কোনও সুপারিশ থাকলে সেটা জানিয়ে রাজ্যপাল আমাদের পাঠাতে পারেন। আমরা সংশোধন করে বিলটি পাশ করিয়ে পাঠালে তা অনুমোদন করা ছাড়া কোনও বিকল্প থাকে না। তারপরও আমরা দেখেছি, আমাদের বিলগুলো যাচ্ছে, তার মধ্যে কিছু কিছু বিল উনি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। সেই বিলগুলি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানোর কোনও যৌক্তিকতা নেই।'' তামিলনাড়ুর সরকারের আবেদনের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানিয়ে বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। এই নিয়ম মেনে সব রাজ্যের রাজ্যপাল কাজ করলে খুব ভাল হবে। আমার মনে হয়, আমাদের রাজ্যের সুবিধা হবে। জনগণের স্বার্থের জন্য অনেক বিল রাজ্য সরকার আনে। এই বিল যদি সেইসময় পাশ করানো না হয়, তাহলে তার যৌক্তিকতা নষ্ট হয়ে যায়।'' তিনি আরও বলেন, ''সর্বভারতীয় স্পিকারদের সম্মেলনেও এই নিয়ে আমি বলেছি। প্রস্তাব দিয়েছিলাম, একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাজ্যপাল বিলে সই না করলে সেটিকে অনুমোদন করা হয়েছে বলে বিবেচনা করা হোক।'' রাজভবনে বিল অনুমোদনের জন্য পড়ে থাকা নিয়ে বর্তমান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ও তার আগে জগদীপ ধনখড়ের সঙ্গে বারবার সংঘাত বেধেছে রাজ্য সরকারের। তবে এই সমস্যা শুধু পশ্চিমবঙ্গের নয় বলে মনে করেন বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ''শুধু আমরা নয়। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এই ঘটনা ঘটছে। এবার বিল পাশ হবে বলে তিনি আশাবাদী।'' বলেন, ''আমার মনে হয়, আমাদের মাননীয় রাজ্যপাল সেটা নজর করে, যে বিলগুলো পেন্ডিং রয়েছে, সেগুলো পাঠিয়ে দেবেন।''

রেলের চাকরি 'হাতাতে' স্বামীকে খুন করল স্ত্রী

লখনউ, ৮ এপ্রিলঃ স্বামী রেলকর্মী। তাই চাকরি হাতাতে তাঁকেই 'খুন' করল স্ত্রী। ঘটনা উত্তরপ্রদেশের বিজনৌর এলাকার। গত শুক্রবার সেখানে মৃত্যু হয় ভারতীয় রেলওয়েতে কর্মরত এক টেকনিশিয়ানের। নাম দীপক কুমার। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী তাঁর পরিবারকে জানায়, প্রথমে হঠাৎ করেই মাথা ঘুরে পড়ে যায়। তারপর হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে পড়ে দীপকের। আর তাতেই মৃত্যু হয় তাঁর। দীপকের মৃত্যু নিয়ে তাঁর স্ত্রীয়ের বয়ান মেনে নিলেও, মনে সন্দেহের একটা রেশ থেকেই যায় পরিবারের। আর সেই সন্দেহের ভিত্তিতে দীপকের দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানোর অনুরোধ করে তাঁর পরিবার। মৃত্যুর দিন কয়েকের মাথায় হাতে আসে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট। আর তাতেই হুলস্থুল পড়ে গিয়েছে বিজনৌরের কুমার পরিবারে। সেই রিপোর্টে উঠে আসে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে দীপককে। তার ভিত্তিতেই তদন্তে নামে পুলিশ। গ্রেফতার করা হয় স্ত্রী শিবানিকে। জেরায় শিবানি পুলিশের কাছে স্বীকার করেছেন এই খুন তাঁরই করা। এমনকি, এই কাজে একজনের সাহায্য নিয়ে ছিলেন বলেও পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে সে। কিন্তু কোন রোষে স্বামীকে খুন করল শিবানী? পুলিশ সূত্রে খবর, বিয়ের আগে থেকেই অন্য এক জনের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল শিবানি। দীপকের সঙ্গে বিয়ে করেছিলেন তাঁর রেলের চাকরির কথা শুনে। সেই সময়ই নাকি খুনের পরিকল্পনা কষে নিয়েছিলেন শিবানি। দীপককে মেরে তার সরকারি চাকরি হাতিয়ে আবার ফিরে যাবেন প্রেমিকের কাছে। কিন্তু তার আগেই শিবানির ঠাঁই হল হেফাজতে। পুলিশের অনুমান, সম্ভবত এই খুনের ঘটনায় সেই প্রেমিকও সাহায্য করেছে শিবানিকে।

নভকার মহামন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান বুধবার

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বুধবার, ৯ এপ্রিল দিল্লিতে নভকার মহামন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। নভকার মহামন্ত্র দিবস হল জৈন ধর্মের আধ্যাত্মিক সম্প্রীতি ও নীতিগত চেতনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। অহিংসা, নম্রতা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির নীতিতে প্রোথিত, এই মন্ত্রটি আলোকিত ব্যক্তিদের গুণাবলীর প্রতি শ্রদ্ধা জানায় এবং অভ্যন্তরীণ রূপান্তরকে অনুপ্রাণিত করে।এই দিবস সকল ব্যক্তিকে আত্মশুদ্ধি, সহনশীলতা এবং সামষ্টিক কল্যাণের মূল্যবোধের উপর প্রতিফলিত হতে উৎসাহিত করে। ১০৮টিরও বেশি দেশের মানুষ শান্তি ও ঐক্যের জন্য বিশ্বব্যাপী মন্ত্রে যোগ দেবেন।

ভোজপুরে মহিলা গ্রাম প্রধানের বাড়িতে মিলল একে-৪৭, গুলি ও গ্রেনেডও উদ্ধার

ভোজপুর, ৮ এপ্রিল ঃ বিহারের ভোজপুরে এক মহিলা গ্রাম প্রধানের বাড়ি থেকে উদ্ধার হল একে-৪৭, দু'টি গ্রেনেড, চারটি ম্যাগাজিন ও ৪৩টি গুলি। এই ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম - উপেন্দ্র চৌধুরী। মঙ্গলবার সকালে ভোজপুরের এসপি রাজ বলেছেন, এসটিএফ এবং ভোজপুর পুলিশের যৌথ অভিযানে একটি গ্রামে অভিযান চালানো হয়। মহিলা গ্রাম প্রধানের বাড়ি থেকে একটি একে-৪৭ রাইফেল, ৪৩টি গুলি, ৪টি ম্যাগাজিন এবং ২টি গ্রেনেড উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় উপেন্দ্র চৌধুরী নামে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তার ভাই বুটন চৌধুরীকে অভিযুক্ত করে মামলা দায়ের করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আগেও মামলা ছিল, জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

বিজেপি সরকার শুধুমাত্র ধনীদের জন্যঃতেজস্বী যাদব

পাটনা, ৮ এপ্রিল ঃ এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনায় সরব হলেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। তাঁর মতে, বিজেপি সরকার শুধুমাত্র ধনীদের জন্য, গরিবদের জন্য নয়। এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বৃদ্ধির বিষয়ে আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব মঙ্গলবার বলেছেন, মূল্যবৃদ্ধি চরমে। এই সরকার কেবল ধনীদের জন্য, দরিদ্রদের নয়। তাঁরা আসল সমস্যাগুলি নিয়ে কথা বলবে না। তাদের শাসনকালে মুদ্রাস্ফীতি আরও বাড়বে বলে মনে হয়।

সুপ্রিম রোষে তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল, আনন্দে উফুল্ল এম কে স্ট্যালিন

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল ঃ রাজ্যপালের ক্ষমতার এক্তিয়ার নিয়ে যুগান্তকারী রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। রাজ্য বিধানসভায় পাস হয়ে যাওয়া বিলগুলি আটকে রাখা নিয়ে রাজ্যপালকে তাঁর ক্ষমতা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। বলা হয়েছে, রাজ্য বিধানসভায় বিল পাস হওয়ার পর রাজ্যপাল তা আটকে রাখতে পারেন না। তামিলনাড়ু বিধানসভায় পাস হওয়া ১০টি বিল রাজ্যপাল রবি আটকে রেখেছেন বলে আদালতে মামলা হয়েছিল।মঙ্গলবার সেই নিয়ে শুনানি চলাকালীন বিচারপতি জেবি পার্দিওয়ালা এবং আর মহাদেবনের বেঞ্চ বলে, রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানোর কথা যে ১০টি বিলকে, সেগুলি রাজ্যপাল যেভাবে আটকে রেখেছেন, তা বেআইনি এবং স্বেচ্ছাচারিতা। রাজ্যপালের সেই পদক্ষেপ বাতিল করা হল। রাজ্যপালের কাছে পুনরায় যেদিন বিল পাঠানো হয়, সেই দিল থেকেই বিলগুলি পাস হয়ে গিয়েছে বলে ধরা হবে। রাজ্যপালের উদ্দেশ্য 'সৎ' নয় বলেও মন্তব্য করেছে আদালত।আদালতের নির্দেশে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন তামিলনা।ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। স্ট্যালিন এদিন বিধানভায় বলেন, আমি এই সভাকে সুসংবাদ জানাতে চাই। আমাদের তামিলনাড়ু সরকার একটি ঐতিহাসিক রায় পেয়েছে। রাজ্যপাল এই বিধানসভায় পাস হওয়া বিভিন্ন বিল অনুমোদন না করেই ফেরত দিয়েছেন, তামিলনাড়ু সরকার এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছে। সুপ্রিম কোর্টবলেছে, রাজ্যপাল বিল আটকে রাখার সিদ্ধান্ত অবৈধ। সুপ্রিম কোর্ট একটি ঐতিহাসিক রায় দিয়েছে। এটি কেবল তামিলনাড়ুর জন্য নয়, ভারতের সমস্ত রাজ্যের জন্য একটি বড় জয়। এই রায় সমস্ত রাজ্য সরকারের জন্য একটি জয়।

দিনে দু'বার মিলবে জল, শালিমার বাগে আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল ঃ দিল্লির শালিবাগ বিধানসভা এলাকায় মঙ্গলবার সকালে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। এই শালিমার বাগ বিধানসভা কেন্দ্র মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার নিজ নির্বাচনী এলাকা। শালিমার বাগের বিসি পূর্বে একটি জলের পাইপলাইনেরও উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা।দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা এদিন বলেছেন, আজ আমরা এখান থেকে জল সরবরাহ শুরু করছি, আপনারা এখন থেকে সকাল ৬টা থেকে ৮টা পর্যন্ত জল সরবরাহ পাবেন এবং সন্ধ্যায়ও ৩০ মিনিটের জল সরবরাহ অব্যাহত থাকবে। এতদিন আপনারা সন্ধ্যায় জল পাননি, এখন আপনারা দু'বার জল পাবেন।মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা আরও বলেছেন, আমরা এই বস্তি এলাকায় ড্রেনেজ নির্মাণের কাজ শুরু করেছি। বহু বছর পর বস্তিবাসীদের জন্য 'আচ্ছে দিন' শুরু হচ্ছে, পূর্ববর্তী সরকারগুলি বস্তিবাসীদের কথা চিন্তা করত না, তারা তাদের কেবল ভোট ব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করত। তারা তাদের মধ্যে ভয় জাগিয়ে তুলেছিল যে বিজেপি বস্তি পরিষ্কার করবে। আজ থেকে এখানে শুরু হওয়া কাজ বস্তিবাসীদের কাছে একটি বার্তা দেবে যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, বিজেপি সরকার প্রতিটি দরিদ্রের যত্ন নিচ্ছে।

জলন্ধরে বিজেপি নেতার বাড়ির বাইরে বিস্ফোরণ, তদন্তে পুলিশ

জলন্ধর, ৮ এপ্রিল ঃপঞ্জাবের জলন্ধরে বিজেপি নেতার বাড়ির বাইরে বিস্ফোরণের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো। সোমবার মধ্যরাতে জলন্ধরের বিজেপি নেতা মনোরঞ্জন কালিয়ার বাসভবনের বাইরে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও ফরেনসিক দল, শুরু হয়েছে তদন্ত। গ্রেনেড ফেটে এই বিস্ফোরণ হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে।বিজেপি নেতা মনোরঞ্জন কালিয়া বলেছেন, রাত তখন ১টা হবে, সেই সময় একটি বিস্ফোরণ ঘটে, আমি ঘুমাচ্ছিলাম এবং আমার মনে হয়েছিল এটি বজ্রপাতের শব্দ। পরে আমাকে জানানো হয়, যে একটি বিস্ফোরণ হয়েছে, এর পরে, আমি আমার রক্ষীকে থানায় পাঠাই। সিসিটিভি তদন্ত করা হচ্ছে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরাও এখানে উপস্থিত আছেন।জলন্ধরের ডিসিপি বলেছেন, ফরেনসিক দল পরিদর্শন করে রিপোর্ট দেবে। ঘটনাটি মনোরঞ্জন কালিয়ার বাড়িতে ঘটেছে। জলন্ধরের পুলিশ কমিশনার ধনপ্রীত কৌর বলেছেন, রাত ১টা নাগাদ আমরা এখানে বিস্ফোরণের খবর পাই, এরপর আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করি। ফরেনসিক দল বিষয়টি তদন্ত করছে, আমরা সিসিটিভিও পর্যবেক্ষণ করছি, ফরেনসিক দল তদন্ত করছে এটি গ্রেনেড হামলা নাকি অন্য কিছু।এই বিস্ফোরণ প্রসঙ্গে পঞ্জাব বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুনীল জাখর বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান দিল্লি কংগ্রেস সদর দফতরে পাঞ্জাব পুলিশের একটি গোয়েন্দা দল মোতায়েন করেছেন। তিনি বিধানসভায় বলেছিলেন, দিল্লি কংগ্রেস সভায় কী ঘটেছিল সে সম্পর্কে আমার কাছে গোয়েন্দা তথ্য আছে। মনোরঞ্জন কালিয়ার বাসভবনে যখন বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছিল তখন এই গোয়েন্দা তথ্য কোথায় ছিল?

ভারত ও ইজরায়েলের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক কৃষি সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর

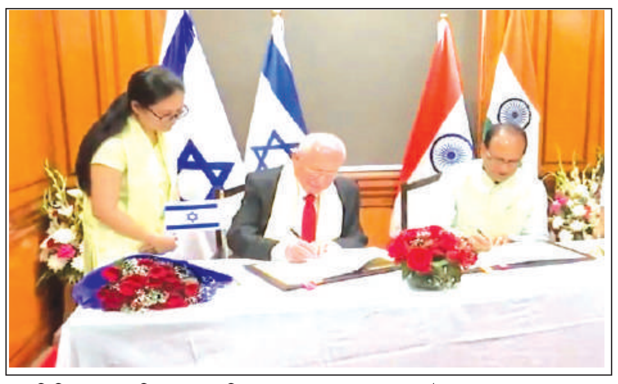

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল ঃ কৃষিক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা সম্পর্কিত চুক্তি স্বাক্ষর করলেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান এবং ইজরায়েলের কৃষিমন্ত্রী আভি ডিচটার। মঙ্গলবার কৃষিক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা সম্পর্কিত চুক্তি স্বাক্ষরের পর কৃষি সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেন চৌহান ও ডিচটার। দুই মন্ত্রীর উপস্থিতিতে দুই দেশের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, ভারত ও ইজরায়েলের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্ব ভালোভাবে এগিয়ে চলেছে। মন্ত্রী উল্লেখ করেন, উভয় দেশের কৃষি, উদ্ভাবন, জল এবং প্রযুক্তি ক্ষেত্রে চমকার সহযোগিতা রয়েছে। চৌহান আরও উল্লেখ করেন, ভারতে জমির মালিকানা কম। তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, ক্ষুদ্র জমির মালিকানাধীন কৃষকদের জন্য কৃষিকাজকে আরও লাভজনক করার প্রচেষ্টা চলছে।

ঐক্যবদ্ধ ভারতের জন্য মোদীজির দৃষ্টিভঙ্গি শক্তিশালী হয়ে উঠেছেঃঅমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল ঃ ঐক্যবদ্ধ ভারতের জন্য মোদীজির দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। জোর দিয়ে জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। জম্মু ও কাশ্মীর সফরে থাকাকালীনই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মঙ্গলবার তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, জম্মু কাশ্মীর ইসলামিক পলিটিক্যাল পার্টি, জম্মু ও কাশ্মীর মুসলিম ডেমোক্রেটিক লীগ এবং কাশ্মীর ফ্রিডম ফ্রন্ট নামে আরও তিনটি সংগঠন হুরিয়ত থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করেছে। এটি উপত্যকার মধ্যে ভারতের সংবিধানের প্রতি জনগণের আস্থার একটি উল্লেখযোগ্য প্রদর্শন।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ টুইটারে আরও জানান, একটি ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী ভারতের জন্য মোদীজির দৃষ্টিভঙ্গি এখন আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, কারণ এখনও পর্যন্ত এই ধরনের ১১টি সংগঠন বিচ্ছিন্নতাবাদকে পরিহার করেছে এবং এর প্রতি অটল সমর্থন ঘোষণা করেছে।

প্রতিবেশী দম্পতির হামলায় গুরুতর আহত মা ও নাবালক ছেলে

বিশালগ। (ত্রিপুরা), ৮ এপ্রিলঃ প্রতিবশী দম্পতির মারধরে গুরুতর আহত মা ও নাবালক ছেলে। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার দুপুরে সিপাহীজলা জেলার ঘনিয়ামারার পঞ্চায়ত টিলায়। আক্রান্ত গৃহবধূ রোজিনা আক্তার এবং তার ছেলে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অন্যদিকে হামলাকারী সাব্বীর আহমেদ ও তার স্ত্রী পালিয়ে আত্মগোপন করেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে।স্থানীয় জনগণ জানিয়েছে, এদিন দুপুরে রোজিনা আক্তারের বাড়িতে গিয়ে প্রতিবেশী সাব্বীর আহমেদ ও তার স্ত্রী হামলা চালায়। লাঠি দিয়ে বেধাক মারধর করা হয় রোজিনা আক্তারকে।

ভারত-থাইল্যান্ড কৌশলগত অংশীদারিত্ব নিয়ে যৌথ ঘোষণা

নয়াদিল্লি(পিআইবি),৮ এপ্রিলঃ থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী পেতংতার্ন সিনাওয়াত্রার আমন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরে ঃদ্র মোদী ৩ ও ৪ এপ্রিল সরকারি সফরে থাইল্যান্ডে যান এবং ব্যাঙ্ককে ষষ্ঠ বিমস্টেক শীর্ষ বৈঠকে যোগ দেন। ব্যাঙ্ককে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়।ভারত ও থাইল্যান্ডের মধ্যে ৭৮ বছরের কূটনৈতিক সম্পর্ক এবং সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও ভাষাগত ক্ষেত্রে গভীর বন্ধনের কথা উল্লেখ করে দুই নেতা প্রতিরক্ষা ও সুরক্ষা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, যোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, উদ্ভাবন, মহাকাশ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, পর্যটন এবং মানুষে মানুষে যোগাযোগ নিয়ে আলোচনা করেন। সহযোগিতার বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে মউ স্বাক্ষরিত হয়।কৌশলগত অংশীদারিত্বের পাশাপাশি দুই নেতা অবাধ, মুক্ত, স্বচ্ছ, অন্তর্ভুক্তিমূলক, সমৃদ্ধ এবং সুস্থায়ী ভারত-প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চল গড়ে তোলার ওপর জোর দেন। সেইসঙ্গে আসিয়ান-এর পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার করেন। দুই নেতা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে একমত হনঃরাজনৈতিক সহযোগিতাআঞ্চলিক স্বার্থ ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জ সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি রাজনৈতিক বোঝাপড়াকে মজবুত করতে নিয়মিত বৈঠকের ওপর গুরুত্ব। দুই দেশের বিদেশমন্ত্রী ও পদস্থ আধিকারিকদের মধ্যে নিয়মিত বৈঠকের পাশাপাশি নিয়মিত সংসদীয় আদান-প্রদান।প্রতিরক্ষা ও সুরক্ষা সহযোগিতা বর্তমান সুরক্ষা সহযোগিতা ব্যবস্থাকে মজবুত করা এবং দুই দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আরও সহযোগিতা। প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা শিল্প, গবেষণা, প্রশিক্ষণ, পারস্পরিক বিনিময়, মহড়া এবং সক্ষমতা নির্মাণ।নিয়মিত আলাপ-আলোচনা এবং বিনিময়ের মাধ্যমে সুরক্ষা সহযোগিতা বৃদ্ধি। বিশ্বের ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা এবং আঞ্চলিক সুরক্ষার পরিবেশ গড়ে তুলতে দুই দেশের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের মধ্যে নিয়মিত মত বিনিময়। পাশাপাশি প্রতিরক্ষা, সামুদ্রিক সুরক্ষা, সাইবার সুরক্ষা, সন্ত্রাসবাদ দমন। সেইসঙ্গে সাইবার অপরাধ, আন্তর্জাতিক আর্থিক অপরাধ, অর্থ পাচার ও মানুষ পাচার, মাদক প্রভৃতির মতো সংগঠিত অপরাধের মোকাবিলায় পারস্পরিক তথ্য বিনিময়।আর্থিক, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা ভারত ও থাইল্যান্ডে যৌথ বাণিজ্য কমিটির মাধ্যমে দুই দেশের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের মধ্যে নিয়মিত বৈঠক। সেইসঙ্গে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়াতে বার্ষিক বৈঠকের ব্যাপারে দুই দেশ একমত হয়েছে। অচিরাচরিত শক্তি, বৈদ্যুতিক গাড়ি, ডিজিটাল প্রযুক্তি, রোবোটিক্স, আইসিটি, মহাকাশ প্রযুক্তি, জৈব প্রযুক্তি, সৃজনশীল শিল্প এবং স্টার্টআপের মতো ভবিষ্যতের উপযোগী শিল্পে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের নতুন ক্ষেত্র তৈরি করা।সামুদ্রিক পণ্য, স্মার্টফোন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, পেট্রোলিয়াম সামগ্রী, গাড়ির যন্ত্রাংশ, পরিষেবা ও ওষুধের মতো ক্ষেত্রে ধারাবাহিক বাণিজ্য বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব। দুই দেশের মধ্যে চালু থাকা বাণিজ্যিক চুক্তিকে আরও সহজ-সরল করার ওপর গুরুত্ব। ভারত ও আসিয়ান দেশগুলির মধ্যে সরবরাহ শৃঙ্খলকে জোরদার করতে বাণিজ্য চুক্তি পর্যালোচনা।দুই দেশের মধ্যে বিনিয়োগ বাড়াতে বিনিয়োগের সঙ্গে যুক্ত সংস্থাগুলির মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা। ভারতের পুবে তাকাও নীতি এবং মেক ইন ইন্ডিয়ার মাধ্যমে বর্তমানে চালু থাকা বিনিয়োগ নীতি ও প্রকল্পগুলির যথার্থ ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব। ভারত-থাইল্যান্ড যৌথ বাণিজ্য ফোরামের নিয়মিত বৈঠক এবং দুই দেশের যৌথ প্রকল্প ও বেসরকারি ক্ষেত্রের মধ্যে সহযোগিতা। দুই দেশের শিল্পোদ্যোগী, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সংস্থা এবং স্টার্টআপের মধ্যে যোগাযোগ বাড়াতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গড়ে তোলা। ভারত ও থাইল্যান্ডে স্টার্টআপ পরিমণ্ডলের ব্যাপক ব্যাপ্তির কথা মাথায় রেখে স্টার্টআপ সংক্রান্ত ক্ষেত্রে সক্রিয়তা বাড়াতে একমত হয়েছে দুই দেশ।যোগাযোগ ডিজিটাল ও আর্থিক সহ যোগাযোগের সমস্ত ক্ষেত্রকে মজবুত করার ব্যাপারে একমত হয়েছে দুই দেশ। আঞ্চলিক যোগাযোগকে মজবুত করা, দুই দেশের বঃদরের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং বিমান পরিবহণকে উসাহিত করার ওপর গুরুত্ব।সামাজিক-সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত ও মানুষে মানুষে যোগাযোগদুই দেশের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ বাড়ানোর পাশাপাশি পর্যটন ক্ষেত্রে সম্ভাবনার ওপরও গুরুত্ব। শিক্ষার ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়াতে দুই দেশের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের মধ্যে শক্তিশালী বোঝাপড়া গড়ে তোলা। শিক্ষাগত যোগ্যতাকে পারস্পরিক স্বীকৃতি, ভারত ও থাইল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের জন্য বৃত্তির আদান-প্রদান বৃদ্ধি, যৌথ গবেষণা ও ফেলোশিপের ওপর গুরুত্ব। দক্ষতা উন্নয়ন, ইংরেজি ভাষা প্রশিক্ষণ, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা, দুই দেশের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থাগুলির মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব।শিল্পকলা, প্রদর্শনী, সেমিনার, সম্মেলন, প্রত্নতত্ত্ব, গবেষণা সহ সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ও সহযোগিতাকে আরও মজবুত করার ওপর গুরুত্ব।ক্রীড়া ক্ষেত্রেও সম্ভাবনার ক্ষেত্র খতিয়ে দেখতে একমত হয়েছে দুই দেশ। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার লক্ষ্যে ভারত ও থাইল্যান্ডের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং পর্যটন, সংস্কৃতি, পেশা এবং কারিগরি সহযোগিতা বৃদ্ধির ব্যাপারে মতৈক্য।আঞ্চলিক, বহুস্তরীয় এবং আ ন্ত জ া তি ক সহযোগিতাআন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ে ভারত ও থাইল্যান্ড রাষ্ট্রসংঘে গঠনমূলক ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে দুই দেশ সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে একমত হয়েছে। ভারত ও থাইল্যান্ডের মধ্যে আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক কাঠামোকে আরও মজবুত করা। আসিয়ান, বিমস্টেক, এশিয়া কো-অপারেশন ডায়লগ, ইঃদানেশিয়া-মালয়েশিয়া-থাইল্যান্ড গ্রোথ ট্র্যাঙ্গেল প্রভৃতি সংস্থায় সহযোগিতাকে আরও শক্তিশালী করা। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও যোগাযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেকং-গঙ্গা কো-অপারেশনের আওতায় পারস্পরিক সহযোগিতাকে আরও মজবুত করা।বঙ্গোপসাগর অঞ্চলকে সমৃদ্ধ, সুস্থায়ী ও অবাধ করে তুলতে বিমস্টেক-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশ হিসেবে ভারত ও থাইল্যান্ড আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।ভারত ও থাইল্যান্ডের দুই প্রধানমন্ত্রী কৌশলগত অংশীদারিত্বের যথাযথ রূপায়ণের লক্ষ্যে একটি যৌথ কর্মপরিকল্পনা তৈরির জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করতে দুই দেশের বিদেশ মন্ত্রককে দায়িত্ব দেওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন।

দেশের তরুণদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সাহস জোগানোই মুদ্রা যোজনার লক্ষ্যঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল ঃদেশের তরুণদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সাহস জোগানোই মুদ্রা যোজনার লক্ষ্য, এমনটাই দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, মুদ্রা যোজনা প্রকল্পটি মোদীর প্রশংসার জন্য নয়। এই প্রকল্পটি আমার দেশের তরুণদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সাহস জোগাতে। মুদ্রা যোজনার ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার ৭ লোক কল্যাণ মার্গে, নিজ বাসভবনে মুদ্রা যোজনার সুবিধাভোগীদের সঙ্গে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।মুদ্রা যোজনার সুবিধাভোগীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, আমার লক্ষ্য হলো, আমার দেশের প্রতিটি সাধারণ নাগরিক আত্মবিশ্বাসে ভরে উঠুক। হ্যাঁ, অসুবিধা আছে - প্রত্যেকেই এর মুখোমুখি হয়। জীবন চ্যালেঞ্জের সঙ্গে আসে, কিন্তু সুযোগ পেলে সেই অসুবিধাগুলি কাটিয়ে জীবনে এগিয়ে যাওয়া উচিত। মুদ্রা যোজনা ঠিক এটাই করেছে। আমাদের দেশে খুব কম লোকই সত্যিকার অর্থে বোঝে যে কীভাবে একটি নীরব বিপ্লব ঘটে। এটি একটি বিশাল নীরব বিপ্লব।অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার মুদ্রা যোজনার সুবিধাভোগীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় অংশ নিয়েছেন। মুদ্রা যোজনার মহিলাদের অংশগ্রহণে খুশি ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী, একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, মুদ্রা যোজনা যে কোনও সরকারের ক্ষেত্রে চোখ খুলে দেওয়ার মতো বিষয়। মুদ্রা যোজনার ১০ বছর পূর্তিতে সুবিধাভোগীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, দেশবাসীকে কোনও গ্যারান্টি ছাড়াই ৩৩ লক্ষ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। আপনারা সংবাদপত্রে পড়েছেন, এই সরকার ধনীদের সরকার। আপনারা যদি সমস্ত ধনীদের যোগ করেন, তবুও তাঁরা ৩৩ লক্ষ টাকা পেত না। দেশের সাধারণ মানুষকে ৩৩ লক্ষ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে, এখন আজ ভারতের যুবসমাজ, তাঁদের উদ্যোক্তা দক্ষতা, যদি তারা একটু সাহায্য পান, তাহলে অনেক বড় পরিণাম পাওয়া যায়। এই মুদ্রা যোজনা যে কোনও সরকারের ক্ষেত্রে চোখ খুলে দেওয়ার মতো বিষয়। এতে সর্বাধিক সংখ্যক মহিলা এগিয়ে এসেছেন।প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, মুদ্রা যোজনায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মহিলা এগিয়ে এসেছেন। মহিলারা সবচেয়ে বেশি ঋণের জন্য আবেদন করেছেন, সবচেয়ে বেশি ঋণ পেয়েছেন এবং দ্রুত ঋণ পরিশোধও করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, এই সমস্ত সুবিধাভোগীর মধ্যে, কেউ কেউ একজনকে, কেউ দু'জনকে এবং কেউ ৪০-৫০ জনকে কর্মসংস্থান দিয়েছেন। কর্মসংস্থানের এই বিশাল কাজ অর্থনীতির জন্ম দেয়।

ওয়াকফ আইন নিয়ে ফের ধুন্ধুমার জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভা, বিঘ্নিত সভার কাজকর্ম

জম্মু, ৮ এপ্রিল ঃ ওয়াকফ আইন নিয়ে মঙ্গলবার ধুন্ধুমার কাণ্ডের সাক্ষী থাকল জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভা, বিঘ্নিত হয়েছে সভার কাজকর্ম। মঙ্গলবার পিডিপি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ওয়াকফ সংশোধনী আইন বাতিলের আহ্বান জানিয়ে বিধানসভায় একটি নতুন প্রস্তাব পেশ করেছে। তুমুল হৈহট্টগোলের কারণে ৩০ মিনিটের জন্য সভা মুলতবি করা হয়েছে।ন্যাশনাল কনফারেন্স বিধায়ক আলতাফ কালু মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং বিধানসভায় বক্তব্য রাখার জন্য সময় চান, কিন্তু স্পিকার সাড়া দেননি। পিডিপি বিধায়ক ওয়াহিদ পারা এবং দলের অন্যান্য বিধায়করা কিছু কাগজপত্র দেখিয়ে সভার ওয়েলে পৌঁছন। এরপর তাদের বের করে দেওয়া হয়। এনসি নেতারা, যারা সভার ওয়েলে পৌঁছেছিলেন, তাঁরা জম্মু ও কাশ্মীর পিপলস কনফারেন্সের প্রধান সাজাদ লোনের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক শুরু করেন।

বম্বে হাইকোর্টেও সুরক্ষা পেলেন কুণাল, ১৬ এপ্রিল পর্যন্ত গ্রেফতার করা যাবে না

মুম্বই, ৮ এপ্রিল ঃ কৌতুকশিল্পী কুণাল কামরাকে এবার স্বস্তি দিল বম্বে হাইকোর্ট। বম্বে হাইকোর্ট কুণাল কামরাকে আগামী ১৬ এপ্রিল পর্যন্ত সুরক্ষা প্রদান করেছে, এই সময়ে কুণালকে গ্রেফতার করতে পারবে না পুলিশ। পাশাপাশি বিবাদীদের নোটিশ জারি করেছে বম্বে হাইকোর্ট। উল্লেখ্য, কুণাল কামরা শিবসেনার দায়ের করা এফআইআর বাতিলের আবেদন করছিলেন। মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডেকে মস্করা করে বিপাকে পাড়েছেন কুণাল। তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৩ বার সমন পাঠিয়েছে মুম্বই পুলিশ, কিন্তু একবারও তিনি হাজিরা দেননি। এমতাবস্থায় বম্বে হাইকোর্টের শরণাপন্ন হন কৌতুকশিল্পী কুণাল কামরা। মঙ্গলবার তাঁকে আগামী ১৬ এপ্রিল পর্যন্ত সুরক্ষা প্রদান করেছে বম্বে হাইকোর্ট।

এপ্রিলে পাঁচদিন বন্ধ ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক

কলকাতা, ৮ এপ্রিল ঃ এপ্রিল মাসে দু'দফায় পাঁচদিন বন্ধ থাকছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। সিকিমের লাইফলাইন এই জাতীয় সড়কটি চলতি মাসের ৯ ও ১০ তারিখ এবং ১৭ থেকে ১৯ তারিখ পর্যন্ত সেবক থেকে রংপো পর্যন্ত বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা করেছে কালিম্পং জেলা প্রশাসন। জানা গেছে, জাতীয় সড়কে কাজ করবে কেন্দ্রীয় সড়ক সংস্থা। ওই কাজের জন্য সাময়িকভাবে জাতীয় স.কটিতে সমস্ত ধরনের ভারী যান চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

প্রেমিকের সাথে পালিয়েছে স্ত্রী, থানার দ্বারস্থ স্বামী

আগরতলা, ৮ এপ্রিল ঃ স্ত্রী পালাল পর পুরুষের হাত ধরে। স্ত্রীকে খুঁজে পেতে পুলিশের দ্বারস্থ অসহায় স্বামী। ঘটনা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার আমতলি থানার অধীন কাঞ্চনমালা এলাকায়।জানা গেছে, গোলাঘাটি বিধানসভার অন্তর্গত কাঞ্চনমালা এলাকার ৩ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আব্দুল গফুর মিয়ার ছেলে জলফু মিয়া ২০১৭ সালে জিরানিয়া জয়নগর এলাকার জামাল মিয়ার মেয়ে রেহানা বেগমকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন। বিয়ের পর তাদের ঘরে এক পুত্র সন্তান জন্ম নিলেও সন্তান মারা যায়। এদিকে সন্তান মারা যাওয়ার পর থেকেই রেহানা বেগম মোবাইলের মাধ্যমে পর পুরুষের সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে।সোমবার দুপুরে পরিবারের লোকজনদের অনুপস্থিতিতে রেহানা বেগম তার প্রেমিকের সাথে পালিয়ে যায়। পরে জলফু মিয়া ঘরে এসে স্ত্রীকে দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। সমস্ত জায়গায় খোঁজাখুঁজি করার পরেও যখন স্ত্রীর সন্ধান পাওয়া যায়নি তখন মঙ্গলবার সকালে জলফু মিয়া আমতলি থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন।এদিন জলফু মিয়া জানিয়েছেন, তার স্ত্রী নাকি পরপুরুষের হাত ধরে পালিয়ে গেছে। তিনি আরো জানিয়েছেন, দেশে পরকীয়া সংক্রান্ত ব্যাপারে আইনের দিক দিয়ে কোন শাস্তির বিধান নেই, যার ফলে প্রায় প্রতিনিয়তই বিবাহিত মহিলারা এভাবে পর পুরুষের হাত ধরে পালিয়ে যাচ্ছে। তাই এদিন জলফু মিয়া বলেন, দেশে এমন কোন কঠোর আইন চালু করা হোক যাতে রেহানা বেগমের মত আর কোন বিবাহিত স্ত্রী পর পুরুষের হাত ধরে পালিয়ে যেতে সাহস না পায়। এদিন সে অসহায় অবস্থায় আমতলি থানার সামনে দাঁড়িয়ে স্ত্রীকে খুঁজে পেতে পুলিশ প্রশাসনের কাছে আর্জি জানিয়েছেন।

গরমে নাজেহাল গুজরাট

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল ঃ অত্যধিক গরমে নাজেহাল অবস্থা গুজরাটে, গরমে দুর্বিষহ অবস্থা মরুরাজ্য রাজস্থানেও। দুই রাজ্যেই বিগত কয়েকদিন ধরে ঊর্ধ্বমুখী সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। গুজরাটে তাপপ্রবাহের লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টার জন্য পশ্চিম রাজস্থানেও লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে।তীব্র গরমে নাভিশ্বাস অবস্থা মরুরাজ্য রাজস্থানেও। আগামী ৩-৪ দিন এমনই গরম থাকবে রাজস্থানে, পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের থেকে জানা গেছে।

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

২৬চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার, ইংরেজীঃ৯ এপ্রিল ২০২৫, ৫৩৯ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ২৬ চৈত্র, চান্দ্র ৩০ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৫ চৈত্র ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২৪ চৈত্র ১৯৪৭, মৈতৈঃ৩০ লমতা, আসামঃ ১৫ চ'ত, মুসলিমঃ২৯-রমজান-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৩৪ঃ২৪ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ৪৮ঃ১১।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫৩ঃ৪১(৩০) এবং অস্ত বিকাল ০৬ঃ৫৫ঃ১৮(৩০)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃঅমাবশ্যা (পূর্ণা) বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃউত্তরভাদ্রপদ রাত্রিঃ ০৮ঃ২১ঃ৪৩ দং ৩৬৫৮২.৫ পর্যন্ত পরে রেবতী করণঃনাগ বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্ত পরে কিন্তুঘ্ন যোগঃব্রহ্ম রাত্রিঃ১১ঃ ১২ঃ৪৩ দং ৪৪৫৩২.৫ পর্যন্ত পরে ইন্দ্র অমৃতযোগঃদিন ০৯ঃ৩৯ঃ০৫ থেকে - ১২ঃ৫৪ঃ৪৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৮ঃ০৯ঃ৩১ থেকে - ১০ঃ ৩০ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৪ঃ ৫৬ থেকে - ০১ঃ৩৯ঃ০৫ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ২৬ঃ১০ থেকে - ০৪ঃ ০০ঃ২০ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০৬ঃ২৩ঃ২৫ থেকে - ০৭ঃ১২ঃ২০ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৬ঃ৩৫ঃ২১ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ০৬ থেকে - ০২ঃ৪৪ঃ৫০ পর্যন্ত।কালবেলা দিন ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ থেকে - ০৭ঃ ০৬ঃ১৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১৬ঃ ৩৩ থেকে - ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৭ঃ১৬ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ ০৬ঃ১৩ থেকে - ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ১১১৫৯১৩ (২৬) ৪ পদচন্দ্রঃ ১১২০৫৬২৩ (২৭) ২ পদমঙ্গলঃ ২২৬৫৭৪৭ (৭) ৩ পদবুধঃ ১১৩২৪৪৮ (২৬) ১ পদ বৃহস্পতিঃ১২১৪১৫২ (৪) ৪ পদ শুক্রঃ১০২৭৩৯১৫ (২৫) ৩ পদ শনিঃ১০২৭২১১১ (২৫) ৩ পদ রাহুঃ১১৪৫৫১৯ (২৬) ১ পদকেতুঃ ৫৪৫৫১৯ (১২) ৩ পদবুধ বক্রি শুক্র বক্রি।লগ্নঃমীন রাশি সকাল ০৬ঃ২৩ঃ৩২ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ০৮ঃ০৪ঃ০৬ পর্যন্ত। বৃষ রাশি সকাল ১০ঃ০২ঃ২৯ পর্যন্ত। মিথুন রাশি সকাল ১২ঃ১৫ঃ৪৮ পর্যন্ত। কর্কট রাশি দুপুর ০২ঃ৩১ঃ৩১ পর্যন্ত। সিংহ রাশি বিকাল ০৪ঃ৪২ঃ ৫১ পর্যন্ত। কন্যা রাশি বিকাল ০৬ঃ ৫৩ঃ০২ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্র ০৯ঃ ০৭ঃ১৩ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি রাত্র ১১ঃ২২ঃ৫৭ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ২৮ঃ১৫ পর্যন্ত। মকর রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ১৫ঃ০৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৪৮ঃ৩১ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি মিটছেই না, পূর্বাভাস থাকলেও হচ্ছে না বৃষ্টি। ভ্যাপসা ও অস্বস্তিকর গরমে নাভিশ্বাস অবস্থা মহানগরী কলকাতায়। এমতাবস্থায় আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, সোমবার ও মঙ্গলাবার বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৬ ডিগ্রি বেশি।শনিবারও ভ্যাপসা গরম রয়েছে মহানগরী কলকাতায়, সকালের দিকে গরম তেমন অনুভূত না হলেও বেলা বা।ার সঙ্গে সঙ্গেই ভ্যাপসা গরম অনুভূত হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, সোমবার থেকে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ঝড়বৃষ্টি হতে পারে। কলকাতায় বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে হতে পারে বজ্রপাত। দমকা হাওয়ার বেগ থাকতে পারে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার। একই পূর্বাভাস রয়েছে হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায়। বাকি জেলাগুলিতে ঝড়ের গতি হতে পারে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার। বেশ কয়েকটি জেলায় ঝড়বৃষ্টি হতে পারে মঙ্গলবারেও।

জোয়ার-সকাল ৭ টা ৫২ মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল৭ টা৫২মনিট এবং রাত ৮ টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫টা ২৮মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৫৩মনিট

সোনারপুরে পরকীয়া প্রেমের জেরে স্ত্রীকে খুন করে থানায় আত্মসমর্পণ স্বামীর

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৮ এপ্রিল ঃ স্ত্রীকে খুন করে থানায় আত্মসমর্পন স্বামীর সোনারপুরের মাহিনগরের ঘটনা। আর এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। প্রেমিককে সঙ্গে নিয়ে স্বামীকে খুনের ছক কষেছিল স্ত্রী। তবে সেই ষড়যন্ত্রের জালেই শেষ পর্যন্ত প্রাণ গেল স্ত্রীর। স্ত্রীর হত্যার পর নিজেই থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করে স্বামী। পুরো ঘটনার তদন্তে নেমেছে সোনারপুর থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর থানা এলাকার রাজপুর সোনারপুর পুরসভার মালঞ্চের মাহিনগরে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ক্যানিংয়ের হেরোভাঙা এলাকার বাসিন্দা বাপি গায়েন বছর আটেক আগে প্রেম করে বিয়ে করেছিলেন প্রতিবেশী প্রিয়াঙ্কা গায়েনকে। বিয়ের পর কাজের সূত্রে বাপি পার্ক সার্কাসের একটি কারখানায় চাকরি পান। তারপর স্ত্রীকে নিয়ে সোনারপুরের মাহিনগরে ভাড়াবাড়িতে থাকতে শুরু করেন।সেই ভাড়াবাড়ির পাশের ঘরেই থাকতো সুপ্রকাশ দাস ও তাঁর স্ত্রী। সূত্রের খবর, ধীরে ধীরে প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে প্রতিবেশি সুপ্রকাশের। শুরু হয়ে যায় গোপন প্রেম। আর বিষয়টি

জানতে পেরে অশান্তি শুরু হয় বাপি-প্রিয়াঙ্কার সংসারে। এরই মধ্যে স্ত্রীকে নিয়ে অন্যত্র চলে যায় সুপ্রকাশ। তবুও সুপ্রকাশের সঙ্গে প্রিয়াঙ্কার সম্পর্ক ছিলই। দু'জনে মাঝে মাঝে ধানমাঠ এলাকায় একটি ভাড়াবাড়িতে একসঙ্গে সময় কাটাতেন। এই খবর পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে বাপি। জানা গিয়েছে, স্বামীকে খুনের পরিকল্পনা করছিল প্রিয়াঙ্কা ও সুপ্রকাশ। সেই কথা ফোনে কথা বলার সময় শুনে ফেলেন বাপি। তারপরেই নিজের জীবন বাঁচাতে এবং প্রতিশোধ নিতে সিদ্ধান্ত নেন স্ত্রীকে খুন করার। অভিযোগ, রাতে স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়তেই শ্বাসরোধ করে খুন করেন বাপি। স্ত্রীকে খুনের পর নিজের অপরাধ স্বীকার করে সোজা সোনারপুর থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন তিনি। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে মঙ্গলবার ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। অভিযুক্ত বাপিকে জেরা করে ঘটনার সম্পূর্ণ তথ্য জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। আরএই চাঞ্চল্যকর ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। প্রতিবেশীদের একাংশ জানিয়েছে,বাপি ও প্রিয়াঙ্কার মধ্যে মাঝেমধ্যেই অশান্তি হত। তবে এমন ঘটনা ঘটবে তা কেউ কল্পনাও করেনি। তদন্তে নেমে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, পরকীয়া থেকেই এই নারকীয় পরিণতি। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে সোনারপুর থানার পুলিশ।

নরেন্দ্রপুরে হোমে এক যুবকের মৃতদেহকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৮ এপ্রিল ঃ নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার ফরতাবাদে ফের হোমে এক যুবকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো। মৃত যুবকের নাম সন্দীপ সিং,বয়স ২১ বছর। সোমবার ভোররাতে বাথরুম থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় নতুন করে হোমের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং কার্যপদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নরেন্দ্রপুর থানার রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের ফরতাবাদ এলাকায় আরোগ্য নিকেতন নামে একটি হোম রয়েছে। তিন মাস ধরে এই বাড়িতে চালু রয়েছে। যদিও হোমের বয়স প্রায় ৯ বছর, তবে নতুন ঠিকানায় তাদের কার্যক্রম শুরু হয়েছে সম্প্রতি। পরিবার সূত্রে খবর, মৃত যুবক সন্দীপ সিং-এর বিরুদ্ধে চেতলা থানায় পকসো আইনে মামলা চলছিল। পাশাপাশি অতিরিক্ত নেশা সেবনের অভিযোগ থাকায় গত বছরের ৯ই ডিসেম্বর থেকে তাকে এই হোমে রাখা হয়েছিল। হোম কর্তৃপক্ষের দাবি,সন্তুর বাবা জানিয়ে ছিলেন যে ৫ই এপ্রিল ছেলেকে বাড়ি নিয়ে যাবেন। তবে ৬ই এপ্রিল পর্যন্ত পরিবারের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ হয়নি। এর পরই সোমবার ভোররাতে বাথরুমের মধ্যে গলায় গামছা দিয়ে আত্মঘাতী

হয় সে। তাকে উদ্ধার করে এম.আর বাঙুরহাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। আর এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। তবে এখনও পর্যন্ত পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি বলেই পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। আর এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা গোপাল দাস। তিনি জানিয়েছেন, তাঁর ওয়ার্ডের মধ্যে এই ধরনের হোম চালানোর বিষয়টি তিনি জানতেনই না। পৌরসভা বা স্থানীয় কাউন্সিলারদের কোনও রকম অনুমতি ছাড়াই এই হোম পরিচালনা করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ তাঁর। তিনি এই মৃত্যুর পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। আর এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। হোমের নিরাপত্তা ব্যবস্থা, নজরদারি এবং পরিচালন ব্যবস্থা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর প্রশ্ন।

ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে যৌথ প্রতিবাদ সমাবেশ রাজাবাজারে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ এপ্রিল ঃ ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাবেশ রাজাবাজার মোড়ে ঘোড়া গাড়ি স্ট্যান্ডের কাছে। প্রতিবাদকারীদের দাবি, অবিলম্বে ওই আইন বাতিল করতে হবে। মঙ্গলবার দুপুর বারোটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। সিটিজেন ফোরাম ফর সোশ্যাল জাস্টিস এবং জয়েন্ট ফোরাম ফর ওয়াকফ প্রোটেকশন এই প্রতিবাদ সমাবেশের ডাক দেয়। সিটিজেন ফোরাম ফর সোশ্যাল জাস্টিস এর আহ্বায়ক উমর আওয়েস বলেন, প্রতিবাদকারীদের আশঙ্কা - ওয়াকফ সংশোধনীগুলি মুসলমানদের নিজেদের সম্পদ পরিচালনার অধিকার কেড়ে নেবে।

তৃণমূলের পরিষদীয় দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির বৈঠক স্থগিত করা হয়েছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ এপ্রিল ঃ দলে সাংসদদের মধ্যে বিরোধের জেরে আজ বিধানসভায় ডাকা তৃনমূল কংগ্রেস পরিষদীয় দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির বৈঠক অনিদৃষ্ট সময়ের জন্যে স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে বলে পরিষদীয় দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। পরবর্তী বৈঠক কবে হবে তা কমিটির সদস্যদের পরে জানিয়ে দেওয়া হবে বলে দলের মুখ্যসচেতক কমিটির সদস্য নির্মল ঘোষ জানিয়েছেন। তবে বৈঠক কেন বাতিল করা হয়েছে তা নিয়ে অবশ্য কমিটির তরফে কিছু জানানো হয়নি। উল্লেখ্য গতমাসে বিধানসভার অধিবেশনের শেষ দুই দিন অধিবেশনে উপস্থিত থাকার জন্যে দলের সব বিধায়ক ও মন্ত্রীদের হুইপ জারি করা হলেও তা না মেনে প্রায় ৩০ জন অনুপস্থিত থাকায় তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় তা নিয়েই পরিষদীয় দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় আজ বৈঠক ডেকেছিলেন।

কুলতলিতে সবুজসাথী সাইকেল নিতে ছাত্র ছাত্রীদের সাইকেল পিছু দিতে হচ্ছে একশো টাকা

দুরন্ত বার্তা,কুলতলি, ৮ এপ্রিল ঃ সুবজ সাথীর সাইকেল নিতে গুনতে হচ্ছে ১০০ টাকা সু ন্দরবনের কুলতলির একটি স্কুলে। আর এই এলো দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কুলতলি বিধানসভার পাঁচুয়া খালি হাইস্কুলে। এই স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হচ্ছে সবুজ

সাথী প্রকল্পের সাইকেল। আর তাঁর জন্য দিতে হচ্ছে একশো টাকা প্রতি সাইকেল পিছু। এই নির্দেশ চালু করেছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক। অভিযোগ সবুজ সাথী সাইকেল নিতে গেলে আনতে হবে ১০০ টাকা ও এক কপি ছবি। অভিভাবকদের অভিযোগ টাকা না দিলে সাইকেল পাওয়া যাচ্ছে না। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীরা জানাচ্ছেন টাকা না দিলে স্যার বকবে। তাই কোন রশিদ ছাড়াই টাকা দিয়ে তাঁরা নিচ্ছেন সবুজ সাথী প্রকল্পের সাইকেল। এব্যাপারে পাঁচুয়াখালী স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোহম্মদ জাহাঙ্গীর আলম বলেন আমাদের সবুজ সাথী প্রকল্পের সাইকেল নিয়ে আসতে হয় জামতলা থেকে। গাড়ি খরচ বাবদ এই টাকা আমরা নিয়ে থাকি ছাত্রছাত্রীদের কাছে থেকে, নিয়ম নেই তবুও কিছু করার নেই। এই নিয়ম কোন জেনারেল মিটিং ছাড়াই তিনি নিজে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।আর প্রধান শিক্ষকের ভয়ে সেই টাকা দিচ্ছেন পড়ুয়ারা। কুলতলি বিধানসভার বিধায়ক গণেশচন্দ্র মন্ডল এ বিষয়ে বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্পে সবুজসাথী সাইকেলের টাকা নেওয়া কোন ভাবেই উচিত না। তিনি প্রধান শিক্ষকের সাথে কথা বলে ছাত্র ছাত্রী দেরকে ওই টাকা ফেরতের ব্যবস্থা করবেন।

ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প সবুজ সাথী সাইকেল। আর এই প্রকল্পের সাইকেল দিতে সুন্দরবন প্রত্যন্ত এলাকার ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে টাকা এমনই ছবি এবার উঠে

গাঁজা পাচার চক্রের মূল পান্ডাকে গ্রেফতার করলো নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৮ এপ্রিল ঃ এবার নরেন্দ্রপুর থানার বড়সড় সাফল্য। গাঁজা পাচার চক্রের অন্যতম বড় মাথা অবশেষে পুলিশের জালে। নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে বারুইপুর এলাকা থেকে গ্রেফতার করলো কুখ্যাত গাঁজা পাচারকারী খোকন হালদার ওরফে গুলেকে। রবিবার তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। সোমবার তাকে আলিপুর আদালতে তোলা হলে পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়। আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করলে পুলিশ গুলেকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কিছু দিন আগে গাঁজা পাচারের ঘটনায় লব মন্ডল এবং দীপ মন্ডল নামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। তাদের কাছ থেকে প্রায় ৪২ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়।এরপর ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করতেই উঠে আসে গুলের নাম। তদন্তে উঠে এসেছে, গুলে দীর্ঘদিন ধরে সোনারপুর বারুইপুর, জয়নগর,কুলতলি সহ আশেপাশের এলাকায় গাঁজা পাচারের চক্র চালিয়ে আসছিল। পুলিশের অনুমান, গুলে শুধুমাত্র স্থানীয়ভাবে নয়,বাইরের জেলাতে ও গাঁজা পাচার করত। কারা কারা এই পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে, কোথা থেকে এই গাঁজা সংগ্রহ করা হত, কোথায় কোথায় পাচার করা হত, তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

হাওড়ার মাজুতে লোকাল ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু ১ ব্যক্তির

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৮ এপ্রিল ঃ হাওড়ার মাজুতে লোকাল ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু ১ ব্যক্তির। মঙ্গলবার সকালে হাওড়ার মাজু স্টেশনের কাছে ওই ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, এদিন সকালে মাজু স্টেশনের কাছে আমতা-হাওড়া লোকাল ট্রেনের ধাক্কায় মারা যান ওই ব্যক্তি। স্থানীয় বাসিন্দারাই পুলিশকে খবর দেয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে জগবল্লভপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তবে ওই ব্যক্তির নাম পরিচয় পাওয়া যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। জানা গেছে, ডাউন লোকাল ট্রেনের ধাক্কায় মারা যান ওই ব্যক্তি।

বেলগাছিয়া ভাগাড়ের বাসিন্দাদের বিনামূল্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, বেলগাছিয়া, ৮ এপ্রিল ঃ হাওড়ার বেলগাছিয়া ভাগাড়ে ভূমিধসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় একশত পরিবারকে পুলিশের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হলো। মঙ্গলবার হাওড়ার লিলয়া থানার পক্ষ থেকে ১০০টি পরিবারকে ওই খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হয়। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া সিটি পুলিশের ডিসি নর্থ বিশপ সরকার, এসিপি নর্থ আব্দুল গফফার, লিলুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত অধিকারিক সুদীপ দাশগুপ্ত সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। ডিসি নর্থ বিশপ সরকার বলেন, এটি আমাদের কঃিটনিউযাস় প্রসেস। আমরা আজকে চাল, ডাল, সোয়াবিন, বাচ্চাদের জন্য দুধ, ড্রিংকস দিয়েছি। এর মাধ্যমে আমরা অনেক মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে পারছি। তাদের কি সমস্যা সেই সমস্যা বুঝতে পারছি। তাদের সমস্যার ব্যাপারে বলতে পারছি। এদিন প্রায় ১০০ জনকে খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হয়েছে। এটি প্রায় প্রতি সপ্তাহে দেওয়া হচ্ছে।

পোলবার বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পরীক্ষা নেওয়া হবে না, মাথায় হাত পরীক্ষার্থীদের

বনস্পতি দে, পোলবা, ৮ এপ্রিল ঃ মঙ্গলবার ছিল জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেন পরীক্ষা। সেই পরীক্ষার সিট পরেছিল হুগলির পোলবার একটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। ওই কলেজে ১১৫ জনের পরীক্ষা নেওয়ার কথা ছিল। অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে আসেন তাঁরা। নির্ধারিত সময়ের আগেই হুগলির পোলবার পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছেছিলেন পরীক্ষার্থীরা। পরীক্ষা দেওয়ার মানসিক প্রস্তুতিও ছিল তাঁদের। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই মাথায় হাত ওই পরীক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের। তাঁরা জানতে পারেন, হঠাই বদল হয়েছে পরীক্ষা কেন্দ্র। তাদের পরীক্ষা দিতে যেতে হবে সেখান থেকে প্রায় ৬৫ কিলোমিটার দূরে বর্ধমানে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কী ভাবে সেখানে পৌঁছবেন তা বুঝে উঠতে পারছিলেন না তাঁরা। পরে স্থানীয় প্রশাসন তাঁদের জন্য বাসের ব্যবস্থা করে দেয়। সেই বাসে চেপেই এক রাশ উদ্বেগ নিয়ে পরীক্ষা দিতে যান ওই পরীক্ষার্থীরা। এই পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল বিকাল ৩টা থেকে। কিন্তু পরীক্ষা শুরুর মাত্র আধ ঘণ্টা আগে তাঁরা জানতে পারেন ওই কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়া হবে না। তা শুনেই মাথায় হাত দিয়ে বসে প।নে ওই পরীক্ষার্থী এবং তাঁদের অভিভাবকরা। কী ভাবে ওই পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিতে বসতে পারবেন তা নিয়ে চরম দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে যান তাদের অভিভাবকরাও। জানা গিয়েছে, ওই কেন্দ্রে পরীক্ষা যে নেওয়া হবে না, তা জানানো হয় ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির তরফে। একটা নোটিস দিয়ে জানানো হয়, পোলবার বদলে ওই কেঃদ্রের পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে বর্ধমান শহরের নবাবহাটে। কিন্তু কী কারণে হঠা করে কেন্দ্র বদল? তা জানাতে পারেননি পোলবা বিডিও জগদীশচন্দ্র বারুই। এই নিয়ে আগে থেকে তাঁদের কাছে কোনও খবর ছিল না বলেও জানান তিনি। তাহলে কি পরীক্ষা দিতে পারবেন ওই ১১৫ জন? পোলবা-র বিডিও জানান, বিষয়টি জানার পরেই হুগলির জেলাশাসকের নির্দেশ মেনে তিনটি বাসের ব্যবস্থা করা হয়। ওই বাসেই পরীক্ষার্থীরা রওনা দেন। তাঁর দাবি, বিষয়টি বর্ধমানের আধিকারিকদের জানানো হয়েছে। পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগেই সেখানে পৌঁছে যাবেন পরীক্ষার্থীরা। সেখানে এই পরীক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত সময় বা ' টাইম' দেওয়া হবে। পোলবায় হয়রান হওয়ার পরে প্রায় দেড় ঘণ্টা বাসে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে এই পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিতে বসবেন তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অভিভাবকরা। বর্ধমানে পৌঁছে তারা আদৌ পরীক্ষা দিতে পারবেন কি না তা নিয়েও আশঙ্কা প্রকাশ করেন একাধিক অভিভাবক।

রাজ্যে একাধিক জেলায় আতশবাজি হাব তৈরির জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া শুরু

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৮ এপ্রিল ঃ পাথর প্রতিমায় বেআইনি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে প্রাণহানির আবহেই রাজ্যে একাধিক জেলায় আতশবাজি হাব তৈরির জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া শুরু হতে চলছে। দার্জিলিঙের পাশাপাশি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া, উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার হাবড়ায় .ভূমি রাজস্ব দফতরের হাতে থাকা জমি আতশবাজি হাবের জন্য জেলা প্রশাসনের হাতে তুলে দেওয়া হবে। আগামীকাল নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি পৌরহিতেতে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকেই এই জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়ায় .সিল মোহর দেওয়া হতে পারে বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। জানা গেছে, প্রতিটি জেলায় আতশবাজি হাব গড়তে রাজ্য সরকার খরচ করবে প্রায় ১৮৫ কোটি টাকা। প্রতিটি হাবে ৫০০টি আতশবাজির স্থায়ী দোকান তৈরি করা হবে বলে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেখানে সব রকম সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বজায় রেখে বছর ভর আতশবাজি কেনাবেচা করতে পারবেন ব্যবসায়ীরা। এই হাবগুলি চালু হয়ে গেলে রাজ্যে বেআইনি আতশবাজির ব্যবসা অনেকটাই কমে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

কৃষি কাজের সুবিধায় রাজ্যে আরও একটি সার কারখানা তৈরি হতে চলেছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ এপ্রিল ঃ কৃষি কাজের সুবিধায় রাজ্যে আরও একটি সার কারখানা তৈরি হতে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির পৌরহিত্যে আজ নবান্নে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব গৃহীত হযেছে। পরে অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য সাংবাদিকদের বলেন পানাগড় শিল্পতালুকে রাজ্য শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেডের ৩৩ দশমিক ১৮২ একর জমির উপরে মেসার্স এগ্রি সোর্স ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি বেসরকারি সার উৎপাদনকারী সংস্থা শীঘ্রই এই কারখানা গড়ে তুলবে। এছাড়াও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নযনে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির জন্য রাজ্যের চার জায়গায় নতুন ভবন তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অর্থমন্ত্রী বলেন কুচবিহার, হাওড়া, উত্তর দিনাজপুর এবং বাঁকুড়া এক নম্বর ব্লকে এই ভবনগুলি তৈরি করা হবে। যার দুটো ফ্লোর স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির জন্য বরাদ্দ থাকবে। এই নিয়ে রাজ্যের মোট আট জায়গায় এই ধরনের ভবন তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। রাজ্য শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেডকে এক টাকার বিনিময়ে ৯৯ বছরের লিজ চুক্তিতে এই ভবনগুলি দেওয়া হবে।

নিরাপত্তা কাজের জন্য ১২ জন রেল কর্মীকে সংবর্ধনা জানালেন জিএম

কলকাতা, ৮ এপ্রিল ঃ দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী অনিল কুমার মিশ্র ৮.০৪.২০২৫ তারিখে এসইআর সদর দপ্তর, গার্ডেন রিচে কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা, সুরক্ষা সচেতনতা এবং ফ্রন্টলাইন কর্মী হিসেবে প্রশংসনীয় কর্মক্ষমতার জন্য বারোজন রেল কর্মীকে সংবর্ধনা জানান। যে বারোজন কর্মীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে তারা হলেন শ্রী কমলেশ রায়, সিনিয়র মোটরম্যানখড়গপুর, শ্রী জোসেফ গারি, টেকনিশিয়ান-III সিএল / ডব্লিউ বামরা, শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র নায়ক, সিনিয়র টেকনিশিয়ান সিএল ডব্লিউ ঝাড়সুগুড়া, মিস মিলি সরকার, পয়েন্ট সম্যান-এ / বাঁকড়া নয়াবাজ, শ্রীমতি পুষ্প সিং, ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণকারী শ্যামচাক, শ্রী অনিল পান্ডে, ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণকারী জলেশ্বর, শ্রী বিশাল বিশ্বাস, ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণকারী-IV জলেশ্বর, মো. সাইফ আলী খান, ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণকারী-IV কোটশীলা, শ্রী আমান কুমার, ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণকারী-IV হারুবেরা, শ্রী উপেন্দ্র রাম, ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণকারী-IVঝালিদা, শ্রী রঞ্জিত কুমার মাহাতো, ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণকারী-II তোরং এবং শ্রী কমল মাহাতো, হেড কনস্টেবল RPF রাঁচি। আজ যে সকল কর্মীদের সম্মানিত করা হয়েছে, তারা দুর্ঘটনা বা অন্যান্য দুর্ঘটনা এড়াতে অনুকরণীয় নিষ্ঠা দেখিয়েছেন। জেনারেল ম্যানেজার, শ্রী অনিল কুমার মিশ্র পুরস্কারপ্রাপ্তদের অভিনন্দন জানান এবং বলেন যে এই ধরনের নিবেদিতপ্রাণ কর্মীরা সর্বদা ট্রেন পরিচালনায় নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য এসই রেলওয়েকে সমর্থন করেন।

বাঁকুড়া জেলা বিজ্ঞান মঞ্চ ভবনের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়ালেন অনেকেই

অনিরুদ্ধ সরকার,বাঁকুড়া, ৮ এপ্রিল ঃ গ্রামের পড়ুয়াদের বিজ্ঞানমুখী করতে হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা বিজ্ঞান মঞ্চের। শিক্ষাই আনে চেতনা আর চেতনা আনে বিপ্লব। তবে শুধুমাত্র প্রথাগত শিক্ষা নয়। শিক্ষার পাশাপাশি গ্রামের পড়ুয়াদের আরও বেশি পরিমানে স্কুলমুখী করার পাশাপাশি বিজ্ঞান চেতনা আনা অপরদিকে কুসংস্কার দূরীকরণে হাতে কলমে বিজ্ঞান শেখার জন্য বিশেষ ভুমিকা পালন করে আসে বাঁকুড়া বিজ্ঞান মঞ্চ। কিন্তু এ ধরনের এক মঞ্চের নেই কোনো স্থায়ি কার্যালয় ভবন। আর তাই সম্প্রতি ছাতনা অডিটোরিয়ামে চতুর্দশ সম্মেলনে সংগঠনের জেলা বিজ্ঞান ভবন নির্মানের উদ্যোগ গ্রহন কে অগ্রাধীকার দেওয়া হয়। চতুর্দশ সম্মেলনের পর আজ বিজ্ঞান মঞ্চের জেলা কমিটির জেলা দপ্তরের প্রথম সভায় সংগঠনের সদস্যা অনুশ্রী অধুর্য্য এবং সদস্য সাধন চন্দ্র দানা সম্পূর্ণ তাঁদের ব্যাক্তিগত অর্থ থেকে জেলা সংগঠনকে ভবন নির্মানের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা বিজ্ঞান মঞ্চের বাঁকু।া জেলা সংগঠনের হাতে তুলে দেন। এদিন এই অর্থ হাতে তুলে

দিয়ে তিনি জানান আমি আপ্লুত আমার এই অর্থ সমাজের কল্যাণের কাজে লাগবে পাশাপাশি আনন্দিত উপস্থিত জেলা কমিটির সদস্য ও সদস্যারা । তাঁর এই মহতি দান জেলার ভবন নির্মানের উদ্যোগকে দ্রুত কার্যকর করতে এবং সেই সাথে জেলার বিজ্ঞান আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে সহায়ক ভূমিকা নেবে । জানা যায় ত্রয়োদশ বিজ্ঞান মঞ্চের সম্মেলন মঞ্চে ভবন নির্মানের জন্য রাজগ্রাম হিন্দু উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক নেপাল কৃষ্ণ পাল দশহাজার টাকা আগেই দান করেছেন।শুধুমাত্র জেলার বিজ্ঞান আন্দোলন পরিচালনার কেন্দ্র নয় প্রকৃত অর্থে জেলার বিজ্ঞান ভবন নির্মানে সকলকে এগিয়ে আসার আহবান ও করেছেন বাঁকুড়া জেলা বিজ্ঞান মঞ্চ।

নববারাকপুরে বহুতল আবাসনে ভয়াবহ আগুন

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ৮ এপ্রিল ঃ মঙ্গলবার বিকেলে নববারাকপুর পুরসভার ১নং ওয়ার্ডের মেইন রোড ইস্টে বহুতল আবাসনে তিন তলার স্টোর রুমে আচমকাই ভয়াবহ আগুন লাগে। এক ঘন্টার মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কোন হতাহত হয় নি।স্টোর রুমে কোন লোকজন ছিল না। বেশ কিছু কার্পেট ফাইবার আসবাবপত্র ভষ্মীভূত হযেছে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে আসে নববারাকপুর পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, থানার পুলিশ, দমকলের ইঞ্জিন, বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা সহ এলাকাবাসী। প্রতিবেশী সূত্রে জানা গিযেছে তিন তলার আবাসনে মালিক ছিল না। পাশে ঘরে অন্যত্র কে দেখভাল এর জন্য দিয়ে গিয়েছেন। ঘরে রং এর কাজ চলছিল। কেমিক্যাল জাতীয় কোন দাহ্য বস্তু ফুলকি থেকেই ঘরে আগুন লাগে। পাশের রান্নাঘর থেকে বেশ কযেকটি গ্যাস সিলিন্ডার উদ্ধার করেছে দমকল কর্মীরা। তবে বেশ বড় সড় বিপদ থেকে বেচে গিয়েছে। দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে তিন তলার ফাকা আবাসনে একটি ঘরে আগুন লাগে। খবর পেয়েই নববারাকপুর এবং মধ্যমগ্রাম দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে এক ঘন্টার বেশি সময .ধরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল ঐ সময়। আবাসনে পিছনে দমকলের বিশাল মই দিয়ে হোর্স পাইপ জল দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। কোন হতাহত হয় নি। স্টোর রুমে বহু জিনিস ভষ্মীভূত হয়েছে।

কয়েক দফা দাবিতে হাওড়ায় ডিএম অফিস অভিযান এসএফআইয়ের

দুরন্তবার্তা, হাওড়া, ৮ এপ্রিল ঃ কয়েক দফা দাবিতে মঙ্গলবার হাওড়ায় ডিএম অফিস অভিযান করে এসএফআই। ওই কর্মসূচি থেকে এদিন যোগ্য অযোগ্য বাছাই করে যোগ্য শিক্ষকদের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি তোলা হয়। এর পাশাপাশি, শিক্ষা খাতে জিডিপি ৬ ও কেন্দ্রীয় বাজেটের ১০ বরাদ্দ করার দাবিতে, সকলের জন্য শিক্ষা ও শিক্ষা শেষে কাজের দাবিতে, দুর্নীতিমুক্ত ও স্বচ্ছভাবে প্রতি বছর নিয়োগের দাবিতে, হাওড়া জেলায় গ্রামীণ অংশে সরকারি ছাত্রী কলেজ স্থাপনের দাবিতে, ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে, গোটা রাজ্য জুড়ে ৮২০৭টি এবং হাওড়া জেলায় ২৮৭টি স্কুল বন্ধের প্রতিবাদে, হাওড়া জেলায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী প্রশাসনিক দপ্তর চালু করার দাবিতে, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর পদত্যাগ সহ গ্রেপ্তারির দাবিতে এদিন হাওড়ায় ডিএম অফিস অভিযান কর্মসূচির ডাক দেয় এসএফআই। এদিন বিকেলে এসএফআইয়ের এর মিছিল ডিএম অফিস চত্বরে আসার আগেই ব্যারিকেড করে তাদের আটকে দেয় পুলিশ। এসএফআই কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সেখানেই তুমুল ধস্তাধস্তি বেধে যায়। এসএফআইয়ের অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে যে ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি গেছে, এখানে রাজ্য সরকার ব্যর্থ যোগ্য ও অযোগ্য

বাছাই করতে। অবিলম্বে যোগ্যদের বাছাই করে চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানায় এসএফআই। এসএফআইয়ের হাওড়া জেলা সম্পাদক সৌরভ মন্ডল বলেন, সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার জন্য শিক্ষামন্ত্রী নিজের হাতে সবকিছু তুলে নিয়েছেন। আমাদের দাবি শিক্ষাকে বাঁচানো, ছাত্র সংসদ নির্বাচন চালু করতে হবে, পড়াশুনার খরচ কমাতে হবে, হাওড়া জেলার গ্রামীণ অংশে ছাত্রী কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে, ড্রপ আউট ছাত্র-ছাত্রীদের ক্যাম্পাসে ফেরাতে হবে, সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া ঘটনার প্রেক্ষিতে যোগ্যদের চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে। হাওড়া জেলায় দলের সহ সভানেত্রী শ্রেয়া দাস বলেন, প্রায় ২৬ হাজার যোগ্য এবং অযোগ্য শিক্ষা এবং শিক্ষা কর্মী চাকরি চলে গিয়েছে। যারা যোগ্য তাদের যেন চাকরি ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে জেলায .হাজারেরও বেশি স্কুল বন্ধ হযে .গিয়েছে। স্কুল থেকে সাবজেক্ট উঠে যাচ্ছে। স্কুলের দু'একজন শিক্ষক থেকে যাচ্ছে। স্কুলের ল্যাব বন্ধ হযে . যাচ্ছে। স্কুলের গভর্নিং বডির কোনও ভোট হচ্ছে না। যেসব স্কুলে ফি বাবদ ২৪০ টাকার বেশি নেওয়া হচ্ছে সেই ব্যাপারে জেলা স্কুল পরিদর্শকের কাছে বিষয়টি জানানো হয়েছিল। স্কুল পরিদর্শক নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও বহু স্কুল সেই টাকা ফেরত দেয়নি। এই কথা জানার পরে আমরা ঘোষণা করেছিলাম জেলাশাসক দপ্তরে অভিযান করা হবে। এই পরিস্থিতির জন্য সম্পূর্ণ দায় রাজ্য সরকারের। মুখ্যমন্ত্রী বিনা পয়সায় শিক্ষকদের পরিষেবা দিতে বলছেন। এটা কোনভাবেই সম্ভব নয়। এই কারণেই আমরা পথে নেমেছি।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ১২৮ সংখ্যা, বুধবার, ২৬ চৈত্র , ১৪৩১

তিনিই সেই মানুষ

সম্পাদকীয়

তিনিই সেই মানুষ, যিনি সমস্ত পৃথিবীর হয়ে দুঃখ পান। নদীর অথই জলে মৃত শিশু ভাসতে দেখে আমি তো দুঃখ পাই না। বোমায় বিধ্বস্ত ঘরের মধ্যে একমাত্র বেঁচে যাওয়া রক্তাক্ত শিশুর জন্য কেঁদে উঠি না। লাখ লাখ মানুষ নদীতে ভাসতে দেখে, নারীশিশুকে ধর্ষিত হতে দেখে, পুরুষদের সার বেঁধে গুলি খেতে দেখে বেদনায় চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরেনি। যিনি মানুষ, তিনি ঝরাপালকের বেদনায়ও কষ্ট পান। এমনভাবে শিশিরভেজা ঘাসের বুকে পা ফেলেন যেন মাটির বুকেও কষ্ট না লাগে। আমার তো এমন হয় না। আমার কারণে কেউ হয়তো দুঃখ পান। চারদিকে এত অন্যায়, অমানবিকতা দেখি। অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা দেখি। গুম, খুন, হত্যা, ধর্ষণের কথা শুনি। হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাটের কথা শুনি। কই? আমি তো কোনো প্রতিবাদ করি না। চিৎকার করে বলি না। এসব চলবে না। আমি তো লজ্জায় মাথা নত করি না। তোমরা এই অন্যায় মেনে নিয়ো না। কিন্তু আমি তো মেনে নিয়েছি। সেসবের পরও প্রতিদিন সড়কে মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। এরপরও তুমি আমাকে মানুষ বলবে? রাগ করো না ভাই। রাগে, দুঃখে, বেদনায় অনেক সময় নীল হয়ে যাই। মাথা ঠিক থাকে না। তোমাকে তো আগেই বলেছি, তোমাকে কিছু গোপন বেদনার কথা বলব। যাকে ভালো বাসা যায়, তার সঙ্গে রাগও করা যায়। মৃত্যুর চেয়ে নিঃশব্দ আর কী হয়? কিসের মৃত্যু, কিসের ধ্বংস কোনো কিছুই আমাকে স্পর্শ করে না। খাই দাই। ঘুমাই। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিই। সন্ধ্যা হয়। ভোর আসে। আবার আরেকটি ভোরের জন্য অপেক্ষা। যে সময় তোমার সঙ্গে কথা বলছি, সে সময়ে প্রচণ্ড শীতে কাঁপছে সারা দেশ। গরিব মানুষ নিশ্চয়ই শীতে কষ্ট পাচ্ছে। দারিদ্র্য বেশি, নিরক্ষরতা বেশি, শীত বেশি। প্রায় প্রতিবছর এখানে শীতে মানুষ মারা যায়। এবারও তারা শীতে হয়তো আরও বেশি কষ্ট পাচ্ছে। আমি তো লেপের মধ্যে শুয়ে নাক ডাকছি। অনেকগুলো কাপড় পরেও বলছি, আহ! কী শীত। আমি হয়তো অনেক কিছু বুঝি না। কতকগুলো মানুষ শীতে কষ্ট পাবে, সেটা তো বুঝি। কই আমি তো এসব মানুষের জন্য কিছু করছি না। এই যে ধরো না, আমাদের শিশুদের শৈশব বলে কিছু নেই। তোমার জানার কথা না। আমরা তখন শৈশবে। আমরা জানি। আমাদের শৈশব কত আনন্দের ছিল। সে সময় পড়ালেখা ছিল অকাজ। কাজ ছিল গ্রীষ্মের দুপুরে ঢিল ছুড়ে আম পাড়া। পাখি ধরা। নদীতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাঁতার কাটা। ঘুড়ি ওড়ানো। দাঁড়িয়া বান্ধা, ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন আরও কত কী খেলা। রাতে বড়দের কাছে গল্প শোনা। জোনাকি ধরা। এ পাড়ায় ও পাড়ায় ঘোরাঘুরি। সে এক দারুণ সময়! তোমাকে বলে বোঝানো যাবে না। এখনকার শিশুরা সেসব চিন্তাই করতে পারে না। আমরা বড়রা তাদের শৈশব কেড়ে নিচ্ছি। কেড়ে নেওয়া উচ্চারণটা দুর্বল লাগছে। শৈশব হরণ করছি বা লুট করছি। তাদের কেবল পড়া, পড়া আর পড়া। প্রচণ্ড শীতের ভোরে নিজের ওজন থেকে বেশি ওজনের বইয়ের বোঝা নিয়ে স্কুলে যাওয়া। স্কুল থেকে ফিরে কোচিং। কোচিং থেকে ফিরে বাড়িতে টিচারের কাছে পড়া। খেলার মতো তাদের সময় কই? এমনকি ঠিকমতো ঘুমাতেও পারে না। মাত্র এক দুই নম্বর কম পেলে অভিভাবকদের সে কী বকাঝকা! এই তো কয়েক মাস আগের ঘটনা। চাঁদের মতো ফুটফুটে দুটো শিশু অরণি, আলভি। নিজের মা গলাটিপে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেন। পড়াশোনায় একটু অমনোযোগী ছিল। এইটুকু তাদের অপরাধ। এখনো বাতাসে ফিরছে এই শিশুদের মৃত্যুর গন্ধ। তুমি বলো, কোনোভাবে এটা মেনে নেওয়া যায়? এত মিষ্টি দুটো শিশু। আমি নিশ্চিত তুমি দেখলে চোখের পানি ধরে রাখতে পারতে না। আমি পেরেছি। আমাদের শিশুদের শৈশব হরণ করার বিরুদ্ধে, জিপিএনির্ভর শিক্ষার বিরুদ্ধে। আমি কি চিৎকার করে বলেছি, তিরিশ লাখ মানুষ রক্ত দিয়ে যে দেশ স্বাধীন করে, সে দেশে এ অনিয়ম চলবে না। এসব বন্ধ করতে হবে। আর এ জন্যই তোমাকে বললাম, একসময় আমিও মানুষ ছিলাম। আরও অনেক কষ্টের কথা আছে। সব কি আর বলা যায়? আগে আমরা গরিব ছিলাম। কিন্তু আমাদের একজনের প্রতি অন্যজনের গভীর ভালোবাসা ছিল। মায়ামমতা ছিল। আবেগ অনুভূতি ছিল। মানুষের সুখে দুঃখে অন্তরাত্মা দিয়ে পাশে থাকার চেষ্টা করতাম। এখন মধ্য আয়ের দেশ আমাদের ঐশ্বর্য দিচ্ছে। কিন্তু কেড়ে নিচ্ছে মানুষের প্রতি মানুষের, ভালোবাসা, সহমর্মিতা। কাছে থাকা, পাশে থাকার মানসিকতা। আমরা ক্রমশ একে অন্যের থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। এখন আগের মতো কেউ কারও কথা শোনে না। তোমাকে নিরন্তর শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা ২০১৯। তুমি এতটা সময় আমাকে দিলে। অনেকটা সময় নিয়ে আমার কথা শুনলে। তোমাকে বেদনার কথা বলতে পেরে কিছুটা হালকা লাগছে। একটু অনুরোধও করে রাখি তোমাকে। বিগত বছর গুলো আমাদের অনেক দুঃখ দিয়েছে। বলা যায় অনেক বেশি মন খারাপ করেছে। তুমি ওদের মতো হয়ো না। তুমি ভালো হয়ে এসো। আপন হয়ে এসো। বন্ধু হয়ে এসো। আমাদের কষ্টের কথা শুনতে পায়নি। আমাদের বেদনাবোধ কাউকে স্পর্শ করেনি। তুমি এমন হও যেন তোমাকে এসব বলতেই না হয়। এমন কোনো ঘটনা দেখতে চাই না যা অন্যকে কষ্ট দেয়। অন্যের বেদনার কারণ হয়। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি, মত, পথ হয়তো আলাদা। কিন্তু আমাদের দুঃখ, আমাদের অশ্রু, আমাদের আনন্দ, আমাদের রক্তের রং সব এক। স্রষ্টার কাছে সবাই সমান। কারও প্রতি তার বৈষম্য নেই। বিগ ব্যাং নামে একটি বিখ্যাত থিওরি আছে। এই থিওরি মতে, ১০ থেকে ২০ বিলিয়ন বছর আগে এক মহা বিস্ফোরণ হয়েছিল। এ বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে এই মহাবিশ্বের যাত্রা। তরপর পৃথিবী ঘুরছে সূর্যের চারদিকে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

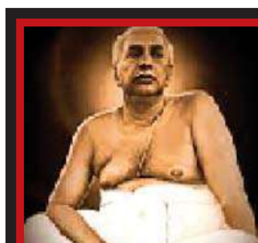

কপট ব্যাক্তি অন্যের নিকট সুখ্যাতির আশায় নিজেকে নিজেই প্রবঞ্চনা করে, অল্প বিশ্বাসের দরুন অন্যের প্রকৃত দান হতেও প্রবঞ্চিত হয়......

ঠাকুর বলতেন শান্ত হও

সেদিন যখন ঠাকুরের আশ্রমে গিরিডিতে গিয়েছিলাম, আশ্রমের পরিবেশেই মনটা ভরে গিয়েছিল। কারণ এত শান্ত সেই পরিবেশ কি বলব। তখনই যেন বেশ কিছু বাচ্চা চিৎকার করতে করতে সেখানে এসে জড়ো হল। একজন বৃদ্ধ বয়সের লোক তাদের ডেকে বলল, বাবা তোমরা শান্ত হও। কিন্তু বাচ্চারা তাতে মোটেই শান্ত হয়নি। উল্টে আরো চিৎকার করতে করতে পাশের মাঠটায় চলে গেল। সেদিনের সেই বয়স্ক লোকটার কথা আজও মনে পড়ে। গোটা আশ্রমটাই জঙ্গলে মোড়া। চারিদিকেই জঙ্গল। গল্প শোনা গিয়েছিল, এখানে মাওবাদীদের দর আসে। তবে এখন আর আসে না।

স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো জয় করা ভারতের স্বাধীনতার চিন্তাকে আরও বেশি করে এগিয়ে দিয়ে সমর্থ হয়েছিল

রবীন্দ্রকুমার শীল

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীরা স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে দীক্ষিত হতে শুরু করে দিয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো জয় করাটা ভারতের স্বাধীনতার চিন্তাকে আরও বেশি করে এগিয়ে দিয়ে সমর্থ হয়েছিল। স্বামী বিবেকানঃদের প্রতিটি লেখা পড়লে বুঝতে পারা যায় যে তাঁর ভাষার কতখানি শক্তি ছিল। এখনও তাঁর রচনাগুলি পড়লে মনে হবে গায়ের রক্ত টগবগ করে ফুটছে। সেই সময়ে বাংলার বিপ্লবীরা একদিকে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আনন্দমঠকে অনুসরণ করছে এবং পাশাপাশি স্বামী বিবেকানন্দকে গ্রহণ করছে। স্বামী বিবেকানন্দের পায়ের তলায় বসে দীক্ষা নিয়েছিলেন বাংলার বিপ্লবী বাঘ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি আবার মা সারদার স্নেহধন্য ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে বহুবার এসেছেন বাঘা যতীন। সেখানে তিনি বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন নিয়ে গুপ্ত বেঠক করেছিলেন পঞ্চবটীর. তলায়। সেই বৈঠকে অংশ গ্রহণ করেন রাসবিহারী বোস, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। দক্ষিণেশ্বরের বিপ্লবীদের গুপ্ত বৈঠকের কথা পুলিশ জানতে পেরেছিল। কিন্তু বৈঠক চলাকালীন পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। এবং সারা ভারত জড়ে যে সেনা অভ্যুত্থান করা হবে তার পরিকল্পনা পুলিশ জানতে আগে পারেনি। ভারত স্বাধীনতা লাভ করে যেত ১৯১৪ সালেই। সেই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন রাসবিহারী বোস থেকে শুরু করে গদর দলের সদস্যরা এবং সঙ্গে ছিলেন বাংলার যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এই সেনা অভ্যুত্থান যদি সফল হতো তাহলে ব্রিটিশ সরকারের ভারতে টিঁকে থাকাটা খুবই মুশকিল ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে দলের একজন বিশ্বাসঘাতক কৃপাল সিং সব তথ্য ইংরেজদের কাছে আগাম পৌঁছে দিয়েছিল। ইংরেজরা সেই সব তথ্য পেয়ে নিজেদের প্রস্তুত করে বিদ্রোহী ভারতীয় সেনাদের গ্রেফতার করে। তার ফলে রাসবিহারী বোস দ্রুত সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করে ভারতের বাইরে থেকে ব্রিটিশ সরকারকে আক্রমণ করে 'ভারত ছাড়া' করতে হবে বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৯১৫ সালে বাঘা যতীনের বিপ্লবী আংদোলন ব্যর্থ হল। বালেশ্বর যুদ্ধে তিনি প্রাণ হারালেন। ফলে বাংলা তথা ভারতের বিপ্লবী শূন্যতা দেখা দিল। ঠিক সেই সময়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সফল করতে গণ আন্দোলন করতে গান্ধীজি এগিয়ে এলেন। তাঁর সত্যাগ্রহ এবং অহিংসা আন্দোলন সাফল্য লাভ করতে থাকলো। ভারতের জনগণ বিপ্লবীদের সমর্থন করলে তারা কিন্তু অস্ত্র ধরতে বেশ খানিকটা দ্বিধান্বিত ছিল। তার ফলে বিপ্লবীদের প্রতি ভারতের জনগণের নৈতিক সমর্থন থাকলেও তারা রাস্তায় নেমে এসে বিপ্লবীদের সাহায্য করেনি। কিন্তু গান্ধিজির অহিংসা আন্দোলন এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলন সাফল্য লাভ করেছিল তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে সেখানে অস্ত্র ব্যবহারের কোনও কথা উল্লেখ ছিল না। গান্ধিজি ভারতের জনগণকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে অহিংসা আন্দোলন বিপ্লবী আন্দোলনের থেকেও বেশি শক্তি ধারন করে। তার ফলে ভারতের অধিকাংশ জনগণ গান্ধিজির ডাকে সাড়া দেয়। গান্ধিজি কংগ্রেসের মঞ্চকে ব্যবহার করে তাঁর রচিত আন্দোলনকে সফল করতে শুরু করে দিলেন। কংগ্রেসের ছাতার তলায় থেকে গান্ধিজি তাঁর ডান্ডি অভিযান থেকে শুরু করে লবন আন্দোলনকে সফল করতে তুলতে পেরেছিলেন। কংগ্রেসের সব সদস্যরা গান্ধিজির স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন করতে থাকে। গান্ধিজি আবার সেই সময়ে ভারতের শিল্পপতিদের সমর্থন আদায় করতে পেরেছিলেন। স্বদেশি শিল্পপতিরা গান্ধিজিকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছিল তার মূল কারণ হচ্ছে গান্ধিজি গণজাগরণ তৈবি করে ফেলেছেন। সেই গণজাগরণের অংশিদার হতে শুরু করে দিয়েছিল স্বদেশি শিল্পপতিরা। বাংলার জমিদাররা বিপ্লবীদের গোপনে অর্থ সাহায্য দিত। আর গান্ধিজিকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে সেই সময়কার ভারতীয় শিল্পপতিরা। তারা আশা প্রকাশ করতো যে একদিন না একদিন ভারত স্বাধীনতা লাভ করবে। তখন ইংরেজ পরিচালিত শিল্পগুলি তাদের অধীনে আসতে থাকবে। এমনকী ভারতের বণিক সভাগুলি তাদের অধীনে পরিচালিত হতে থাকবে। ব্রিটিশ শিল্পপতিদের সঙ্গে ভারতীয় শিল্পপতিরা প্রতিযোগিতায় পেড়ে উঠছিল না। ব্রিটিশ পরিচালিত শিল্প কলকারখানাগুলি যে উন্নতমানের শিল্প পণ্য উৎপাদন করতে শুরু করে দিয়েছিল এবং তাদের বাজার চাহিদা এত বেশি ছিল যে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাজারে টিঁকে থাকাটা খুবই মুশকিল হচ্ছিল ভারতীয় শিল্পপতিদের। সেই কারণে তারা গান্ধিজির স্বদেশি আন্দোলনকে সমর্থন করতে শুরু করে এবং গান্ধিজির প্রতিটি স্বাধীনতা

আন্দোলন যাতে সাফল্য লাভ করতে পারে তার জন্য তারাও সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করতে শুরু করে। গান্ধিজির স্বদেশি শিল্প ভাবনাকে বেশি করে ভারতীয় শিল্পপতিরা প্রাধান্য দিতে শুরু করে। গান্ধিজির চরকা কেটে কুটির শিল্পকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। ভারতের ঘরে ঘরে একটি করে চরকা যাতে থাকে সেই রকম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন গান্ধিজি। সেই সময়ে তেত্রিশ কোটি জনগণ যদি একটি করে চরকা নিয়ে বস্ত্র নির্মাণ করে তাহলে বিদেশি বস্ত্র বাজারে মেলা ভার হয়ে দাঁড়াতে থাকবে। সেই রকম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন গান্ধিজি। কুটির শিল্পের ওপরে বেশি করে জোর দিয়েছিলেন। হস্তশিল্পের ওপরে বেশি করে জোর দেন গান্ধিজি। কিন্তু গান্ধিজির পরিকল্পনা স্বার্থক লাভ করতে পারেনি তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে শিল্পময় বিশ্ব। হস্তশিল্প, কুটির শিল্প বাজারের বিপুল চাহিদাকে পূরণ করতে পারবে না। শিল্পকেন্দ্র থেকে উৎপাদিত পণ্য বাজারের চাহিদাকে পূরণ করতে সক্ষম। কিন্তু হস্তশিল্প বা কুটির শিল্প বিশ্বের চাহিদাকে মিটিতে সক্ষম হবে না। তার ফলে শিল্প কলকারখানার উৎপাদনকে ব্যাহত করা সম্ভব হয়নি। তবে হস্তশিল্প এবং কুটির শিল্প থাকার খুবই প্রয়োজন। এটা না থাকলে স্বদেশিয়ানাটা প্রকাশ লাভ করে না। ইস্পাত তো আর কুটির শিল্প বা হস্তশিল্প দিয়ে তৈরি হবে না। সেই সময়ে. ইস্পাতের বাজার চাহিদা তুঙ্গে। প্রতি বছরই নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা লাভ করছে। স্পাতের প্রয়োজন বৃদ্ধি লাভ করছে। কুটির শিল্প এবং হস্তশিল্পের ওপরে ভরসা করতে রাখতে পারছে না বিশ্বের জনগণ। চাদিরা ক্রমশ বৃদ্ধি লাভ করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে গোটা বিশ্ব শিল্প কলরাখানার ওপরে আস্থা রাখতে শুরু করে দিয়েছে। বিমান থেকে শুরু করে রেল গাড়ি নির্মাণ, আধুনিক যানবাহন নির্মাণ হতে শুরু করেছে। তার ফলে ব্যাপক ইস্পাতের চাহিদা। সেই চাহিদার দিকে লক্ষ রেখে তৈরি হয়েছিল টাটা ইস্পাত কোম্পানি। জামশেদজি টাটা ইস্পাত কারখানা তৈরি করলেন। বৃহৎ শিল্পের পাশে হস্তশিল্প থাকলো। কিন্তু হস্তশিল্পের দাম চড়া হতে থাকে। তার ফলে ভারতের গরীব জনগণ হস্তচালিত পণ্যকে ক্রয় করার ক্ষমতা হারাতে থাকে। বর্তমান বিশ্বে কুটির শিল্প এবং হস্তশিল্পের পণ্য কিনতে পারে সমর্থ হয় না অতি সাধারণ মানুষেরা। তারা কলকারাখানা থেকে উৎপাদিত পণ্যকে ক্রয় করে থাকে। কারণ সেই পণ্য কেনা সামর্থ্য তাদের রয়েছে। সুতরাং গান্ধিজির হস্তশিল্প এবং কুটির শিল্পের প্রতি অনুরাগ থকলে তা কিন্তু বর্তমান বিশ্বের কাছে সৌখিন পণ্যে পরিণত হয়ে গিয়েছে। স্বদেশি শিল্পপতির এখন আর হস্তশিল্প বা কুটির শিল্পের প্রতি কোনও আগ্রহ দেখায় না। কারণ বর্তমান বিশ্বটা যান্ত্রিক বিশ্বে পরিণত। স্বামী বিবেকানন্দ এই ভাবনা আগেই ভেবে রেখে ছিলেন। তিনি বলেছিলেন অতীত কিন্তু কোনও সময়ে ফিরে আসে না। বর্তমান এবং ভবিষ্যতে গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ সব সময়ে প্রাকটিক্যাল সায়েন্সে বিশ্বাস করতেন। ভাবাবেগ বিজ্ঞানকে তিনি দূরে সরিয়ে রেখে দিয়েছিলেন। বাস্তব বিজ্ঞানের পক্ষে মত দিয়ে গিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং তার জন্য প্রয়োজন ভারতকে স্বাধীনতা। এর জন্য ভারতবাসীদের শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। পাড়ায় পাড়ায় কুস্তির আখড়া থেকে শুরু করে শরীর চর্চার কেঃদ্র স্থাপন করতে উৎসাহ দান করতেন স্বামী বিবেকানঃদ। তিনি ভারতের সমগ্র জনগণকে মন্ত্র দিয়ে গিয়েছিলেন-' বল মুর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।' এই মন্ত্রকে পাঠ করে দেশসেবার নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে হবে। বাংলার বিপ্লবীরা স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্রের পথকে অনুসরণ করে চলেছিলেন।

লোকনাথ বল ঃ প্রাণকৃষ্ণ বলের পুত্র লোকনাথ বল বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার ধারলা বোয়ালখালিতে ১৯০৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্র জীবন থেকেই তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। ছাত্রনেতা থেকে শুরু করে তিনি যুব নেতায় পরিণত হন। ১৯২৬ সালে তাঁকে বিশেষ আইনে গ্রেফতার করা হয়েছিল। পরে প্রমাণের অভাবে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ১৯৩০ সালে ১৮ এপ্রিল মাস্টারদা সূর্য সেনের পরিকল্পনায় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন অংশ গ্রহণ করেন। ২২ এপ্রিল ১৯৩০ সালে জালালাবাদ যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। ১ সেপ্টেম্বর ১৯৩০ সালে তিনি গ্রেফতার হয়ে আংদামান জেলে ছিলেন। তাঁর কয়েদি নম্বর ছিল ১৮। ১৯৩৭ সালে সেলুলার জেলে দ্বিতীয় অনশন ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালে তাঁকে আলিপুর জেলে আনা হলে সেখানে ১৯৩৯ সেখানে আবার ৩৬ দিনের অনশন ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৮৬ সালে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ১৯৬৪ সালে ৯ অক্টোবর। উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ঃ যদুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ফরাসি অধিকৃত চন্দননগরে ১৮৭৯ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মেডিকেল কলেজে ছাত্র থাকাকালীন বাবার আদেশে বিবাহ করেন। তিনি যুগান্তর দলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ১৯০৯ সালে আলিপুর বোমা মামলয়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল। তাঁর কয়েকদি নম্বর ছিল ৩১৫৯৬। ১৯২০ সালে মূল ভূখণ্ডে ফিরে আসেন। তিনি সেই সময়ে 'নির্বাসিতের আত্মকথা' নামে একটি বই লিখেছিলেন। বইটিতে কারাজীবনের বিভিন্ন অত্যাচার নিয়ে বর্ণনা দেওয়া আছে। মুক্তি পাওয়ার পরে তিনি সাংবাদিকতা শুরু করেন। ১৯১৮ সালে তিন আইন বলে তাঁকে আবার গ্রেফতার করা হয়। ১৯২৬ সালে তিনি মুক্তি লাভ করেন। ১৯৪৫ সাল থেকে বাংলা সংবাদপত্র দৈনিক বসুমতীতে সম্পাদর হিসাবে যোগদান করেন। আমৃত্যু পর্যন্ত তিনি বসুমতীতে কাজ করে গিয়েছেন। জ্যোতিষচঃদ্র মজুমদার ঃ মহিমচন্দ্র মজুমদারের পুত্র জ্যোতিষচন্দ্র মজুমদার ১৯০৮ সালে ১৪ ফেব্রুয়ারি বর্তমান বাংলাদেশের টিপ্পারার পাইকারডি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান কালে তাঁকে গ্রেফতার করে কারাগারে রাখা হয়েছিল। আন্ত ঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁকে আন্দামান জেলে পাঠানো হয়। সেখানে তাঁর কয়েদি নম্বর ছিল ৩৭২। ১৯৩৭ সালে জেলে দ্বিতীয় অনশন ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালে মূল ভুখণ্ডে ফিরে আসলে তাঁকে আবার কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল।

মিশন শক্তির অধীন পালনা কর্মসূচি, নারী ক্ষমতায়ন ও শিশু যত্নে যাত্রা

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল ঃ মহিলাদের শিক্ষা, দক্ষ করে তোলা এবং কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সরকারের অবিরত উদ্যোগের ফলে মহিলাদের সামনে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। আরও বেশি সংখ্যায় এখন ঘরে-বাইরে লাভজনক কাজে তাঁরা যুক্ত হতে পারছেন। গত কয়েক দশকে নিউক্লিয়ার ফ্যামিলির দ্রুত বৃদ্ধি ঘটেছে। ফলে কর্মরতা মহিলারা যাঁরা আগে যৌথ পরিবারের সাহায্য পেতেন, সন্তানদের ভালো যত্ন এবং সুরক্ষার জন্য তাঁদের এখন ডে-কেয়ার সার্ভিসের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। পালনা কর্মসূচির মাধ্যমে ডে-কেয়ার ক্রেশের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। ২০২২-এ তদানীন্তন ন্যাশনাল ক্রেশ স্কিম পুনর্গঠিত হয় এবং তার নাম দেওয়া হয় পালনা কর্মসূচি, মিশন শক্তির সামর্থ্য উপকর্মসূচির অধীনে। কেন্দ্রীয় সরকারি পালনা কর্মসূচি ঠিক মতো রূপায়িত হচ্ছে কি না, তার দেখভাল করার দায়িত্ব থাকে রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির ওপর। ৬০ শতাংশ অর্থ দেয় কেন্দ্র এবং ৪০ শতাংশ অর্থ দেয় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি। উত্তরপূর্ব এবং বিশেষ শ্রেণীর রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে এই অনুপাত ৯০,১০। বিধানসভা নেই এমন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির ক্ষেত্রে কেন্দ্র পুরোপুরি ১০০ শতাংশ আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকে। পালনা কর্মসূচির লক্ষ্য, ৬ মাস থেকে ৬ বছর বয়সী শিশুদের জন্য সুরক্ষিত নিরাপদ পরিবেশ দেওয়া, পুষ্টির ব্যবস্থা করা, স্বাস্থ্য এবং সার্বিক বিকাশে সাহায্য করা এবং বৃদ্ধির প্রতি নজর রাখা ও টিকাকরণের ব্যবস্থা করা। মা যে কোনো কাজেই যুক্ত হন না কেন, পালনায় ক্রেশের সুবিধা তিনি পাবেন। যে প্রধান পরিষেবাগুলি দেওয়া হয়ে থাকে, সেগুলি হল- ডে-কেয়ারের সুবিধা, যার মধ্যে থাকবে শয়নের ব্যবস্থা.৩ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য আগাম

উদ্দীপনা কার্যাবলী. ৩-৬ বছর বয়সী শিশুদের জন্য বিদ্যালয়-পূর্ব শিক্ষাদান. স্থানীয় স্তরে অতিরিক্ত পুষ্টির ব্যবস্থা. বৃদ্ধির প্রতি নজর রাখা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং টিকাকরণচাইল্ড কেয়ার সুবিধার সুযোগ বৃদ্ধি করার অঙ্গ হিসেবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক মাতৃত্বকালীন সুবিধা আইন সংশোধন করে ৫০ অথবা অধিক কর্মচারী আছে এমন সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্রেশের সুবিধা রাখা বাধ্যতামূলক করেছে।দু-ধরনের ক্রেশ আছে। শুধুমাত্র ক্রেশ অর্থাৎ যেগুলি স্ট্যান্ড অ্যালোন ক্রেশ এবং অ ঙ্গ ন ও য়া .ড ী - ক া ম - ক্রেশ(এডাব্লুসিসি)। মিশন শক্তির নীতি-নির্দেশিকা অনুযায়ী স্ট্যান্ড অ্যালোন ক্রেশের জন্য একজন কর্মী এবং একজন সহায়ক রাখার সংস্থান আছে। তেমনই এডাব্লুসিসি-র জন্য ইতিমধ্যে কর্মরত অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী এবং সহায়কদের পাশাপাশি একজন ক্রেশ সহায়ক এবং একজন ক্রেশ কর্মী রাখার সংস্থান করা হয়েছে। নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রক পালনা কর্মসূচিতে ২০২৪-২৫-এ ১৭০০০টি নতুন অঙ্গনওয়াড়ী কাম ক্রেশ স্থাপনের লক্ষ্য নিয়েছে। ২০২৫-এর মার্চ পর্যন্ত ৩৪টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ১১৩৯৫টি এডাব্লুসিসি-র অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের তত্ত্বাবধানে ক্রেশ কর্মীরা নজর রাখবেন শিশুদের ঘুম ও বিশ্রামের ওপর। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করবেন। শিশুদের পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস তৈরি করতে প্রশিক্ষণ দেবেন, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করবেন এবং আশা, এডাব্লুডাব্লু, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেঃদ্র, এডাব্লুসি-র সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন। খাবার স্বাস্থ্যকরভাবে ও বয়স অনুযায়ী রান্না হয়েছে কি না তা নিশ্চিত করবেন। শিশুদের খেলনা দেওয়ার আগে তার গুণমান পরীক্ষা করবেন বিধি অনুযায়ী।২০২৫-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১,৭৬৭টি এডাব্লুসিসি কাজ করছে। বর্তমান সুবিধাপ্রাপকদের সংখ্যা ২৮,৭৮৩। এর পাশাপাশি ১,২৮৪টি স্ট্যান্ড অ্যালোন ক্রেশ আছে দেশজুড়ে যার বর্তমান সুবিধাপ্রাপকের সংখ্যা ২৩,৩৬৮। মিশন শক্তির নীতি নির্দেশিকা অনুযায়ী স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারে ক্রেশের সময় নির্ধারণ করতে হবে। মাসের মধ্যে ২৬ দিন খুলে রাখতে হবে। এলাকার বেশিরভাগ মায়ের কাজের নির্ঘণ্ট অনুযায়ী দৈনিক সাড়ে ৭ ঘণ্টা খোলা রাখতে হবে। ক্রেশ কর্মী এবং ক্রেশ সহায়িকাদের সাম্মানিক দেওয়া হয়ে থাকে। স্ট্যান্ড অ্যালোন ক্রেশের ক্ষেত্রে ক্রেশ কর্মীদের ৬৫০০ টাকা, সহায়কদের ৩২৫০ টাকা এবং এডাব্লুসিসি-র ক্ষেত্রে ক্রেশ কর্মীদের ৫,৫০০ টাকা এবং ক্রেশ সহায়কদের ৩০০০ টাকা সাম্মানিক দেওয়া হয়ে থাকে। এক একটি ক্রেশে অন্যূন ২৫ জন শিশু রাখা যেতে পারে। শিশুদের বাড়ির কাছে অথবা মায়েদের কর্মস্থলের কাছাকাছি ক্রেশের অবস্থান হওয়া বাঞ্ছনীয়।৬ মাস থেকে ৬ বছর পর্যন্ত শিশুদের উপযুক্ত পরিবেশ দিতে পালনা কর্মসূচি শিশুদের সার্বিক যত্ন, পুষ্টি, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করে। একাধিক মন্ত্রকের সহযোগিতা এবং স্থানীয় প্রয়োজনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার বিষয়টি থাকায় পালনা স্বাস্থ্যকর, আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং লিঙ্গ সংবেদনশীল কর্মসূচি।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন ব্রিটেন এবং অস্ট্রিয়ায় সরকারি সফরে যাচ্ছেন

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল ঃ কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন আজ ৮-১৩ এপ্রিল ব্রিটেন এবং অস্ট্রিয়ায় সরকারি সফরে গেলেন। শ্রীমতী সীতারমনের দুটি দেশেই মন্ত্রিপর্যায়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে যোগ দেওয়ার কথা। সফরে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ইন্ডিয়া-ইউকে ইকোনমিক অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ডায়ালগের ত্রয়োদশ মন্ত্রিপর্যায়ের বৈঠকে অংশ নেবেন। কথা বলবেন ব্রিটেন এবং অস্ট্রিয়ার বিনিয়োগকারী, বুদ্ধিজীবী এবং বাণিজ্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে। ইন্ডিয়া-ইউকে ইকোনমিক অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ডায়ালগের ত্রয়োদশ পর্ব অনুষ্ঠিত হবে ৯ এপ্রিল ২০২৫। যৌথ সভাপতিত্ব করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এবং ব্রিটেনের চ্যান্সেলর অফ দ্য এক্সচেকার।দুই দেশের মধ্যে ত্রয়োদশ ইকোনমিক অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ডায়ালগ একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক মঞ্চ যেখানে মন্ত্রি পর্যায়ে, আধিকারিক পর্যায়ে কর্মীগোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষ আলোচনার সুযোগ হয়। এছাড়া বিনিয়োগ, আর্থিক পরিষেবা, আর্থিক বিধি, ইউপিআই আন্ত ঃসংযোগ, কর এবং অবৈধ আর্থিক লেনদেন সহ আর্থিক সহযোগিতার বিভিন্ন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নিয়ামক কর্তৃপক্ষের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হয়। এবারের আলোচনায় জোর দেওয়া হবে আইএফএসসি গিফ্‌ট সিটি, বিনিয়োগ, বিমা ও অবসরভাতা, ফিনটেক এবং ডিজিটাল অর্থনীতি ক্ষেত্রে সহযোগিতা নিয়ে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ভারত-ব্রিটেন বিনিয়োগকারী গোল টেবিল বৈঠকে মুখ্য ভাষণ দেবেন। এছাড়া ব্রিটেনের বাণিজ্য মন্ত্রীর সঙ্গে তিনি সিটি অফ লন্ডনের সহযোগিতায় গোল টেবিল বৈঠকে পৌরোহিত্য করবেন। সফরের পরবর্তী পর্যায়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অস্ট্রিয়ার শীর্ষস্থানীয় সরকারি নেতাদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন। যার মধ্যে আছেন অস্ট্রিয়ার অর্থমন্ত্রী এবং ফেডারেল চ্যান্সেলার। এর পাশাপাশি অস্ট্রিয়ার প্রধান সিইও-দের সঙ্গে একটি বৈঠকে অস্ট্রিয়ার অর্থনীতি, শক্তি ও পর্যটন মন্ত্রীর সঙ্গে যৌথভাবে শ্রীমতী সীতারমন পৌরোহিত্য করবেন।

আইএনএস ত্রিকান্দর মধ্য আরব সাগরে গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা সহায়তা

নয়াদিল্লি, ০৬ এপ্রিল, ২০২৫ মধ্য আরব সাগরে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর আইএনএস ত্রিকান্দ ওমান উপকূলের প্রায় ৩৫০ নটিক্যাল মাইল পূর্বে একটি মাছ ধরার জাহাজের পাকিস্তানী সদস্যকে জরুরি চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করেছে। তাঁর গুরুতর আঘাত লেগেছিল। ৪ এপ্রিল সকালে আইএনএস ত্রিকান্দ ইরানি জাহাজ আল-ওমেদির কাছ থেকে এই বিপদ সংকেত শুনতে পায়। খতিয়ে দেখার পর জানা যায় যে, ঐ মাছ ধরার জাহাজের একজন সদস্য ইঞ্জিনে কাজ করার সময় আঙুলে গুরুতর আঘাত পেয়েছেন, তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁকে ইরানের দিকে যাওয়া আরেকটি জাহাজে স্থানান্তর করা হয়েছে।আহত ঐ সদস্যকে চিকিসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য ত্রিকান্দ তৎক্ষণা রওনা দেয়। জাহাজে ১১ জন পাকিস্তানী (৯ জন বালুচ এবং ২ জন সিন্ধি) এবং ৫ জন ইরানি কর্মী ছিলেন। আহত ব্যক্তি পাকিস্তানী বালুচ নাগরিক। তাঁর আঘাত এতটাই গুরুতর ছিল যে, প্রচুর রক্ত ক্ষরণ হচ্ছিল। আইএনএস ত্রিকান্দের চিকিৎসক, মার্কোস (মেরিন কমান্ড) এবং জাহাজে থাকা সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত একটি দল সাহায্যের জন্য সেখানে পৌঁছোয়।

নবদ্বীপে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হলো শিবের বিয়ে!

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ৮ এপ্রিল ঃ রাজ্যের অন্যতম প্রাচীন জনপদ নবদ্বীপ শহর, যা বৈষ্ণব নগরী নামেও পরিচিত। বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম পীঠস্থান হলেও নবদ্বীপ শহরে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয় শাক্ত দেবী সহ শৈব্য আরাধনা। আর চৈত্র মাসে শিবের গাজন অন্যতম বড় উৎসব শিব ভক্তদের। পাশাপাশি এই মাসেই অনুষ্ঠিত হয় বাসন্তী পুজো। আর এই বাসন্তী পুজোর শেষ দিনে তথা চৈত্রের শুক্লা দশমীতে নবদ্বীপ মেতে উঠে শিবের বিয়ে নিয়ে। আর এবছর এই অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হলো সোমবার রাতে। শুনতে অবাক লাগলেও এই ব্যাতিক্রমি প্রাচীন এই উৎসব বা অনুষ্ঠা আয়োজিত হয় নবদ্বীপ শহরে। অনেকের মতেই রাজ্যে মধ্যে একমাত্র নবদ্বীপ শহরেই এই বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যা একটি আঞ্চলিক উৎসবও বটে। তবে এই উৎসব কত প্রাচীন তা নিয়ে রয়েছে নানা মতভেদ। কেউ কেউ মনে করেন মহাপ্রভুর আবির্ভাবের আগে থেকেই এই অনুষ্ঠান হয়ে আসছে নবদ্বীপে। তবে অতীতে এই অনুষ্ঠানের রূপ ছিলো ভিন্ন, থাকতো সুসজ্জিত পালকি শোভাযাত্রায় থাকতো ঠেলাগাড়ি, তাতা থাকতো একের পর এক বিভিন্ন দৃশ্যপট। দেবদেবীর মূর্তি, ভূত, পিশাচ। বাজত ঢাকঢোল, সানাই। বরপক্ষকে চমক দিত কনেপক্ষ। আর এই বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হতো শহরের পোড়ামাতলায়। তবে এখন এই অনুষ্ঠান আর পোড়ামাতলায় হয় না। আর নবদ্বীরে এই ব্যাতিক্রমি শিবের বিয়ে দেখার জন্য বছরভর অপেক্ষা করতেন নবদ্বীপবাসী সহ পার্শ্ববর্তী বহু এলাকার মানুষ। তবে সময়ের সাথে বিলুপ্ত হয়েছে বহু কিছু, কিন্তু চিরাচরিত নিয়ম ও ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখে আজও নবদ্বীপ শহরের, বাবা যোগনাথ, বুড়োশিব, বালকনাথ শিবমন্দির সহ একাধিক শিব মন্দিরে মহাসমারোহে আয়োজিত হয় এই শিবের বিয়ের অনুষ্ঠান। বুড়োশিবতলা শিবমন্দিরের ট্রাষ্টিবোর্ডের সদস্য

অরূপ সাহা জানান পাঁচদিন ধরে অনুষ্ঠিত হওয়া বাসন্তী পুজোর সুসজ্জিত মহিষাসুরমর্দিনী প্রতিমার সঙ্গে নবদ্বীপের মন্দিরে অধিষ্ঠিত শিবের বিবাহ সম্পন্ন হয়। চতুর্দোলায় সাজানো হয় বরকে, অন্যদিকে, বাসন্তী ঠাকুরকে দোলায় সাজিয়ে মালাবদল, সাতপাকে ঘোরা থেকে শুরু করে হিন্দুবিবাহ রীতি মেনে সম্পন্ন হয় এই শিবের বিয়ের বিশেষ অনুষ্ঠান। আর এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মন্দির চত্বরকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে আলোকমালায়, আয়োজন করা হয়েছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানেরও। শিবের বিয়ের আয়োজন করা সব শিব মন্দির চত্বরে জাঁকজমকপূর্ণভাবে পোশাক থেকে আসবাব, সাইকেল থেকে কাঁসা-পিতলের বাসনপত্র, বাইক থেকে ফ্রিজ, এসি প্রভৃতি যৌতুক হিসেবে মঞ্চে সাজানো হয়। জানা যায় শহরের বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা আনন্দের সঙ্গে ওই সব জিনিস বিয়ের বাসর সাজাতে পৌঁছে দেন। পাশাপাশি শিবের বিয়ে এই বিশেষ অনুষ্ঠানের সাজসজ্জা দেখতে সন্ধ্যা থেকেই ভীড় শুরু হয় বিভিন্ন শিব মন্দিরে। আর সোমবার রাত বাড়তেই শহরের বুকে আলোর রোশনাই, আতশবাজি, বিভিন্ন বাদ্য যন্ত্রের মাধ্যমে শুরু হয় বিভিন্ন শিব মন্দিরের শোভাযাত্রা, রাস্তার দুধারে অসংখ্য মানুষ বাবা, (শিব) ও অন্নপূর্ণা মাতার বিয়ের এই বিশেষ শোভাযাত্রা ও বিয়ের অনুষ্ঠান দেখতে ভীড় করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। আর রাত জেগে এই অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকতে শুধু নবদ্বীপ শহর নয় পার্শ্ববর্তী বহু এলাকার মানুষের উপস্থিতি দেখা যায় এদিন।

মাটি ফেলে পুকুর ভরাটের অভিযোগ উঠলো

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৮ এপ্রিল ঃ রাতের অন্ধকারে পুকুরে মাটি ফেলে পুকুর ভরাটের অভিযোগ উঠলো পুকুর মালিকদের বিরুদ্ধে তবে অভিযোগ ভিত্তি বলে দাবি পুকুর মালিকদের। সোমবার হবিবপুর ব্লকের সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকের নিকট অভিযোগ জানালেন বুলবুলচন্ডী অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রাজিব ডাগা সহ বুলবুলচন্ডী বেশ কিছু গ্রামবাসী, উল্লেখ্য হবিবপুর ব্লকের বুলবুলচন্ডী গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কুড়কুর মৌজার সরকারপাড়া ও সাহাপারা মধ্যে রয়েছে এলাকার বহু পুরনো এটি পদ্মপুকুর, স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ রাতের অন্ধকারে পুকুরটিতে মাটি ভরে বন্ধ করা হচ্ছে। সে বিষয়ে গ্রামবাসীরা বুলবুলচন্ডী অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রাজীব ডাগাকে নিয়ে একটি লিখিত অভিযোগ জানালেন হবিবপুর ব্লকের হবিবপুর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকের নিকট। হবিবপুর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর এন্ড বি এল এন্ড এল আর ও আধিকারিক স্বপন তরফদার এ বিষয়ে জানিয়েছেন পুকুর ভরাটের অভিযোগ তিনি পেয়েছেন তিনি তদন্তে যাবেন সত্যি যদি বেআইনিভাবে পুকুর ভরাট করা হয় তবে আমরা আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমরা প্রতিনিয়ত যেসব জায়গায় অভিযোগ পেয়েছি আমরা পুনরায় পুকুর খনন করেছি এবং আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি । এ বিষয়ে বুলবুলচন্ডী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পূজা হাঁসদা জানান, তিনি কোন অভিযোগ পাননি। পেলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেবেন।

লামডিং ডিভিশনে আধুনিকীকরণ ও উন্নয়নের কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : এলএমজি/ইএনজিজি/ ২৮ অফ ২০২৫, তারিখ: ০৪-০৪-২০২৫: নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :** লামডিং ডিভিশন/ডি/লামডিং-এর আওতাধীন ফলস সিলিং, ডিস্টেম্পারিং, এসি সুবিধা প্রদানের জন্য অ্যালুমিনিয়াম ডোর উইন্ডো সরবরাহ সহ ডিআরএম (ডব্লিউ) ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশন অফিসের আধুনিকীকরণ ও আপগ্রেডেশন সম্পর্কিত বিবিধ কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ৭৪,০৬,০৬৩.২২/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ১,৪৮,১০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ৩০-০৪-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং **খোলা** ০১-০৫-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ৩০-০৪-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

বিড নম্বর ঃ জিইএম/২০২৫/বি/৬১১৩৩০৪, তারিখ ০৪.০৪.২০২৫। ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, বগি ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট, ৮৮/১, ধরমদ দাস রোড, হাওড়া, কলকাতা-৭০০০৩৭ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দরপ্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **দরপ্রস্তাব প্রদানের শেষ তারিখ/সময় ঃ** ২৫.০৪.২০২৫ তারিখ সন্ধ্যা ৬টা। **দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ/সময় ঃ** ২৫.০৪.২০২৫ তারিখ সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট। **দরপ্রস্তাবের বৈধতা (শেষ তারিখ থেকে) ঃ** ১২০ (দিন)। **চাহিদা বিভাগ ঃ** পূর্ব রেলওয়ে বগি ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট ... **দরপ্রস্তাবদাতার (৩ বছরের জন্য) ন্যূনতম গড় বার্ষিক টার্নওভার ঃ** ১১ লাখ টাকা। ... **চলাকালীন প্রযুক্তিগত ব্যাখ্যা প্রদানের অনুমোদিত সময় ঃ** ২ দিন। **অনুমিত দরপ্রস্তাব মূল্য ঃ** ২০৬৯১০০ টাকা। **মূল্যায়নের পদ্ধতি ঃ** সম্পূর্ণ মূল্য অনুযায়ী মূল্যায়ন। **আর্থিক নথিতে দামের বিভিন্ন অংশ বিভাগ প্রয়োজন ঃ** হ্যাঁ। **আরবিট্রেশন ক্লজ ঃ** নেই। **মিডিয়েশন ক্লজ ঃ** নেই। **প্রদেয় বায়না অর্থ সংক্রান্ত বিশদ ঃ পরামর্শদাতা ব্যাঙ্ক ঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **বায়না অর্থ ঃ** ৪১,৩৮০ টাকা। **ই-পিবিজি-র বিশদ বিবরণ ঃ পরামর্শদাতা ব্যাঙ্ক ঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **ই-পিবিজির শতকরা হার (%) ঃ** ৫.০০। **ই-পিবিজির জন্য মেয়াদকাল (মাস)ঃ** ৬২। MISC-10/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

রোগী মৃত্যুতে বর্ধমান হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৮ এপ্রিল ঃ বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ফের এক চাঞ্চল্যকর ঘটনার সাক্ষী থাকল জেলার মানুষ। অভিযোগ, সোমবার রাতে অক্সিজেন সাপোর্ট ছাড়াই এক গুরুতর অসুস্থ রোগীকে পাঠানো হয় ইউএসজি করাতে। শুধু তাই নয়, ইউএসজি বিভাগে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করা হয়.সেই রোগীকে। যার জেরে আরও অবনতি ঘটে শারীরিক অবস্থার এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যু ঘটে ওই রোগীর। মৃতার নাম আকরামা বিবি, বয়স আনুমানিক ৬৫ বছর। তিনি পূর্ব বর্ধমান জেলার দুবরাজ দীঘি এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। মৃতার পরিবার সূত্রে জানা গেছে, হাসপাতালের চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই তার শ্বাসকষ্ট বাড়তে শুরু করে। তবুও তাকে অক্সিজেন সাপোর্ট ছাড়াই পাঠানো হয় ইউএসজি করাতে। হাসপাতালের ইউএসজি বিভাগে পৌঁছেও দীর্ঘ সময় অপেক্ষায় থাকতে হয় রোগীকে। অভিযোগ, সেখানকার এক কর্মীর গাফিলতির ফলেই এই ঘটনা ঘটে। এই মৃত্যুকে ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় হাসপাতাল চত্বরে। ক্ষোভে ফেটে পড়েন মৃতার পরিবার ও আত্মীয়রা। তাদের দাবি, হাসপাতালের চূড়ান্ত অব্যবস্থাপনা এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণের কারণেই প্রাণ হারাতে হল আকরামা বিবিকে। পরিবারের আরও অভিযোগ, যে অবস্থায় রোগী ছিলেন, তাতে তাকে অক্সিজেন ছাড়া কোথাও পাঠানো উচিত ছিল না। উপরন্তু, গুরুতর অসুস্থ রোগীকে দাঁড় করিয়ে রাখাটা একেবারেই অমানবিক ও বিপজ্জনক। এই ঘটনায় বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বিরুদ্ধে একের পর এক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সংবাদমাধ্যমের তরফে যোগাযোগ করা হলে হাসপাতালের সুপার তাপস ঘোষ জানান, ঘটনার পুরো বিষয়টি লিখিতভাবে জানানো হয়েছে ওয়ার্ড মাস্টারকে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠেছে সমাজের নানা মহল থেকে। প্রশ্ন উঠছে, বারবার এমন গাফিলতির পরও কেন নেই কোনও কড়া পদক্ষেপ? হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার বলি আর কতদিন হবেন সাধারণ রোগীরা?

রেলপথের পরিকাঠামো আধুনিকীকরণ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের

মালিগাঁও, ৮ এপ্রিল ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে অসম, বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গে রেলওয়ে সুরক্ষা ব্যবস্থা মজবুত এবং পরিকাঠামো উন্নত করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেছে। এপ্রিল ২০২৪ ও মার্চ ২০২৫-এর মধ্যে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত

রেলওয়ে রোড ওভার ব্রিজ (আরওবি), রোড আন্ডার ব্রিজ (আরইউবি), লো হাইট সাবওয়ে (এলএইচএস), প্রত্যক্ষভাবে বন্ধ এবং পরিকল্পিত ডাইভারশনের মাধ্যমে ২৮টি মানবযুক্ত লেভেল ক্রসিং (এমএলসি) অপসারণ করেছে। এই প্রচেষ্টার দ্বারা সুরক্ষা ব্যবস্থাকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত, ট্রেন বিলম্ব হ্রাস এবং সামগ্রিক অপারেশনেল দক্ষতা উন্নত করেছে। অতিরিক্তভাবে, এই সময়ের মধ্যে ১১টি আরওবি এবং ২৬টি আরইউবি নির্মাণ করার ফলে কানেক্টিভিটি উন্নত হয়েছে এবং সড়ক ও রেল উভয় যাতায়াতের জন্য সুগম, যানজট-মুক্ত চলাচল নিশ্চিত করেছে যা আধুনিক এবং নির্ভরযোগ্য পরিবহন সমাধানের জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রতিশ্রুতিকে দর্শায়। এই পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ বিভিন্ন সংস্থা যেমন ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অব ইন্ডিয়া (এনএইচএআই), রেলওয়ে ডিভিশন, কনস্ট্রাকশন উইংস এবং ডিপোজিট এজেন্সিগুলি দ্বারা রাজ্য সরকার এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে সমন্বয় সাধন করে করা হয়। সহযোগিতামূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে ডিব্রুগড়, কামরূপ মেট্রো, যোরহাট এবং লখিমপুরের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে উল্লেখযোগ্য আরওবি এবং আলিপুরদুয়ার ও কোকরাঝাড়ের মতো এলাকায় আরইউবি অথবা এলএইচএস পরিকাঠামো সহ প্রকল্পগুলির সময়মত সম্পাদন নিশ্চিত হয়েছে। প্রত্যেক প্রকল্পের ট্রাফিক ভলিউম এবং স্থানীয় আবশ্যকতার পুঙ্খানুপুঙ্খ মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা করা হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপে, যোরহাটের এফএম-৫৭ এবং লখিমপুরের আরএম- ২৫৭-এর মতো হাই-ট্রাফিক সাইটগুলি উন্নতমানের সুরক্ষা এবং বাধাহীন সংযোগ নিশ্চিত করার জন্য সুগঠিত রোড ওভার ব্রিজ (আরওবি) দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে। এর বিপরীতে, সম্পদগুলি দক্ষভাবে ব্যবহার করার জন্য কম ভিড়-ভাড় থাকা স্থানগুলি সরাসরি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই বিকাশকার্য ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চল-এ ইতিমধ্যেই পরিবহন ব্যবস্থার রূপান্তর সাধন করার জন্য শুরু করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য সুযোগ-সুবিধার মধ্যে দুর্ঘটনাপ্রবণ লেভেল ক্রসিং বন্ধ, রাস্তার যানজট এবং ভ্রমণ বিলম্ব হ্রাস, বাধাহীন ট্রেন চলাচল এবং লজিস্টিক ও যাত্রী চলাচলের সামগ্রিক উন্নয়ন রয়েছে। অতিরিক্তভাবে, এই প্রচেষ্টাগুলি আঞ্চলিক অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে, বিশেষ করে দূর-দূরের এলাকা এবং সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে প্রবেশযোগ্যতা উন্নত এবং সুগম মাল পরিবহন সক্ষম করে। বহনক্ষমতার দৃষ্টিকোণ থেকে, লেভেল ক্রসিংগুলিতে ঘন-ঘন ট্রেন না-থামানোর পরিপ্রেক্ষিতে জ্বালানী খরচ এবং নির্গমন কমেছে ও ভারতের পরিবেশগত লক্ষ্যগুলিকে সমর্থন করেছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে উন্নত ইঞ্জিনীয়ারিং, কৌশলগত পরিকল্পনা এবং ক্রস এজেন্সির সহযোগিতার মাধ্যমে প্রগতিকে আরও আগাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যার লক্ষ্য আগামী বছরগুলিতে গতি, সুরক্ষা এবং পরিষেবাকে আরও উন্নত করা।

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.

1. Name of Work: "Provision for Temporary high speed internet service during the programme to be attended by VVIP's at Kalighat Temple and inauguration of Kalighat Skywalk, Kolkata on 14-04-2025 (Primary Internet Feed)" **[Job No. KIT/RW/002 of 25-26]**
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-003/KIT/Q of 25-26)
Bid Submission Closing : **11.04.2025 up to 03.00 PM**

2. Name of Work: "Provision for Temporary high speed internet service during the programme to be attended by VVIP's at Kalighat Temple and inauguration of Kalighat Skywalk, Kolkata on 14-04-2025 (Secondary Internet Feed)" **[Job No. KIT/RW/003 of 25-26]**
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-004/KIT/Q of 25-26)
Bid Submission Closing : **11.04.2025 up to 03.00 PM**

Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ এনআইটি/০২/২৫/২০, তারিখ ঃ ০৭.০৪.২০২৫। প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত দফাসমূহ সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্রমিক নং, টেন্ডার নং, বিবরণ ও প্রদেয় বায়না অর্থ** যথাক্রমে ঃ (১) **০১২৫১৫১১,** ফ্লেক্সিবল পলিভিনাইল ক্লোরাইড (পিভিসি) ফ্লোরিং ইত্যাদি সংগ্রহ। ৫,৭০,৪৪০ টাকা। (২) **০৫২৪১০৩২এ,** ট্র্যাকশন মোটর ইত্যাদির জন্য গিয়ার কেস অয়েল সংগ্রহের কাজ। ১,৫৮,৫৩০ টাকা। (৩) **১০২৫১৭৬৬,** প্লাগ সমেত হাই ভোল্টেজ কেবেল ইত্যাদি। ২,০০,৮৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২৪.০৪.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (ক্র নং ১ থেকে ৩-এর জন্য)। (৪) **১০২৪৫০৪২এ,** ৩ডি অ্যাডজাস্টেবল ৩৬০ ডিগ্রি ঘোরার মত চালকের আসন ইত্যাদি। ৫,২৫,৩৪০ টাকা। (৫) **১৫২৫৫০০৪,** ইওটি ক্রেন ২০ টন। ১,২০,৮০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২৫.০৪.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (ক্র নং ৪ থেকে ৫-এর জন্য)। (৬) **১৫২৪৫০৯০এ,** ভ্যাকুয়াম প্রেশার ইনপ্রেগনেশন প্ল্যান্ট (ভিপিআইপি) সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা এবং সূচনার কাজ। ৭,২৬,০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২৯.০৪.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (৭) **১০২৫২৩৮৭,** আর্থ রিটার্ন ব্রাশ হোল্ডার অ্যাসেম্বলি ইত্যাদি। ১,৯৩,১৮০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ০২.০৫.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (৮) **১২২৫৫১৭৯,** আরডিএসও ড্রয়িং নং টি-৬১৫৫ এবং টি-৬২৮০ অনুসারে থিক ওয়েব সুইচ সমূহের চালু চুক্তি। ৫০,০০,০০০ টাকা। (৯) **১৫২৫৫০৩২,** কম্পিউটার ভিত্তিক পরিমাপ এবং রেকর্ডিং ব্যবস্থা সহ হুইল প্রেস সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা ও সূচনার কাজ (ক্যাপ ঃ ৫০০টি) ইত্যাদি। ৪,৭৪,৩৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ০৫.০৫.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (ক্র নং ৮ থেকে ৯-এর জন্য)। (১০) **২০২৫৫০০৫,** ইএমইউ/এমইএমইউ ক্যাব ইত্যাদিতে টুইন বিম হেড লাইট সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা এবং সূচনার কাজ। ৩,০০,৫৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ০৭.০৫.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (১১) **১৫২৪৫১০৮এ,** (ক) এয়ার স্প্রিং সাসপেনশন (এএসআর) ফিয়াট বগি ফ্রেম ব্রেক বিম ইত্যাদির ফাইন্যাল ওয়েল্ডিং ফিক্সচার এবং ম্যানিপুলেটর ডিজাইন, সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা এবং সূচনার কাজ। ৩,০৮,৩৭০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১২.০৫.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (**টেন্ডার মূল্য ঃ** ০ (ক্র. নং ১ থেকে ১১)। **দ্রষ্টব্য ঃ** উপরোক্ত সকল টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং **https://www.ireps.gov.in**-এ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে উক্ত টেন্ডারগুলির দরপ্রস্তাব দাখিল করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলির সম্পর্কে আরও জানতে ও অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন।

STORES-02/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

E-TENDER NOTICE

Chairperson Board of Councillors, Dankuni Municipality, invites Tender for Construction of Cement Concrete Road & Surface Drain & sidewall in Ward No-20 & 05 and Surface Drain in Ward No-10 and Road Protection wall & surface Drain in Ward No-17 under Dankuni Municipality for **E-N.I.T No WBMAD/DKM/CP/e-NIT-02, 03, 04 & 05/ 2025- 26** Bid Submission closing date (Online) **22/04/2025**, Details may be seen from **www.wbtenders gov.in** the official website of e tender

Sd/-
Chairperson
Dankuni Municipality

জমি তছরূপের অভিযোগ, বহরমপুর বিএলআরও অফিসের সামনে অনশন ও ধর্মঘট

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ৮ এপ্রিল ঃ কারও তিন শতক জমি, কারও নয় শতক জমি নিয়ে হয়েছে নয় ছয় কাণ্ড! এই অভিযোগে এবার বহরমপুরের

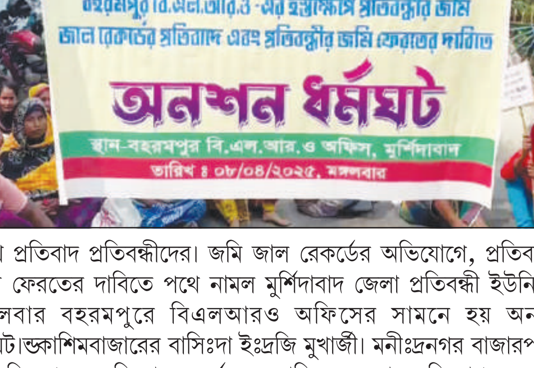

পথে প্রতিবাদ প্রতিবন্ধীদের। জমি জাল রেকর্ডের অভিযোগে, প্রতিবন্ধীর জমি ফেরতের দাবিতে পথে নামল মুর্শিদাবাদ জেলা প্রতিবন্ধী ইউনিয়ন। মঙ্গলবার বহরমপুরে বিএলআরও অফিসের সামনে হয় অনশন ধর্মঘট।ভ্কাশিমবাজারের বাসিঃদা ইংদ্রজি মুখার্জী। মনীঃদ্রনগর বাজারপা।ায় তাঁর তিন শতক জমি জাল রেকর্ড করে হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেন, রাজেঃদ্রচংদ্র বংেদ্যাপাধ্যায় এই জমির মালিক হলেও ওয়ারিশ সূত্রে আমরা বর্তমানে মালিক হচ্ছি। দীর্ঘদিন ধরে ওয়ারিশ থাকা সত্ত্বেও বিএলআরও অফিস থেকে সুবলচংদ্র কুণ্ডু নামে এক জাল রেকর্ড বে।ায়ে আসে। এরপরেই সরকারি সংশ্লিষ্ট দফতরে, জানানো হয়। কিন্তু কোনরকম সুরাহা হয়নি। বাধ্য হয়েই আজকে অবস্থান বিক্ষোভের পথ বেঁছে নেওয়া হয়েছেন্ত্রএছা।াও মুর্শিদাবাদ জেলা প্রতিবন্ধী ইউনিয়নের সভাপতি আজাদ বিশ্বাস। তিনি বলেন, তাঁর ৯ শতক জমি রাতারাতি ৬ শতক হয়েছে। দুস্থ, অসহায় মানুষদের জমি হস্তান্তর হয়ে যাচ্ছে। বাধ্য হয়ে অনশন ধর্মঘটের পথ বেঁছে নেওয়া হয়েছেোন্ড দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে অনশন ধর্মঘট। প্ল্যাকার্ড হাতে সংগঠনের শতাধিক সদস্য রাস্তায় বসে অনশনে সামিল হন। যদিও অভিযোগ প্রসঙ্গে বিএলআরও- র তরফে কোন প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

ভোটের প্রস্তুতি নদীয়া জেলা নির্বাচন আধিকারিক এবং জেলা প্রশাসনের

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৮ এপ্রিল ঃ নদীয়ার কালিগঞ্জ বিধানসভার আসন্ন উপ-নির্বাচনে ভোটার তালিকায় সংযোজন বিয়োজনের পাশাপাশি বুথের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে আয়োজিত সর্বদল বৈঠকে এই তথ্য তুলে ধরেছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। একইসঙ্গে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জানিয়েছেন কালিগঞ্জ বিধানসভার ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ চলবে আগামী ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত। ৮ এপ্রিল থেকে আগামী ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত এই সংশোধনের কাজে যুক্ত বিএলও বা বুথ লেভেল অফিসারদের ছুটি দেওয়া যাবে না। এই সময়কালের মধ্যে দুটি শনিবার এবং দুটি রবিবার পড়ছে। সেই দুটি শনিবার এবং দুটি রবিবার সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত বিএলওদের হাজির থাকতে হবে এবং ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ করতে হবে যা সম্পূর্ণ বাধ্যতামূলক। সর্বদল বৈঠকে ভুয়ো ভোটার ইস্যু নিয়ে.সরব হন রাজনৈতিক দলগুলি। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে নতুন করে ভোটার তালিকার সংশোধন করা হচ্ছে। সেই তালিকার খসড়া রাজনৈতিক দলগুলিকে তুলে দিয়ে সিইও জানান গত তিন মাসে কালিগঞ্জ বিধানসভা এলাকায় ৩২৮ জন ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১৬০ জন মৃত ভোটার এবং ১৭ জন ডুপ্লিকেট নাম্বারে নথিভুক্ত হওয়ায় তালিকা থেকে বাদ গিয়েছেন। পাশাপাশি নতুন জায়গা থেকে স্থানান্তর হয়ে কালীগঞ্জে আসা বা নতুনভাবে ভোটার হওয়ার সুবাদে ৩১২ জনের নাম সংযোজিত হয়েছে কালীগঞ্জের ভোটার তালিকায়। সংশোধিত খসড়া ভোটার তালিকা অনুযায়ী কালীগঞ্জের ভোটার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৫৪ হাজার ৮৭৮। কালীগঞ্জ বিধানসভার ক্ষেত্রে বেড়েছে বুথের সংখ্যাও। গত বিধানসভা নির্বাচনে কালীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে ২৬১ টি বুথ ছিল। এবার কমিশনের নয়া নিয়ম অনুযায়ী আরও ৪৮ টি নতুন বুথ যুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ আসন্ন কালীগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনে মোট বুথের সংখ্যা হবে ৩০৯।

ছয়জনের চাকরি বাতিল, ব্যাপক সংকটে স্কুলের পঠনপাঠন ব্যবস্থা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৮ এপ্রিল ঃ প্রায় ১৬০০ ছাত্রছাত্রী। এলাকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহ্যবাহী স্কুল। প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা থাকা উচিত ছিল ৩৫। সেখানে ছিল ২৪। এবার সুপ্রিম রায়ে ওই স্কুলের ৬ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি বাতিল হওয়ার পর সংকটে স্কুলের পঠন পাঠন ব্যবস্থা। একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীতে একাধিক বিষয়ে পড়ানোর জন্য থাকলো না কোন শিক্ষক। ২৮ বছরের শিক্ষকতা জীবনে শিক্ষা ব্যবস্থার এমন সংকটময় পরিস্থিতি দেখিনি দাবি প্রধান শিক্ষকের। সংকটের মুখে ভবিষ্যত। দায়ী কমিশন দাবি চাকরিহারা শিক্ষকদের। মালদা জেলার হরিশচন্দ্রপুর সদর এলাকায় হরিশচন্দ্রপুর হাইস্কুল। এই স্কুলে এমনিতেই প্রয়োজনের তুলনায় এগারোজন শিক্ষক শিক্ষিকা কম ছিল। তারপর সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর ৬ জন শিক্ষক- শিক্ষিকা চাকরি হারিয়েছেন। চাকরি গেছে আর এক অশিক্ষক কর্মীর। স্বাভাবিক ভাবেই সংকটে পড়েছে পঠন- পাঠন ব্যবস্থা। সব থেকে বেশি সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীতে। সঠিক ভাবে প্রত্যেকটি ক্লাস কি ভাবে হবে। এই নিয়ে চিন্তার ভাঁজ প্রধান শিক্ষকের কপালে। এদিন আবার স্কুলে এসে ছিলেন চার চাকরিহারা শিক্ষক। যারা এর আগেও অন্য স্কুলে চাকরি করতেন। পরবর্তীতে পরিবারের সুবিধায় বাড়ির কাছাকাছি বদলি নেওয়ার জন্য পুনরায় তারা এসএসসিতে বসে ছিলেন। সফলও হয়ে ছিলেন। বর্তমানে তাদের ভবিষ্যত থেকে শুরু করে সামাজিক সম্মান সবটা নিয়েই আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন তারা। এক শিক্ষক সুদীপ্ত রায়ের স্ত্রী থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত। বাড়িতে বৃদ্ধা অসুস্থ ৮৪ বছরের মা। তাই আবার পুরনো চাকরিতে ফেরত যেতে গেলে যাতে কোর্টের নির্দেশ মেনে তাদের কাছাকাছি জায়গায় দেওয়া হয়। এমনটাই দাবি তুলেছেন তারা। সাথে এই পরিস্থিতির জন্য প্রশ্ন তুলেছেন এসএসসি কমিশনের ভূমিকা নিয়ে। প্রধান শিক্ষকের মতে যেমন শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নতি হলে সরকার বাহবা পায়। এক্ষেত্রেও দায় সরকারের। তার শিক্ষা ব্যবস্থার এমন সংকটময় পরিস্থিতি দেখিনি বলেও জানান। চাকরি-হারা শিক্ষক সুদীপ্ত রায় বলেন, বাড়িতে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত স্ত্রী এবং বৃদ্ধা। এর আগে দূরে স্কুলে করতাম। কাছাকাছি বদলি নেওয়ার জন্য পুনরায় এসএসসিতে বসে ছিলাম। এখন যদি আগের চাকরি ফিরে পাই। সেটা যাতে কাছাকাছি দেওয়া হয়। আরেক চাকরিহারা শিক্ষক শম্ভু হালদার বলেন, এর আগে টেট পাস করেছিলাম। তারপর এসএসসি। আজ আমাদের এই পরিস্থিতির জন্য কমিশন দায়ী। আমাদের ভবিষ্য অনিশ্চিতায়। প্রধান শিক্ষক মফিজ উদ্দিন আহমেদ বলেন, দীর্ঘ ২৮ বছরের শিক্ষকতার জীবন। এরকম সংকট দেখি নি। জানিনা প্রত্যেকটি ক্লাস কিভাবে হবে। পার্শ্ব শিক্ষকরা কিছুটা ভরসা। স্কুল তহবিল থেকে টাকা দিয়ে আমরা শিক্ষক নিচ্ছি। এই দায়িত্ব তো সরকারের।

ঐতিহ্যপূর্ণ কালনার ভবার ভবানী মন্দির এর ৭৫ বছর পূর্তির উদ্‌যাপন

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ৮ এপ্রিল ঃ ঐতিহ্যপূর্ণ কালনার ভবার ভবানী মন্দির এর ৭৫ বছর পূর্তির উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে দশ দিনব্যাপী নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন। এদিন মঙ্গলবার বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলন করে জানালেন ভবার ভবানী মন্দির পাবলিক ট্রাস্ট কমিটি। মূলতঃ প্রতি বছর বৈশাখের শেষ শনিবার ভবা পাগলা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভবার ভবানী মন্দিরে বাৎসরিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়, সেই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয়। এবছর হীরক জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে ৩রা মে থেকে অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে অনুষ্ঠান শেষ হচ্ছে ১২ মে। বিভিন্ন রকমের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ভবা পাগলার গান, মহা প্রসাদ বিতরণ, স্বাস্থ্য শিবির সহ একাধিক অনুষ্ঠান থাকছে এই কদিনে। উল্লেখ্য। ২০১৬ সালে ভবা পাগলার মন্দির থেকে ফেরার সময় নৌকাডুবি তে প্রাণ গিয়েছিল কুড়িজনের। এরপর এবছর হীরক জয়ন্তী বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে অন্য বারের তুলনায় এবছর লোক সংখ্যাও বাড়বে। আর তাই নিরাপত্তা নিয়ে আরো সচেষ্ট তারা। এই নিয়ে প্রশাসনের সাথে মিটিং ও হবে বলে এই দিন সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন মন্দির কর্তৃপক্ষ।

HDFC BANK
আমরা বুঝতে পারি আপনার পৃথিবী

রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউস, সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার পার্ল (পশ্চিম), মুম্বই- ৪০০০১৩ এবং এটির একটি অফিস হিসাবে রয়েছে

খুচরা পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা, এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড, ১ম তলা, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাসে, কাঞ্জুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০০৪২

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয়ের ইঙ্গিত এবং পাবলিক নোটিশ

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের ('ব্যাংক') নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা ব্যাংকের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রির বিষয়ে অবহিত করা হচ্ছে, যাতে সিকিউরিটিজের বিপরীতে ঋণ/ওভারড্রাফ্ট সুবিধা পাওয়া যায়।

ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা সম্মত ঋণের শর্তাবলী অনুসারে বকেয়া পাওনা পরিশোধে ক্রমাগত ব্যর্থতার কারণে, নিম্নলিখিত ঋণ অ্যাকাউন্টগুলি খেলাপি অবস্থায় রয়েছে। ব্যাংক এই ঋণগ্রহীতাদের একাধিক নোটিশ জারি করেছে, যার মধ্যে রয়েছে নীচে উল্লিখিত তারিখে চূড়ান্ত বিক্রয় নোটিশ যেখানে, ব্যাংক অঙ্গীকার আহ্বান করেছে এবং ঋণগ্রহীতাকে নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টগুলিতে সম্পূর্ণ বকেয়া পাওনা পরিশোধের জন্য ৭ দিনের সময় দিয়েছে, তা না হলে, ব্যাংক এই বিষয়ে আর কোনও নোটিশ জারি না করেই অঙ্গীকারবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রি করার স্বাধীনতা পাবে। ঋণগ্রহীতারা অবহেলা করেছেন এবং বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই, ঋণ চুক্তির অধীনে একটি অঙ্গীকারবদ্ধ ব্যক্তি হিসেবে ব্যাংক তার অধিকার প্রয়োগ করে ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা ব্যাংকের কাছে বকেয়া পাওনা আদায়ের জন্য ১৬ই এপ্রিল ২০২৫ তারিখে বা তার পরে সিকিউরিটিজ বিক্রি/নিস্পত্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঋণগ্রহীতাদের আরও জানানো হচ্ছে যে, যদি কোনও সময়, স্টক মার্কেটের অস্থিরতার কারণে বন্ধকী সিকিউরিটিজের মূল্য আরও কমে যায় এবং মার্জিনের প্রয়োজনীয়তা আরও ঘাটতি তৈরি করে, তাহলে ব্যাংক তার বিবেচনার ভিত্তিতে, এই বিষয়ে আর কোনও নোটিশ ছাড়াই, এক (১) ক্যালেন্ডার দিনের মধ্যে বন্ধকী সিকিউরিটি বিক্রি করবে। বন্ধকী সিকিউরিটিজ বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত অর্থের সমন্বয়ের পরে, ঋণগ্রহীতা (গণ) অবশিষ্ট বকেয়া পরিমাণ পরিশোধের জন্য ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।

ক্রম নং.	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতার নাম	৬ এপ্রিল ২০২৫ পর্যন্ত বকেয়া টাকার পরিমাণ	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ
১	XXXX২০২৩	বিপিন কুমার রুস্তগী	৪,৯০,৬২১.৮৫	০৭-০৪-২০২৫
২	XXXX৭৮৪৭	অমিতাভ দত্ত	৯৭৮.৬৫	০৭-০৪-২০২৫
৩	XXXX১০২২	আশা দেবী চামরিয়া	২০,০৫১.২৬	০৭-০৪-২০২৫
৪	XXXX২৯০০	পুষ্প আগারওয়াল	২০,১২,৮৬৯.৪৬	০৭-০৪-২০২৫
৫	XXXX০৮৬১	সংঘমিত্র বর্ধন	২০,২১,৪৯৮.০০	০৭-০৪-২০২৫
৬	XXXX৯২২১	যোগীন্দ্র ঠাকুর	১২,১১১.৩৫	০৭-০৪-২০২৫
৭	XXXX১৫৮২	অরূপ কুমার চন্দ্র	৮২,৮১২.৪৪	০৭-০৪-২০২৫
৮	XXXX৭০৯৬	বিশ্বনাথ তুলসিয়ান	১,৪০,৮২০.২২	০৭-০৪-২০২৫
৯	XXXX২৩০৫	বিশাল তুলসিয়ান	১,২৭,৫৬১.০০	০৭-০৪-২০২৫
১০	XXXX১৮০৪	গৌতম কুমার রায়	৭,০৪,২৯৪.৬৮	০৭-০৪-২০২৫
১১	XXXX১৭৮৬	রাজীব নারাইনদাস পঞ্জাবি	১৯,৪২,৭৮৮.৩৪	০৭-০৪-২০২৫
১২	XXXX০৮৮৭	মধুমিতা সাহু	৭০,৬৬৮.৭৭	০৭-০৪-২০২৫
১৩	XXXX১১৯৯	চিত্র চক্রবর্তী	৮৮,৭৯৮.৬৭	০৭-০৪-২০২৫
১৪	XXXX৫০৫৫	দেশ চৌধুরী	২,৪১,৫৭৮.৮০	০৭-০৪-২০২৫
১৫	XXXX৩৪০৫	সঙ্গীতা গুপ্তা	৭২,৩১৩.২১	০৭-০৪-২০২৫
১৬	XXXX৯১৫৫	কোকিলাবেন জে প্যাটেল	২৮,৮০,৩৪৮.৩৫	০৭-০৪-২০২৫
১৭	XXXX২০৯২	অভিজিৎ রায়	১০,০৩,০১৯.৪৯	০৭-০৪-২০২৫
১৮	XXXX৭৫৩৭	সুনীল কুমার ঝা	৬,৯৯,৩১৬.০৫	০৭-০৪-২০২৫
১৯	XXXX২৬৫১	চন্দনা জানা	৯,৪৬,৯১৬.৭৪	০৭-০৪-২০২৫
২০	XXXX১১৭৩	দুর্গাদাস ব্যানার্জী	১,০১,০২৭.৭০	০৭-০৪-২০২৫
২১	XXXX৬২৩১	কোকিলাবেন জে প্যাটেল	৫,৭২,৪৯৯.৯৫	০৭-০৪-২০২৫
২২	XXXX৭০৬৩	সপ্তর্ষি রায়চৌধুরী	২,০৯,৮০৩.২৫	০৭-০৪-২০২৫
২৩	XXXX৫৫৪১	দীপঙ্কর দাস	৯,৩২,৯৭৮.৮৭	০৭-০৪-২০২৫
২৪	XXXX৪১৬৪	অরুন্ধুতি ব্যানার্জী	১,০২,২১৬.৭০	০৭-০৪-২০২৫
২৫	XXXX২৯৭৮	ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী	১০,০৮,৫০৭.৭৩	০৭-০৪-২০২৫
২৬	XXXX৭২০৭	চন্দ্রপ্রভা জানা দে	১,২১,০৫০.৩২	০৭-০৪-২০২৫
২৭	XXXX৮৯০২	সঞ্জয় সাহা	১,৫২,৭২৮.১২	০৭-০৪-২০২৫
২৮	XXXX৪২৮৪	সোমনাথ দে	৩২,৬৬৫.৭৯	০৭-০৪-২০২৫
২৯	XXXX৭০৩৯	অরিজিৎ রায়	১৫,৪৬৫.৯০	০৭-০৪-২০২৫
৩০	XXXX৬৯২১	স্বপন কুমার পাল	৩,২৫,২৯৭.০০	০৭-০৪-২০২৫
৩১	XXXX৬৭৪০	খাদিজা কবিরা	৪,৪৩,৭১৪.০০	০৭-০৪-২০২৫
৩২	XXXX৬২২০	আদিত্য দত্ত	২,১৮,৭৩৩.৭৭	০৭-০৪-২০২৫
৩৩	XXXX৭৬৫২	মানিকলাল ঘোষ	৪,০২,৯৬৫.০০	০৭-০৪-২০২৫
৩৪	XXXX১৭৩২	অঞ্জনা সিনহা	৪,৫১,৪৩২.৮৫	০৭-০৪-২০২৫
৩৫	XXXX৪১২৪	রাজেশ কুমার গুপ্তা	৩০,৩৮৯.৮১	০৭-০৪-২০২৫
৩৬	XXXX৯২৭০	বিজয় কুমার ডালমিয়া	৯০.৯০	০৭-০৪-২০২৫
৩৭	XXXX০৪৩৯	সন্দীপ পাল	১,৩৯,১৬১.০০	০৭-০৪-২০২৫
৩৮	XXXX০১২৭	সিতাংসু কুমার মিত্র	২,৪৮,০৫০.১৭	০৭-০৪-২০২৫
৩৯	XXXX৬৯৮০	ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী	৪২,২৩১.৫১	০৭-০৪-২০২৫
৪০	XXXX৬৩২৩	দীপক জৈন	৫,৮৪,৫৬৫.০০	০৭-০৪-২০২৫
৪১	XXXX৯১৮৪	রাম চন্দ্র দাস	১,৩৭,১৮৬.০০	০৭-০৪-২০২৫

ক্রম নং.	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতার নাম	৬ মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত বকেয়া পরিমাণ (ভারতীয় টাকায়)	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ
৪২	XXXX৬০২৮	অমিত কুমার সাহু	৩,২১,৪৭১.১৩	০৭-০৪-২০২৫
৪৩	XXXX৬৮২২	অনির্বাণ চ্যাটার্জি	১,৮৫,৯৭২.০০	০৭-০৪-২০২৫
৪৪	XXXX৮৮০০	শান্তিদেবী যাদব	৪,৬০,৯০৫.৩৩	০৭-০৪-২০২৫
৪৫	XXXX১৫১৭	সুখেন মুখোপাধ্যায়	৯,৮১,৪৮৭.৫০	০৭-০৪-২০২৫
৪৬	XXXX০৯১১	মানস কুমার সরদার	৩০,৩১৮.০০	০৭-০৪-২০২৫
৪৭	XXXX৬৫৪৯	বিভা শ্রীবাস্তব	১৯,৪৬,০৩৮.৯৯	০৭-০৪-২০২৫
৪৮	XXXX৬৬৪২	দীপঙ্কর সেন	৬,২৬,৪৫৫.৪৯	০৭-০৪-২০২৫
৪৯	XXXX৬৩১৫	সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য	১,৩৬,৮৪৫.০০	০২-০৪-২০২৫
৫০	XXXX৮৬৩৩	অভিজিৎ মাইকাপ	৫৯,৪১৬.০০	০৭-০৪-২০২৫
৫১	XXXX৪৬৫৭	পারমিতা মিত্র	২,৩২,৫২৮.৬০	০৭-০৪-২০২৫
৫২	XXXX৩০৪৩	সুনীতা আগরওয়াল	১৭,৯১,১১৯.৯০	০৭-০৪-২০২৫
৫৩	XXXX৩৩২৩	অদিতি আগরওয়াল	৭,০৪,৪০৮.৮২	০৭-০৪-২০২৫
৫৪	XXXX৮৩৮২	রবীন্দ্র নাথ শর্মা	৬,৩১,১১৫.৭০	০৭-০৪-২০২৫
৫৫	XXXX৬২৯৫	সুজিত দাস	৮৯,৬৪৪.০০	০৭-০৪-২০২৫
৫৬	XXXX১২৯৬	রামগোপাল জোধানি	১০,৪৪,৩০৫.০০	০৭-০৪-২০২৫
৫৭	XXXX২০৩০	শান্তি দেবী জোধানী	১৪,৪৩,৫১১.০০	০৭-০৪-২০২৫
৫৮	XXXX৮৭৪১	অমিত মধুগড়িয়া	২,১৯,৬১৪.৯১	০৭-০৪-২০২৫
৫৯	XXXX৯৭৩৯	লক্ষ্মী কান্ত ব্যানার্জী	৪,১৩,৮১১.০০	০৭-০৪-২০২৫
৬০	XXXX৬৯৩০	রাকেশ প্রসাদ গন্ড	১,৯৭,৮৭২.৭৪	০৭-০৪-২০২৫
৬১	XXXX৩৪৪২	মনন শর্মা	২,৫৫,৭৮৯.৬৫	০৭-০৪-২০২৫
৬২	XXXX০৭২২	সুদেশ কুমার সিং	২,৫৩,৫৩৩.২০	০৭-০৪-২০২৫
৬৩	XXXX৮৮৯৭	চিরন্তন ঘোষ	৫৯,৫৯৯.০০	০৭-০৪-২০২৫
৬৪	XXXX৩৫৩২	দেবযানী শর্মা	৫,৬৬,১৬১.৬৩	০৭-০৪-২০২৫
৬৫	XXXX৫৯১৯	শঙ্কর বিশ্বাস	১৭,০৭,৫২১.০৭	০৭-০৪-২০২৫
৬৬	XXXX৯১৬০	মুকুল রঞ্জন দাস	৪,২৬,৭০২.৩৩	০৭-০৪-২০২৫
৬৭	XXXX৫২৮০	সরলা আগরওয়াল	১,৩৪,৮৮৮.৭০	০৭-০৪-২০২৫
৬৮	XXXX৫৯০৫	বাসু আগরওয়াল	২,৭৬,৮২৮.৮২	০৭-০৪-২০২৫
৬৯	XXXX২১৭১	দেশবন্ধু ঘোষ	২৫,৩৯৭.৮৩	০৭-০৪-২০২৫
৭০	XXXX৬১৬২	সুপর্ণা ব্যানার্জী	২৬,২০,১৯৮.৩১	০৭-০৪-২০২৫
৭১	XXXX৮৭৪৯	বন্দিতা হাজরা	২,২৩,১১১.২৪	০৭-০৪-২০২৫
৭২	XXXX৪৬৬৫	পার্থ সাহা	১,০৯৪.৩৫	০৭-০৪-২০২৫
৭৩	XXXX৭৮০০	সমরেন্দ্র নারায়ণ বসাক	১৭,৫৩,১৫৫.৭৭	০৭-০৪-২০২৫
৭৪	XXXX৩৭০৬	প্রণব কুমার সামন্ত	৩,৪৪,৪৯৮.১৬	০৭-০৪-২০২৫
৭৫	XXXX৭০১৪	রাঘব কাটারুকা	১,১১,৮৮৬.৯০	০৭-০৪-২০২৫
৭৬	XXXX৮৬১৮	মীরা দে	১০,১৭,৫৬৪.৯০	০৭-০৪-২০২৫
৭৭	XXXX৮৬৩৯	দিলীপ সরদার	৬,৬৬,৯৬৯.০০	০৭-০৪-২০২৫
৭৮	XXXX১৭০০	শেখ লুৎফর রহমান মোল্লা	১,১০৩.৭৫	০৭-০৪-২০২৫
৭৯	XXXX২১৭০	নবনীতা গুহনিওগী	৩০,৫৭৪.৪৪	০৭-০৪-২০২৫
৮০	XXXX৮৭০১	নিবেদিতা পাল	৩,৪৮,১০৭.৯৬	০৭-০৪-২০২৫
৮১	XXXX৩০৫৪	দেবব্রত মজুমদার	৪৮,৫৬১.৩৫	০৭-০৪-২০২৫
৮২	XXXX৬৭০৫	সুমনা কোনার	২,৪৩,৩০৬.৮২	০৭-০৪-২০২৫
৮৩	XXXX৩৫৮৫	দেবাশিস কোনার	৪,৪৩,৪৯২.৮২	০৭-০৪-২০২৫
৮৪	XXXX৪৪০৫	মীরা দাস	৮,৭০,৫৬৮.৮২	০৭-০৪-২০২৫
৮৫	XXXX২৫৩৭	রিম্পি সিকদার	৯,৮৭,১৫৭.১৪	০৭-০৪-২০২৫
৮৬	XXXX৭৭৬৩	রঞ্জিতা শর্মা	১,৬৩,০৭৮.৫২	০৭-০৪-২০২৫
৮৭	XXXX০৫৫৩	রবি সাউ	১০,০৮,৯৩৩.০০	০৭-০৪-২০২৫
৮৮	XXXX৬৭৫২	শর্মিলা সিনহা	৯,৯৫,১১৭.৮২	০৭-০৪-২০২৫
৮৯	XXXX০৭৪১	সুমন মুখার্জী	৩,০২,৯৫৫.৮২	০৭-০৪-২০২৫
৯০	XXXX৮৭৫৩	কৌশিক দে	২,৪৪,৯৩৫.৮২	০৭-০৪-২০২৫
৯১	XXXX৫৭৯৫	নবনীতা সান্যাল	৭,৯৪,৫৮৮.৮২	০৭-০৪-২০২৫
৯২	XXXX৫৩২০	দেব প্রসাদ মুখার্জী	৫,৫১,৩৬৬.৭২	০৭-০৪-২০২৫
৯৩	XXXX৪২১৬	দেবীদাস বাছার	১,৫০,২৫৩.৮২	০৭-০৪-২০২৫
৯৪	XXXX৮৩৮১	নিরুপমা হালদার	২৬,০৬,৩০৩.৩৫	০৭-০৪-২০২৫
৯৫	XXXX৮৪০৫	সতীব্রত হালদার	৪৩,৩০,৪২৪.৮২	০৭-০৪-২০২৫
৯৬	XXXX৬৪৩১	বর্নালী সেন	৮,০৫,১০৫.৯২	০৭-০৪-২০২৫
৯৭	XXXX২২৮১	সুদেষ্ণা ব্যানার্জী	৬৭,২১৭.০০	০৭-০৪-২০২৫
৯৮	XXXX১৭১৪	আলিফ হাসান	৯,২৯,৩০৫.৮২	০৭-০৪-২০২৫
৯৯	XXXX৭৯৯০	হিয়া বোস	৬৭,২৫৪.৮২	০৭-০৪-২০২৫
১০০	XXXX৫৬৪০	দেবাশীষ শীল	৩,২৪,২০৯.৮২	০৭-০৪-২০২৫
১০১	XXXX৬১০৪	পৌশালি শীল	১৯,১৫,৯২৫.৮২	০৭-০৪-২০২৫
১০২	XXXX১২৯০	সরস্বতী দেবী সোমানি	২০,০৮,৭৬০.৮২	০৭-০৪-২০২৫
১০৩	XXXX২১০৫	দেবব্রত কুন্ডু	৯,২৯,৬১৫.৬৮	০৭-০৪-২০২৫
১০৪	XXXX৪৯৭২	অঞ্জলি দত্ত	১০,০১,৮০৯.৮২	০৭-০৪-২০২৫

তারিখ ঃ ০৯.০৪.২০২৫
স্থান ঃ পশ্চিমবঙ্গ

স্বা/-
এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

চাষবাস

আলু-টমেটো-বিনস-গাজরের দাম পাচ্ছেন না রাজ্যের চাষীরা

আলুর দাম কমে গিয়েছে, খুচরো বাজারে ১০ টাকা কেজি। পাইকারি বাজারে কৃষক পাচ্ছে ৬-৭ টাকা। ব্যবসায়ী সমিতির শঙ্কা বাজারে চাহিদার তুলনায় জোগান বেড়ে যাওয়ায় আলুর দাম আরও কমতে পারে। এদিকে, ২ টাকা কেজি দামেও পাইকারি বাজারে টমেটোর খদ্দের নেই। দাম নেই বেগুন, বিনসের। এই পরিস্থিতিতে বিপাকে পড়েছে চাষিরা বলে জানতে পারা গিয়েছে। আলু ব্যবসায়ী সমিতি সূত্রে জানা গিয়েছে, পাইকারি বাজারে এক ট্রাক সাদা জ্যোতি প্রজাতি আলু ৭০ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে। অর্থাৎ পাইকারি বাজারে ওই আলুর দাম ছিলো ৭ টাকা। সেটাও কেনার মতো খদ্দের নেই। প্রতি ট্রাকে ৫০ কেজি ওজনের দুশো প্যাকেট আলু থাকে। ওই পরিমাণ আলুর উৎপাদন খরচ ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। চাষিদের থেকে জানা গিয়েছে, এক বিঘা জমিতে আলু চাষ করতে দুশো কেজি বীজের প্রয়োজন। খরচ প্রায় ১০ হাজার টাকা। এছাড়াও রয়েছে সার, জমি চাষ, সেচ, শ্রমিকদের মজুরি। সব মিলিয়ে খরচ প্রায় ৪০ হাজার টাকা পড়ে যায়। জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ি ব্লকের গাদং এলাকার এক আলু চাষি জানালেন, তিনবিঘা জমি থেকে এক ট্রাক অর্থাৎ ১০ টন আলু হয়ে থাকে। এটাই দুশো প্যাকেটে ট্রাকে ওঠে। এবার চোখের সামনে ৫০ হাজার টাকা লোকসান বুঝে অনেকেই জমিতে আলু ফেলে রেখেছে। কিন্তু কেন ? ব্যবসায়ী সমিতির এক সদস্য জানালেন, বিহার, অসমে গেলেও এবার চাহিদার তুলনায় আলুর জোগান বেশি। ওই কারণে আলুর দাম কমেছে। কৃষিদপ্তর সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, প্রায় দেড় লক্ষ হেক্টর জমিতে আলুর চাষ হয়েছিল উত্তরবঙ্গে। সবচেয়ে বেশি চাষ হয় জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুর জেলায়। এটাই মূলত উত্তরের আলু চাষের ক্ষেত্র। জলপাইগুড়িতে আলু চাষের এলাকা প্রায় ৩৪ হাজার হেক্টর। আলিপুরদুয়ার জেলায় প্রায় ২১ হাজার হেক্টর। কোচবিহারে প্রায় ৩৫ হাজার হেক্টর এবং উত্তর দিনাজপুরে প্রায় ২৯ হাজার হেক্টর। উত্তরবঙ্গ আলু ব্যবসায়ী সমিতির দাবি, এবার চাষের এলাকা কমলেও ফলন ভালো হয়েছে। উত্তরের আলু চাষের বলয়ে যে পরিমাণ আলু উৎপাদন হয় সেটা উত্তরের ষাটটি হিমঘরে মজুত করা যায় না। সেখানে ২০ লক্ষ টন আলু মজুতের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ দ্বিগুণ। সমস্যা এখানেই। ভিনরাজ্যে আলু গেলেও বেশি টানছে না। কারণ, সেখানেও আলু উৎপাদন ভালো হয়েছে। এদিকে, আলুর চেয়েও খারাপ অবস্থা হয়েছে টমেটো চাষিদের। উৎপাদন বেশি হলেও চাহিদা নেই। দাম নেমেছে ২ টাকা কেজি। বিঘা প্রতি জমিতে ৭০-৮০ কুইন্টাল টমেটোর ফলন হয়েছে। পাইকারি বাজারে পাঠানোর ভ্যান ভাড়াই উঠছে না বিক্রি করে। তাই ফসল জমিতেই ফেলে রেখেছেন চাষিরা। খুচরো বাজারেও টমেটো ৫ টাকা থেকে ১০ টাকা কেজি দামে বিক্রি চলছে। ময়নাগুড়ির এক টমেটো

চাষি বলেন, টমেটো খেতে একঘন্টা সেচ দিতে খরচ হচ্ছে দুশো টাকা। সপ্তাহে অন্তত ছয় ঘন্টা সেচ দিতে হয়। ওই খরচ টম্যাটো বিক্রি করে উঠছে না। একই অবস্থা হয়েছে বিনস, গাজর, উচ্ছে, বেগুনেও। খুচরো বাজারে সবই বিক্রি হচ্ছে ১০ টাকা কেজি দরে। পাইকারি বাজারে কৃষক পাচ্ছে ৭ টাকা কেজি। পাইকারি বিক্রেতাদের কথায়, কয়েক বছর আগেও উত্তরের টমেটো দেশের দিল্লি, মুম্বই তো বটেই। পাকিস্তান, বাংলাদেশেও পাঠানো হয়েছে। এখন বিদেশ তো যাচ্ছেই না, ভিনরাজ্যেও যাচ্ছে না। তাই বাজারে দাম এত নিচে নেমে গিয়েছে।

কোলনের ক্যান্সার, আধুনিক ডায়াগনোসিস ও চিকিৎসায় নতুন দিগন্ত

প্রোফেসর ডাক্তার প্রণব কুমার ভট্টাচার্য ঃ বর্তমানে ২০২০ থেকেই বিশ্বব্যাপী ,কোলন ক্যান্সার একটি গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতেও এর প্রকোপ ধীরে ধীরে বাড়ছে। কোলন বা বৃহদান্ত্রের কোষগুলোর অস্বাভাবিক ,লাগামছাড়া , বৃদ্ধিজনিত কারণে এই ক্যান্সার গঠিত হয়, যা একেবারেই প্রাথমিক অবস্থায় শনাক্ত না হলে পরবর্তী সময়ে কষ্টকর প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে।

কোলন ক্যান্সারের সম্বন্ধে- ভারতে কোলন ক্যান্সারের ঘটনা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, (৩০ বৃদ্ধি পেয়েছে) বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের তরুণদের মধ্যে। একটি ২০২৩ সালের দিল্লি স্টেট ক্যান্সার ইনস্টিটিউট এর গবেষণায় দেখা গেছে যে, আগে ৬০-৬৫ বছরের ঊর্ধ্বে যাদের মধ্যে কোলন ক্যান্সার বেশি দেখা যেত, এখন সেটা ৩০ থেকে ৪০ বছর ব?সীদের মধ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে।এমন কি শাকাহারীদের মধ্যেও কলোরেক্টাল ক্যান্সার বৃদ্ধি পেয়েছে ভারতবর্ষে। এই বৃদ্ধির পেছনে আমার মতে বেশ কয়েকটি কারণ কেই চিহ্নিত করা যেতে পারে- ১.. জীবনযাত্রার পরিবর্তন- অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, যেমন প্রক্রিয়াজাত খাদ্য ও বেশী ফ্যাটযুক্ত খাবার গ্রহণ, জাঙ্ক ফুড এবং শারীরিক কার্যকলাপের অভাব(এক্সারসাইজ) কোলন ও রেক্টাল ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়। ২.মাইক্রোপ্লাস্টিক ও কোলন ক্যান্সারঃ মাইক্রোপ্লাস্টিক ও কোলন ক্যান্সারের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা গুলো এখনও যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে ভারতবর্ষে তবে, বর্তমান তথ্য অনুসারে, মাইক্রোপ্লাস্টিক কিন্তু কোলন ক্যান্সারের একটা বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে পৃথিবীর অন্যত্র। তাই যে সব খাবারের মধ্যে মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপাদান থাকে তাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা এবং পরিবেশবান্ধব জীবনযাপন স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সহায়ক হতে পারে। ৩. বয়লার-মুরগির মাংস, খাসির মাংস খাওয়া, কোলন ক্যান্সার অন্যতম কারণ এবং সেগুলো প্রায়সই খাবার জন্য শরীরে কিছু জীন- মিউটেশন ঘটে যেমন MSI (Microsatellite Instability MLH1 [\>), CIN (Chromosomal Instability), ও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কোলোরেক্টাল ক্যান্সার রিলেটেড জিন যেমন CMP, APC, KRAS, TP53 ইত্যাদি। এদের সাথে কলোরেক্টাল ক্যান্সার এর সম্পর্ক নিয়ে আজকের গবেষণা অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও খুবই সংবেদনশীল।

১. ব্রয়লার মুরগির ও খাসিরমাংস ও কোলন ক্যান্সারঃ যে কোনো প্রসেসড মাংস (যেমনঃ হ্যাম, সসেজ, সালামি, প্রসেসড চিকেন) এবং রেড মিট (যেমনঃ গরু, খাসি, শুকরের মাংস) কোলন ক্যান্সারের ঝুঁকি প্রায় ৭০---৮৫ পর্যন্ত বাড়াতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ২০১৫ সালে প্রসেসড মাংসকে তাই গ্রুপ ১ কার্সিনোজেন হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছেন। N-nitroso compounds: রেড মিট বা কোনো মাংস প্রক্রিয়াজাত করার সময় গঠিত হয় এই nitroso compounds গুলো, কোলনার কোষে ওপরে উল্লেখিত জিন গুলোর ডিএনএ তে এরা মিউটেশন বা পরিবর্তন ঘটাতে পারে। হেম আয়রনঃ রেড মিটে বেশি পরিমাণে থাকে, এটি ডিএনএ ক্ষতি করতে পারে। High-temperature cooking (BBQ ¤à deep frying): এর ফলে heterocyclic amines (HCAs) ও polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) তৈরি হয়, যা ক্যান্সারজনিত কারসিনোজেন ।

ইজরায়েলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে একাধিক মানবাধিকার সংঠন

৮ এপ্রিল ঃ রক্তমেঘে ঢেকে গিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের আকাশ। লড়াই থামার নাম নেই গাজায়। হামাসের ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিতে ভয়ংকর হামলা চালাচ্ছে ইজরায়েলি সেনা। তবে কয়েকদিন আগে যুদ্ধবিরতির চুক্তি অনুযায়ী ইজরায়েলের অন্ধকার কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন গাজার ৫ বাসিন্দা। কিন্তু এতদিন তাঁরা ইজরায়েলি সেনার নৃশংস অত্যাচারের শিকার হয়েছেন! যৌন নির্যাতন, ইলেকট্রিক শক থেকে শুরু করে গায়ে রাসায়নিক ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার মতো আরও কী কী করা হয়েছে, ঘরে ফিরে সেই দু ঃস্বপ্নময় অভিজ্ঞতা শোনালেন তাঁরা। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইজরায়েলে হামলা চালায় প্যালেস্টাইনের জঙ্গি সংগঠন হামাস। প্রাণ হারান হাজারের উপর মানুষ। জেহাদিরা দুশোর উপর মানুষকে বন্দি বানিয়ে নিয়ে যায়। যার প্রতিশোধ নিয়ে গাজায় যুদ্ধ শুরু করে ইজরায়েল। সেই সময় বহু প্যালেস্টিনীয়কেও গ্রেপ্তার করে ইজরায়েলি ফৌজ। ধৃতদের রাখা হয় বিভিন্ন ডিটেনশন ক্যাম্প ও সেনা ব্যারাকে। অভিযোগ, সেখানেই বন্দিদের উপর অকথ্য অত্যাচার করা হত। যেমন ইহুদি দেশটির কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়া ৩৬ বছরের মহম্মদ আবু তাওয়িলেহ জানান, আমাকে প্রথমে বেধড়ক মারধর করা হয়। তারপর আমার গায়ে একটা রাসায়নিক ঢেলে দেওয়া হয়। যার থেকে আমার শরীরে আগুন লেগে যায়। আমি সেই আগুন নেভানোর জন্য পশুর মতো ছুটে বেরিয়েছি। অন্যান্য বন্দিরা জানান, ইজরায়েলি সেনা সন্দেহ করেছিল যে আমরা হামাসের সঙ্গে যুক্ত। ইজরায়েলের পণবন্দিদের কোথায় রাখা হয়েছে, হামাসের টানেল এই সব কিছু নিয়ে আমাদের নানা প্রশ্ন করা হয়। কিন্তু আমরা এই সবের কিছুই জানি না। সাক্ষাৎকারে গাজার ওই বাসিন্দারা আরও জানান, আমাদের বৈদ্যুতিক শক দেওয়া হত। কুকুর দিয়ে ভয় দেখানোও হয়েছে। অসুস্থ হয়ে পড়লেও আমাদের চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি। শুধু তাই নয়, কয়েকজন বন্দির উপর যৌন নির্যাতন চালাতে দেখেছি আমরা। একজনের মাথা রাসায়নিক পদার্থে চোবানো হয়েছিল এবং শরীরের পিছনে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। আমরা চোখের সামনে অন্য বন্দিদের মরতে দেখেছি। এই সাক্ষাৎকার প্রকাশ্যে আসতেই ইজরায়েলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে একাধিক মানবাধিকার সংঠন।

ট্রাম্পের শুল্কের কোপে অস্ট্রেলিয়ার পেঙ্গুইনে ভরা দ্বীপও!

৮ এপ্রিল ঃ অ্যান্টার্কটিকার কাছে নির্জন, আগ্নেয় দ্বীপও ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কের কোপে। সেই দ্বীপগুলিতে কেবলই হিমবাহ, পেঙ্গুইন ও পাখিরা। অস্ট্রেলিয়ার মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে ১০ শতাংশ শুল্কের পাল্লায় পড়েছে এই দ্বীপগুলিও। পৃথিবীর অন্যতম প্রত্যন্ত অঞ্চলের মধ্যে পড়ে অস্ট্রেলিয়ার দূরবর্তী ভূখণ্ড হার্ড দ্বীপ ও ম্যাকডোনাল্ড দ্বীপ। কেবলই পেঙ্গুইন ছাড়া আর কেউ থাকে না সেখানে। এই সব দ্বীপে শেষবার মানুষের পা পড়েছিল প্রায় এক দশক আগে। গভীর রাতে আছড়ে পড়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ‘ রাশিয়াকে ছাড় দিয়ে চিন, ব্রিটেন-সহ নানা দেশের উপর কর চাপানোর কথা ঘোষণা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এই তালিকায় রয়েছে ‘ ভারতও। আর সেই তালিকায় রয়েছে এই সব নির্জন দ্বীপগুলিও। ট্রাম্প শুল্কের ঘোষণা করার সময় একটি পোস্টারও দেখান। সেই পোস্টারে সাম্প্রতিক শুল্কের কবলে পড়া দেশ ও ভূখণ্ডগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর তার মধ্যেই রয়েছে সেই দ্বীপগুলি যার উপরে ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। এছাড়া এদিন ট্রাম্প চিনের উপর ৩৪, ইউরোপীয় ইউনিয়নের উপর ২০, ভিয়েতনাম ৪৬, জাপান ২৪, দক্ষিণ কোরিয়া ২৫, ব্রিটেন ১০, থাইল্যান্ড ৩৬ এবং সুইজারল্যান্ডের উপর ৩১ শুল্ক চাপানোর কথা জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, একটি পরিসংখ্যান প্রকাশ্যে আনে আমেরিকা। সেখানে দেখানো হয়, ইউরোপীয় ইউনিয়ন আমেরিকার দুগ্ধজাত দ্রব্যে ৫০ শতাংশ, জাপান আমেরিকায় উপাদিত চালে ৭০০ শতাংশ, ভারত আমেরিকার কৃষিজাত পণ্যে ১০০ শতাংশ, কানাডা আমেরিকার দুগ্ধজাত দ্রব্যে প্রায় ৩০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে। বিশ্লেষকরা বলছেন, ‘বদলা নিতে পাটকেল’ ছুড়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

ডবলিউএএমঃ ভারতের ম্যানগা অ্যান্ড অ্যানিমি ক্ষেত্রে উন্নতি

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল ঃ রেশম তলোয়ার সর্বদাই কন্ঠস্বরের শক্তিতে বিশ্বাস করতেন। একজন দৃষ্টিহীন শিল্পী হিসেবে তিনি জানতেন যে, তাঁর কন্ঠস্বর শব্দের চেয়েও বেশি কিছু বহন করে। এতে আবেগ, অভিব্যক্তি এবং চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তোলার ক্ষমতা রয়েছে। তিনি প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে কন্ঠস্বরের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক জগতে নিজের স্থান তৈরি করে নিয়েছেন। দিল্লিতে আয়োজিত ওয়েভস্ অ্যানিমি অ্যান্ড ম্যানগা কন্টেস্ট (ডব্লিউএএম)-এ ভয়েস অ্যাক্টিং বিভাগে জয়লাভ করেছেন তিনি। প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, শিল্পী সত্তা যে কোনও বাধা অতিক্রম করতে পারে। রেডিও জকি, ভয়েস ওভার এবং অডিও এডিটিং -এ রেশম তাঁর দক্ষতা ইতিমধ্যে প্রমাণ করেছেন। ডব্লিউএএম-তে জয়লাভ তাঁকে আরও বড় মঞ্চ করে দিয়েছে। তাঁর প্রতিভা শিল্প নেতৃত্বদের কাছে প্রশংসিত হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায়, ডব্লিউএএম শুধু একটি প্রতিযোগিতা নয়, সৃজনশীল প্রতিভা তুলে ধরার মাধ্যম। মিডিয়া অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (এমইএআই)এর সহযোগিতায় কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক ম্যানগা অ্যান্ড অ্যানিমি ক্ষেত্রে উৎসাহ যুগিয়েছে। এর লক্ষ্যই হ’ল - ভারতের উদীয়মান প্রতিভাকে তুলে ধরা, যাতে এক্ষেত্রে স্রষ্টারা তাঁদের প্রতিভা প্রদর্শনের সুযোগ পান। ১১টি শহরে রাজ্যস্তরের এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে, যার সমাপ্তি ঘটবে মুম্বাইয়ের জিও ওয়ার্ল্ড সেন্টারে পয়লা থেকে ৪ মে আয়োজিত ওয়ার্ল্ড অডিও ভিজ্যুয়াল এন্টারটেইনমেন্ট সামিট (ওয়েভস্) ২০২৫ - এর মধ্য দিয়ে। ম্যানগা হ’ল - এক ধরনের কমিক বই বা গ্রাফিক উপন্যাস, যা জাপানে শুরু হয়েছিল। ম্যানগা’কে যা বিশেষ করে তোলে তা হল এর চরিত্রগুলি। আর অন্যদিকে, অ্যানিমি হ’ল - ম্যানগা’কে জীবন্ত করে তোলার মতো কার্টুন সংস্করণ, যা পর্দায় দেখা যায়। ভারতে গত ১০ বছরে ম্যানগা ও অ্যানিমি ক্রমশই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। দেশে প্রায় ১৮০ মিলিয়ন অ্যানিমি ভক্ত রয়েছেন। ভারত হল চীনের পরেই বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অ্যানিমি বাজার। নারুতো, ড্রাগন বল, ওয়ান পিস, অ্যাটাক অন টাইটান এবং মাই হিরো অ্যাকাডেমিয়ার মতো অনুষ্ঠানগুলি ব্যাপক জনপ্রিয়। ভারত জুড়ে এর বিপুল অনুরাগী রয়েছেন। ২০২৩ সালে ভারতে অ্যানিমির বাজার মূল্য ছিল ১,৬৪২.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০৩২ সালের মধ্যে তা বেড়ে ৫০৩৬.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছবে। নেটফ্লিক্স, অ্যামাজন প্রাইম ভিডিও, ডিজনি প্লাস হটস্টার - এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলি ভারতীয় দর্শকদের জন্য অ্যানিমি দেখা সহজ করে তুলেছে।পাশাপাশি ম্যানগা খুব সহজেই পাওয়া যায় অ্যামাজন ও ফ্লিপকার্টের মতো ই-বাণিজ্যিক প্ল্যাটফর্মগুলিতে। বারাণসীর এক ছাত্রী অ্যাঞ্জেল যাদব ডব্লিউএএম বারাণসীতে ম্যানগা বিভাগে যেভাবে তাঁর সৃজনশীল প্রতিভা তুলে ধরেছেন, তা বিচারকদের প্রশংসা কু।ড়িয়েছে। তাঁর শিল্পকর্ম কলকাতার বৈভবী স্টুডিও-কে এতটাই মুগ্ধ করেছিল যে, তারা তাঁকে চাকরির প্রস্তাব দিয়েছিল। এর পাশাপাশি, ভুবনেশ্বর ডব্লিউএএম-এ পেশাদার ম্যানগা শিল্পী রণদীপ সিং-এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। এর থেকে বোঝা যায় যে, ডব্লিউএএম কিভাবে জীবন বদলে দিচ্ছে এবং এখানে অংশগ্রহণকারীরা প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাজারে নিজেদের প্রতিভা বিকাশে সুযোগ পাচ্ছেন।

রুপাইছড়ি ব্লকে একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন

সাব্রুম (ত্রিপুরা), ৮ এপ্রিল ঃ মঙ্গলবার দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার রুপাইছড়ি ব্লক এলাকায় .একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক কর্মসূচির উদ্বোধন হল। এদিন বিভিন্ন পরিকাঠামোগত প্রকল্পের উদ্বোধনের মাধ্যমে রুপাইছড়ি ব্লকের উন্নয়নের পথে এক নতুন অধ্যায় সূচিত হল। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সভাধিপতি দীপক দত্ত, ৩৯-মনু বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক মাইলাফ্রু মগ, রুপাইছড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন রাখি ত্রিপুরা, ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অভিজিৎ মজুমদার, বিশিষ্ট সমাজসেবী বিপুল ভৌমিক সহ অন্যান্য প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ। এই দিনের কর্মসূচিতে সাউথ মনুবোনকুল এডিসি ভিলেজ এলাকার শান্তিপল্লীতে একটি নতুন অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের উদ্বোধন করা হয়, যা শিশুদের প্রাথমিক পুষ্টি ও শিক্ষার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও, জয় কুমার রাজাপাড়া স্কুলে একটি অত্যাধুনিক স্মার্ট লাইব্রেরির উদ্বোধন করা হয়, যা ছাত্রছাত্রীদের আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হতে সহায়তা করবে। এছাড়াও, রুপাইছড়ি ব্লক এলাকায় একটি অত্যাধুনিক স্মার্ট পঞ্চায়েত অফিসের উদ্বোধন হয়, যা প্রশাসনিক কাজকর্মে আরও স্বচ্ছতা ও গতি আনবে দক্ষিণ মনুবনকুল এলাকার।

কেদার যাদবের রাজনৈতিক পথচলা শুরু, যোগ দিলেন বিজেপিতে

মুম্বই, ৮ এপ্রিল ঃ প্রাক্তন ক্রিকেটার কেদার যাদবের রাজনৈতিক পথচলা শুরু হয়ে গেল, মঙ্গলবার বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন কেদার যাদব। মুম্বইয়ে মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী এবং রাজ্য বিজেপির সভাপতি চন্দ্রশেখর বাওয়ানকুলের উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার কেদার যাদব। ২০১৪ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ভারতের হয়ে খেলার পর, ৩৯ বছর বয়সে ২০২৪ সালের জুন মাসে সমস্ত ধরণের ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করেন যাদব। এখন তিনি নিজের জীবনের নতুন যাত্রা শুরু করছেন। বিজেপিতে যোগদানের পর যাদব বলেন, আমি ছত্রপতি শিবাজীর প্রতি প্রণাম জানাই। মোদী জি এবং মুখ্যমন্ত্রী ফড়নবিশের নেতৃত্বে বিজেপি উন্নযনের রাজনীতি করছে। এদিকে, প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার দলে যোগদানের পর রাজ্য বিজেপির সভাপতি বাওয়ানকুল আনন্দ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, এটি আমাদের জন্য আনন্দের দিন। আমি তাকে স্বাগত জানাই। তিনি ছাড়াও, হিঙ্গোলি এবং নান্দেদ থেকে আরও অনেক মানুষ আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন।

পেনশন বিতরণের জন্য আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক প্রবীণ নাগরিকদের জন্য এক্সক্লুসিভ সুবিধা করছে

মুম্বাহ, ৮ এপ্রিল ঃ আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক আজ ঘোষণা করেছে যে ভারত সরকারের সেন্ট্রাল পেনশন অ্যাকাউন্টিং অফিস (সিপিএও) তাদের পক্ষ থেকে পেনশন বিতরণের জন্য অনুমোদিত হয়েছে।এর ফলে ব্যাংক কেন্দ্রীয় সরকারের পেনশনভোগীদের পেনশন বিতরণ করতে পারবে - যার মধ্যে রয়েছে - সর্বভারতীয় পরিষেবা কর্মকর্তা, প্রাক্তন সংসদ সদস্য, হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারক, ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতি, এবং সিভিল মিনিস্টারিজ এবং ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তারা (রেলওয়ে, ডাক, টেলিকম এবং ডিফেন্স ব্যতীত)। পেনশনভোগীরা এখন সরাসরি তাদের আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক সেভিংস অ্যাকাউন্টে তাদের পেনশন পেতে পারেন।টেকনিকাল দৃষ্টিকোণ থেকে, CPAO, GOI এবং আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক এর মধ্যে একীকরণ সম্পূর্ণ এবং এই ধরনের পেনশন বিতরণের জন্য প্রস্তুত।পেনশনভোগীরা পেনশন পাওয়ার জন্য তাদের স্বামীস্ত্রীর সাথে যৌথভাবে একটি আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক সেভিংস অ্যাকাউন্ট ও খুলতে পারেন। প্রাথমিক পেনশনভোগীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে, স্বামীস্ত্রী একই অ্যাকাউন্টে ফ্যামিলি পেনশন পেতে পারেন।আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক সেভিংস অ্যাকাউন্ট যেখানে পেনশন জমা হবে, সেখানে নিম্নলিখিত

সুবিধাগুলি রয়েছে ১.ডেবিট কার্ড ইস্যু, আইএমপিএস, এনইএফটি এবং আরটিজিএস, চেক বই ইস্যু, এটিএম ক্যাশ উইথড্রল, ব্রাঞ্চ ক্যাশ উইথড্রল এবং ডিপোজিট, ডিমান্ড ড্রাফ্ট, পে অর্ডার, এসএমএস এলার্টস, আন্তর্জাতিক এটিএম চার্জ - ৩৬টি পরিষেবার মতো সকল সঞ্চয় অ্যাকাউন্ট পরিষেবায় জিরো ফি ব্যাংকিং।

২. মাসিক সুদের ক্রেডিটের সাথে উচ্চ সুদের হার। ৩. ৬০ বছরের বেশি বয়সী পেনশনভোগীদের জন্য এক্সক্লুসিভ সিনিয়র সিটিজেন সেভিংস অ্যাকাউন্টের সুবিধা, যা প্রদান করে। সাইবার জালিয়াতির বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য ₹২ লক্ষ সাইবার বীমা কভারেজ। আনলিমিটেড কন্সালটেশন সহ এক বছরের মেডিবডি স্বাস্থ্য মেম্বারশিপণ শাখাগুলিতে বিনামূল্যে ডোরস্টেপ ব্যাংকিং এবং অগ্রাধিকার পরিষেবা ৪. সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ফিক্সড ডিপোজিটের প্রি ম্যাচুওর উইথড্রলের জন্য জিরো পেনাল্টি ৫. সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ফিক্সড ডিপোজিটের উপর অতিরিক্ত ০.৫ সুদ।

গোটা বিশ্বের বাজার চরম অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে ফলে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে

৮ এপ্রিল ঃ ঝড়ের প্রাক্কালে প্রকৃতি যেমন আশ্চর্যরকম শান্ত হয়ে যায়, বিশ্বব্যাপী শেয়ার বাজারের বর্তমান অবস্থা অনেকটা তেমনই। বড়সড় বিপর্যয়ের আগে সেই ‘গুমোট’ ভাব চলছে দালাল স্ট্রিট-সহ বিশ্বের অন্যান্য বাজারগুলিতে! মঙ্গলের বাজারে খানিকটা উত্থান দেখা দিলেও ফাঁদে পা না দেওয়ার বার্তা দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। দাবি করা হচ্ছে, বিশ্ববাজারের বর্তমান যা অবস্থা তাতে আরও ২০ শতাংশ নিচে নামতে পারে শেয়ার বাজার। সোমের রক্তক্ষরণ কাটিয়ে মঙ্গলবার বিশ্বব্যাপী উত্থান দেখা গিয়েছে শেয়ার বাজারের। ভারতের বাজারেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। এই পরিস্থিতিতে বাজার বিশেষজ্ঞ ব্ল্যাকরক-এর সিইও ল্যারি ফ্লিঙ্ক সতর্কবার্তা দিয়ে জানান, যদি আমেরিকার বাজারে মন্দা দেখা যায় তাহলে আরও ২০ শতাংশ পতনের সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার ইউইয়র্ক ইকোনমিক্স ক্লাবে এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে ফ্লিঙ্ক বলেন, আমি যতজন সিইও-র সঙ্গে কথা বলেছি তাঁদের বেশিরভাগই জানিয়েছেন ক্রমশ মন্দার দিকে যাচ্ছি আমরা। বিশ্ববাজারের সাম্প্রতিক উত্থান প্রসঙ্গে ফ্লিঙ্ক আরও বলেন, মঙ্গলবার বাজারের অবস্থা কিছুটা হলেও ভালো। তবে তার মানে এটা নয় যে পতন ঘটবে না। পরিস্থিতি যে পথে

যাচ্ছে তাতে অন্তত ২০ শতাংশ পতন ঘটতে পারে বাজারে। ফ্লিঙ্কের দাবি অনুযায়ী, যদি মার্কিন বাজারে এই পতন ঘটে তবে তার বড়সড় প্রভাব পড়বে ভারতের বাজারেও। বিরাট ক্ষতির মুখে পড়বে দেশের বাজার। উল্লেখ্য, ট্রাম্পের শুল্ক নীতির জেরে গত সোমবার বিরাট ধস নেমেছিল দেশের শেয়ার বাজারে। একধাক্কায় প্রায় ৪ হাজার পয়েন্ট পড়ে গিয়েছিল সেনসেক্স। কিন্তু পরের দিনই রক্তক্ষরণ থেকে সেরে ওঠার ইঙ্গিত দেয় শেয়ার বাজার। মঙ্গলবার বাজার খোলার পরেই হাজার পয়েন্ট উত্থান হল সূচকে। উন্নতি ঘটে নিফটিতেও। কেবল ভারত নয়, এশিয়ার বহু দেশের বাজারেই উন্নতি হয়েছে মঙ্গলবার। জাপানের নিক্কেই সূচক ৫ শতাংশ বেড়েছে। ১ শতাংশ উন্নতি হয়েছে অস্ট্রেলিয়া এবং হংকংয়ের বাজারে। দক্ষিণ কোরিয়াও উন্নতি করেছে শেয়ার বাজারে। উত্থান দেখা গিয়েছে আমেরিকার বাজারেও। তবে মঙ্গলের বাজারকে প্রত্যাবর্তন বলে ধরে নেওয়ার কোনও কারণ নেই। ভারতের বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমানে গোটা বিশ্বের বাজার চরম অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ফলে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এখনও কোনও রকম ঝুঁকি না নিয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে অপেক্ষা করা ও নজর রাখা।

গরমে জ্বলছে মহারাষ্ট্রের আকোলা, ৪৪.২ ডিগ্রিতে পৌঁছল তাপমাত্রা

আকোলা, ৮ এপ্রিল ঃ তীব্র গরমে জ্বলছে মহারাষ্ট্রের আকোলা। মহারাষ্ট্রের এই মুহূর্তে সবচেয়ে উষ্ণ জেলা আকোলা, টানা দ্বিতীয় দিন সেখানে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৪.২ডিগ্রি সেলসিয়াসরেকর্ড করা হয়েছে।

Name Change

I, Asmatara Mondal (Old Name) wife of Mithu Mondal, residing at Mojammel Haque Road, Baigachi Para, Santipur, Nadia- 741404, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Asmatara Mondal Sultana (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 08/04/2025. Asmatara Mondal Sultana (New Name) and Asmatara Mondal (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Golam Mustufa Mondal (Old Name) S/O–Abbas Ali Mondal resident of Vill-Ustia, Po-Muktinagar, Ps-Berhampore, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742102 do hereby decrale that I have changed my name from Golam Mustufa Mondal to Mustafa Mondal and hencefort I shall be known as Mustafa Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 08/04/2025 . My name Mustafa Mondal & Golam Mustufa Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I, Rajender Singh Lakheser (Old Name) son of Phool Singh, residing at 26/6 Ahiri Pukur Road, P.O.- Ballygunge, P.S.- Karaya, Kolkata- 700019, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Rajinder Singh (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 08/04/2025. Rajinder Singh (New Name) and Rajender Singh Lakheser (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Rajwant Kaur Lakheser (Old Name) wife of Rajinder Singh, residing at 26/6 Ahiri Pukur Road, P.O.- Ballygunge, P.S.- Karaya, Kolkata- 700019, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Rajwant Kaur (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 08/04/2025. Rajwant Kaur (New Name) and Rajwant Kaur Lakheser (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Saswati Sanyal (Old Name) wife of Ram Prasad Chakrabarti, residing at Flat No-2C, Kollaz-I, 102 Satyen Bose Sarani, South Kodalia, New Barrackpore, Pin- 700131, P.O. & P.S.- New Barrackpore, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Saswati Chakrabarti (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 08/04/2025. Saswati Chakrabarti (New Name) and Saswati Sanyal (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Arabinda Sarkar (Old Name) S/O–Gobinda Sarkar resident of Vill-Surjyanagar, Po-Godagari, Ps-Jalangi, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742305 do hereby decrale that I have changed my name from Arabinda Sarkar to Arobindo Sarkar and hencefort I shall be known as Arobindo Sarkar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 08/04/2025 . My name Arobindo Sarkar & Arabinda Sarkar both are same and one identical person.

Name Change

I, Sajan Mondal (Old Name) S/O–Mustafa Mondal resident of Vill-Ustia, Po-Muktinagar, Ps-Berhampore, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742102 do hereby decrale that I have changed my name from Sajan Mondal to Sajan Mandal and hencefort I shall be known as Sajan Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 08/04/2025 . My name Sajan Mandal & Sajan Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I, Prahallad Ghosh (Old Name) S/O–Narayan Ghosh resident of Vill & Po--Khanpur, Ps-Murutia, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741152 do hereby decrale that I have changed my name from Prahallad Ghosh to Prahlad Ghosh and hencefort I shall be known as Prahlad Ghosh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 08/04/2025 . My name Prahlad Ghosh & Prahallad Ghosh both are same and one identical person.

Name Change

I, ANJAN KUMAR SHIT(OLD NAME) S/O LATE ASHOK KUMAR SHIT @ ASHOK KU SHIT RESIDING AT THIRUMALA APARTMENT/HH-699,RAJENDRA PALLY,HATIARA ROAD,PO-HATIARA,DIST-24 PARGANAS(NORTH),WEST BENGAL,PIN-700157, INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANJAN KUMAR (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/04/2025.ANJAN KUMAR SHIT (OLD NAME) AND ANJAN KUMAR (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Hamijuddin Sarkar (Old Name) S/O–Nurmahammad Sarkar resident of Vill-Sudhakarpur, Po-Gotepara, Ps-Nakashipara, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741126 do hereby decrale that I have changed my name from Hamijuddin Sarkar to Hamejaddin Sarkar and hencefort I shall be known as Hamejaddin Sarkar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 08/04/2025 . My name Hamejaddin Sarkar & Hamijuddin Sarkar both are same and one identical person.

Name Change

I, Prashanta Murmu S/o-Lt. Bholanath Murmu resident at Vill.-Surjapur, P.O.-Bhadur, P.S.- Goghat, Dist.-Hooghly, Pin-712602 in West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from Prashanta Murmu to Prasanta Murmu and henceforth I shall be known as Prasanta Murmu in all purpose, vide affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Arambagh, Hooghly on 18.04.2025. Prashanta Murmu and Prasanta Murmu all are same and identical person.

Name Change

I, Pradip Koley S/o-Madan Mohan Koley resident at Vill.-Hariharpur, P.O.-Arambagh, P.S.- Goghat, Dist.-Hooghly, Pin-712602 in West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from Pradip Koley to Pradip Kumar Koley and henceforth I shall be known as Pradip Kumar Koley in all purpose, vide affidavit sworn before the Notary Public at Arambagh, Hooghly on 08.04.2025. Pradip Koley and Pradip Kumar Koley all are same and identical person.

পাঁচমুড়ার টেরাকোটা পেয়েছে জিআই স্বীকৃতি

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৮ এপ্রিল ঃ পুরানো এবং বর্ধিষ্ণু ও টেরাকোটা শিল্পীদের গ্রাম হল পাঁচমুড়া। খাতড়া মহকুমার তালডাংরা ব্লকের পাঁচমুড়া 'টেরাকোটা' গ্রাম। দেউলভিড়া, আধকড়া, রাধানগর, কানাইপুর, জয়পুর পাঁচমুড়ার পাশাপাশি রয়েছে এই পাঁচ মৌজা। অনেকেরই বিশ্বাস পাঁচমুড়ার নামকরণের সেই কারণেই এমনটা। পাঁচটি মাথা অর্থাৎ স্থানীয় ভাষায় যাকে 'মুড়া' বলে। তবে নামকরণের স্বার্থকতার চেয়ে শৈল্পিক স্বার্থকতা বিপুল এই গ্রামের। মৃৎশিল্পীদের গ্রাম হিসেবে তালডাংরার পাঁচমুড়া গ্রামের নাম-ডাক সবত্র ছড়িয়েছে। বাঁকুড়ার পরিচিতি, মাটির হাতি, ঘোড়া, মনসার চালি থেকে শুরু করে বিভিন্ন দেবদেবীর প্রতিমা ও গৃহসজ্জার নানান সামগ্রী, মাটি দিয়ে এই সব কাজ করতেই সিদ্ধহস্ত শিল্পীরা। পাঁচমুড়ার টেরাকোটা পেয়েছে জিআই স্বীকৃতি। এই মুহূর্তে গ্রামে প্রায় ৮০ টি কুম্ভকার পরিবার রয়েছে। প্রত্যেকেই টেরাকোটা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। মৃৎশিল্পী সমবায় সমিতি রয়েছে গ্রামের প্রাণকেন্দ্রে। এক মৃৎশিল্পী বলেন, পাঁচমুড়ার মাটি অনেক বেশি টেকসই। অন্যান্য মাটি কিছুদিন পর ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। তবে পাঁচমুড়ার মাটিতে রয়েছে অসাধারণ বাইন্ডিং কোয়ালিটি। শিল্পী রাসবিহারী কুম্ভকার রাষ্ট্রপতি পুরস্কার লাভ করেন ১৯৬৯ সালে। স্বাভাবিক ভাবেই শিল্পের প্রতি আগ্রহ বেড়ে যায় পাঁচমুড়ার মানুষের। এর পরে একাধিক শিল্পী ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পুরস্কার ও সম্মানলাভ করেছেন। বাঁকুড়ার হাতি ঘোড়া। নাম তার জগৎ জোড়া। বাঁকুড়া জেলার হাতি ঘোড়ার ঐতিহ্য ধরে রাখার নেপথ্যে এই গ্রামের ভূমিকা অপরিসীম। তিনটি পাড়ায় বিভক্ত এই মৃৎশিল্পী পরিবার গুলি। মূল জীবিকা পোড়া মাটির শিল্প দ্রব্য তৈরি করা।

মহিলাকে পিষে দিল ট্যাঙ্কার, রণক্ষেত্র ফুলবাড়ি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিল ঃ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু পথচারীর। বিক্ষোভে কার্যত রণক্ষেত্র শিলিগুড়ির ফুলবাড়ি। প্রাণ বাঁচাতে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিল পুলিস! গ্যাসের ১৪ চাকার একটি ট্যাঙ্কারের ধাক্কায় মৃত্যু এক মহিলা পথচারীর। ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ির ফুলবাড়ির জটিয়াকালি এলাকায়। জানা গেছে, স্কুটিতে করে ক্যান্সার আক্রান্ত এক রোগীকে দেখতে যাচ্ছিলেন ২ মহিলা। শিলিগুড়ির চম্পাসারি থেকে ফুলবাড়ির জটিয়াকালির উদ্দেশ্যে ২ মহিলা স্কুটিতে করে রওনা দেন। ফুলবাড়ি হাইস্কুলের সামনে দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুই মহিলা স্কুটি নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই সময় গ্যাসের ট্যাঙ্কারের পিছনের চাকা পিষে যান স্কুটির পিছনে বসা মহিলা। মৃতার নাম ককমা শর্মা। বয়স ৩৫ বছর। তিনি শিলিগুড়ির প্রধান নগরের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনার পরই রণক্ষেত্র পরিস্থিতি তৈরি হয়। ট্রাফিক পুলিসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন ক্ষিপ্ত জনতা। এক ট্রাফিক পুলিস প্রাণ বাঁচাতে রীতিমতো পার্শ্ববর্তী একটি স্কুলে গিয়ে আশ্রয় নিয়ে বাঁচেন। পরবর্তীতে খবর পেয়ে পৌঁছায় এনজেপি থানার পুলিস। লাঠিচার্জ করে বিক্ষুব্ধ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিস। তবে এই ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণ জাতীয় সড়ক ৩১ বন্ধ থাকে। ব্যাহত হয় যান চলাচল।

জল প্রকল্পের বাকি কাজ মাত্র ৮ মাসের মধ্যে শেষ করবার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হয়েছে

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৮ এপ্রিল ঃ গ্রীষ্মকাল শুরু হতেই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে কমবেশি প্রতিটি ব্লকেই শুরু হয়েছে পানীয় জলের হাহাকার। জল প্রকল্পের কাজ ১২ বছরে ৫০-৫৪ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। বাকি কাজ মাত্র ৮ মাসের মধ্যে শেষ করবার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হযেছে। আর এই বিষয়টি সামনে আসতেই ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে! যে কাজ সম্পন্ন হতে ১২ বছর লাগল, সেই কাজ ৮ মাসে সম্পন্ন হবে কীভাবে? গ্রীষ্মকাল শুরু হতেই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে পানীয় জলের পরিস্থিতি এতটাই গভীর, যে কারণে জেলা প্রশাসনিক ভবনে উচ্চ পর্যায়ের একটি বৈঠক করা হল। ২০১৩ সালে তপন ব্লকে ১৬৫ কোটি টাকারও বেশি বরাদ্দ নিয়ে যে জল প্রকল্প শুরু হয়েছিল, তা এখনও পর্যন্ত বাস্তবের মুখ দেখেনি। জল প্রকল্পের পাইপ লাইন কিছু গ্রামে গেলেও হয়নি বাড়িতে সংযোগ। পানীয় জলের প্রকল্প কবে শেষ হবে! অভিযোগ, পাইপ লাইনের ট্যাপে জল আসেনা। টিউবওয়েলও খারাপ হয়ে গিয়েছে। টাকা দিয়ে ড্রামের জল কিনে খেতে হচ্ছে বাধ্য হয়েই অধিকাংশ গ্রামেই। দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে গ্রামের মার্ক টিউবওয়েলগুলি প্রায় নষ্ট হতে বসেছে। পুরনো পাইপ লাইন থাকলেও সংস্কারের অভাবে বন্ধ হয়ে গেছে জল। জেলার প্রায় সর্বত্রই জল জীবন মিশন প্রকল্পের কাজের গতি নিয়ে খুশি নয় প্রশাসন। দীর্ঘদিন আগে শুরু হওয়া জল জীবন মিশন প্রকল্পের কাজ মাত্র ৫০ থেকে ৫৪ শতাংশ এগিয়েছে এমনটাই রিভিউ মিটিংয়ে উঠে এসেছে। এই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসতেই জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে কাজ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। রিভিউ মিটিংয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সবথেকে বেশি খরা প্রবণ ব্লক তপন সহ ব্লক লাগোয়া অন্যান্য ব্লকের বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয়। এছাড়াও পানীয় জলের সমস্যার দ্রুত সমাধান কীভাবে করা যায় সেই বিষয়েও দীর্ঘ আলোচনা হয়। আয়োজিত এই রিভিউ মিটিংয়ে যে সমস্ত অঞ্চলে এখনও পর্যন্ত জল জীবন মিশনের কাজ পৌঁছায়নি এবং যেখানে পানীয় জলের সমস্যা ভয়ংকর আকার ধারণ করেছে সেখানে সাবমারসিবল বসিয়ে অথবা জলের ট্যাংকার পাঠিয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারে।

কোয়েম্বাটুর থেকে উদ্ধার গলসির অপহৃত নাবালিকাঃ গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৮ এপ্রিল ঃ প্রায় তিন বছর আগে অপহৃত এক নাবালিকাকে ভিন রজ্য থেকে উদ্ধার করল গলসি থানার পুলিশ। ওই নাবালিকাকে অপহরণে অভিযুক্ত এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গলসি থানা সূত্রে জানা গেছে, ২০২২ সালের ৫ মে সকালে স্থানীয় বাজারে কেনাকাটা করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায় পূর্ব বর্ধমানের গলসির এক বছর তেরোর নাবালিকা। ওই দিনই সন্ধ্যায় নাবালিকাটির মা গলসি থানায় অভিযোগ করে যে তারই প্রতিবেশী যুবক কাশিনাথ মাঝি তার নাবালিকা মেয়েকে অপহরণ করেছে। আইপিসি ৩৬৫ ধারায় গলসি থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। তৎকালীন গলসি থানার এএসআই জীবন কুমারের নেতৃত্বে তদন্ত শুরু হয়। তদন্ত চলাকালীন তদন্তকারী অফিসারের রুটিন বদলি জনিত কারনে তদন্তভার যথাক্রমে এস আই অভিজি চ্যাটার্জী, এস আই সন্দীপ সিংহ হয়ে বর্তমান গলসি থানার এস আই মানস কুমার দলুই এর হাতে আসে। তিনি তদন্ত চালাতে গিয়ে বিশ্বস্ত সূত্র ও প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে জানতে পারেন অভিযুক্ত কাশিনাথ মাঝি তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুর সিটি থানার অধীন সি-৬ থুদিয়ালু এলাকায় রয়েছে। এরপর গলসি থানার ওসি অরুন সোম সহ উচ্চ পুলিশ আধিকারিকদের সহযোগিতা ও অনুমতিক্রমে ৫ সদস্যের পুলিশের একটি দল কোয়েম্বাটুর সিটি থানার পুলিশের সহযোগিতায় থুদিয়ালুতে গিয়ে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে। গ্রেপ্তার করে অপহরনে অভিযুক্ত কাশিনাথ মাঝিকে (২৭)। অভিযুক্ত ওই নাবালিকাকে অপহরনের কথা স্বীকার করেছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। অভিযুক্তকে মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমান জেলা আদালতে জেল হেফাজতের আবেদন জানিয়ে পেশ করা হয়েছে।

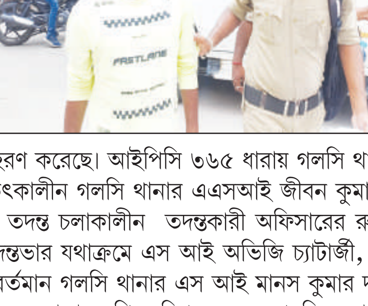

শিক্ষক-সংকটে এবার স্থগিত পরীক্ষা, বিপাকে ৩ হাজার পড়ুয়া

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ৭ এপ্রিল ঃ শিক্ষক-সংকট। পরিস্থিতি এমনই যে, স্থগিত রাখতে হল পরীক্ষা! চরম অনিশ্চয়তার মুখে হাজার তিনেক পড়ুয়া। উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা। তাঁরা চাইছেন, 'স্কুলে যেন শিগগিরই পড়াশোনার পরিবেশ ফিরে আসে'। উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখর ১ ব্লকের গোয়াগাঁ হাই স্কুল। এই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন ১৬ জন। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরি চলে গিয়েছে ৯ জনের। প্রধানশিক্ষক কৌশর আহমেদ জানিয়েছেন, 'মাত্র ৭ জন শিক্ষক নিয়ে এখন স্কুল চলছে। ফলে বিপুল সংখ্যক পড়ুয়ার পঠনপাঠন ও পরীক্ষা পরিচালনা করা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বাধ্য হয়েই ৭ দিনের জন্য পরীক্ষা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন'। স্কুল চলবে কী করে? প্রধান শিক্ষক বলেন, 'আমরা এখন সরকারের দিকে তাকিয়ে আছি। হয়তো রিভিউ পিটিশনের মাধ্যমে ওই শিক্ষকরা ফিরে আসতে পারেন, কিংবা মুখ্যমন্ত্রী যদি কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নেন। আপাতত আমরা দিশেহারা'। পরীক্ষা স্থগিত হয়ে যাওয়ার মন খারাপ পড়ুয়াদেরও। দশম শ্রেণির এক ছাত্রী জানায়, 'আমরা প্রস্তুতি নিয়েছিলাম, এখন পরীক্ষা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অনেক সমস্যায় পড়েছি'। এক অভিভাবক বলেন, 'আমরা শুনেছি পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। চাইছি, স্কুলে যেন শিগগিরই পড়াশোনার পরিবেশ ফিরে আসে'। এদিকে শিক্ষা দফতরের নির্দেশ সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত দ্বাদশ শ্রেণির ক্লাস শুরু করা গেল না মুর্শিদাবাদের স্কুলগুলিতেও। কারণ সেই একই। পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই। লালগোলার শৈলজা মেমোরিয়াল উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। এই স্কুলে মোট ৪৬ জন শিক্ষিকার মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ১৯ জন শিক্ষিকার চাকরি বাতিল হয়েছে। ২৫ জন শিক্ষিকার কাঁধেই ৪ হাজার পড়ুয়ার দায়িত্ব। এর মাঝেই স্কুলে চলছে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণীর ইউনিট টেস্ট। লালগোলারই লস্করপুর হাইস্কুলে চাকরি হারিয়েছেন ৮ শিক্ষক। আপাতত ২৫ জন শিক্ষক নিয়ে চলছে স্কুল। সঙ্গে ৫ প্যারা টিচার। পড়ুয়াদের সংখ্যা চার হাজারেরও বেশি! ব্যতিক্রম নয় নিউ ফরাক্কা হাইস্কুলও। এই স্কুলে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে আর্টস ও সায়েন্স, দুটি বিভাগই রয়েছে। কিন্তু পড়াবে কে? চাকরি গেছে ১১ জন শিক্ষকের। প্রধান শিক্ষক বলছেন, 'অ্যারোবিক, এডুকেশন, দর্শনে ৩ জন শিক্ষকের মধ্যে দুজনের চাকরি বাতিল। উচ্চ মাধ্যমিক সেকশান চালানো যাবে কিনা, তা নিয়েই আমরা চিন্তিত'।

নবদ্বীপে বিশ্বহিন্দু পরিষদের উদ্যোগে রামনবমীরশোভাযাত্রা

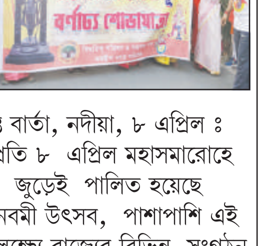

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৮ এপ্রিল ঃ সম্প্রতি ৮ এপ্রিল মহাসমারোহে দেশ জুড়েই পালিত হয়েছে রামনবমী উৎসব, পাশাপাশি এই উপলক্ষ্যে রাজ্যের বিভিন্ন সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছে বিভিন্ন শোভাযাত্রাও। আর মঙ্গলবার বিশ্বহিন্দু পরিষদের উদ্যোগে নদীয়ার নবদ্বীপ শহরে আয়োজিত হলো রামনবমী উপলক্ষ্যে এক সুবিশাল শোভাযাত্রা। এদিন বিকেল আনুমানিক সাড়ে চারটেয় নবদ্বীপ শহরে চটির মাঠ এলাকা থেকে শুরু হয় এই শোভাযাত্রা, যা শহরের যোগনাথ তলা, পোড়ামাতলা, রাধাবাজার হয়ে শহরের দক্ষিণাঞ্চল তথা গৌরাঙ্গ সেতুর কাছে সমাপ্তি হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বহিন্দু পরিষদের, সর্বভারতীয় সম্পাদক, বজরং লালা বাগ্রা, কেন্দ্রীয় সহ সম্পাদক স্বপন মুখার্জি, শ্রুতিশেখর গোস্বামী, মধ্য বঙ্গের সভাপতি সহ অসংখ্য সাধু সন্ত সহ কয়েক হাজার ভক্ত ও সাধারণ মানুষ। বিশ্বহিন্দু পরিষদের মধ্যবঙ্গের সভাপতি শ্রুতি শেখর গোস্বামী জানান এবছর এই শোভাযাত্রা তৃতীয় বর্ষে পা দিলো। এই শোভাযাত্রার অগ্রভাগে ছিলো, ধামেশ্বর মহাপ্রভুর মূর্তি এছাড়াও ছিলো রামলালার মূর্তী, ভারতমাতা বজরংবলী,সহ ছিলো বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র,,,।

ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় মৃত ১

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ৮ এপ্রিল ঃ মঙ্গলবার সকালে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা কালনার শ্রীরামপুরে। ঘটনায় আহত হয় ৩৩ জন বাসযাত্রী। স্থানীয় বাসিন্দা এবং কালনা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাদেরকে উদ্ধার করে কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বর্তমানে তারা সকলেই চিকিৎসাধীন। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় ১ জনের। জানা গেছে, মঙ্গলবার আনুমানিক ৮টা নাগাদ কালনা পান্ডুয়া একটি বাস দ্রুত গতিতে আসার সময় হঠাৎই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ১ জনের, মৃত ওই ব্যক্তি মঙ্গলবার সকালে মেয়ে সুমনা পানকে নিয়ে কালনা ২ নম্বর ব্লকের বৈদ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রামনগর গ্রামে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিলেন তার বাবা গোপাল মন্ডল। বাকি ৩৩ জন কালনার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বেপরোয়া গতির কারণেই এই দুর্ঘটনা বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের। ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে স্থানীয়দের মধ্যে। এদিন সকালে আহতদের দেখতে কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে উপস্থিত হয় কালনার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রাখেশ চৌধুরী, কালনা থানার আইসি সহ কালনা পৌরসভার উপ পৌরপতি তপন পোড়েল এবং কাউন্সিলর অনিল বসু, সন্দীপ বসু সহ পুলিশ প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিকরা। কালনা মিউনিসিপালিটি কনজারভেন্সি প্রেসিডেন্ট অনিল বসু সহ কাউন্সিলররা সহ অন্যান্যরা।

The Assistant Engineer, PWD Hooghly Construction Sub Division No II, Arambagh, Hooghly invites Tender vide NIT No- 01/ Sub/II of 2025-26 for 01 (One) No works from bonafied resourceful agency having technical and financial capability of performing the job. The details will be available in the office notice board and from office within office hour. Last date of application- **16.04.2025**
Last date of receiving tender paper- **21.04.2025**
Sd/- A. De
Assistant Engineer (PWD)
Hooghly Construction
Sub Division No-II
Arambagh Hooghly

Office of the
SADIKPUR GRAM PANCHAYAT
P.O.-SADIKPUR, UNDER SUTI-1 DEV. BLOCK, DIST.-MURSHIDABAD, PIN-742223
eNIT NO-(1) 03/SGP/5th SFC (tied)/ 25-26 Memo No. 09(14)/ 2025-26 Dated 08.04.2025. Date of issue tender paper (online) **08.04.2025 from 05.00 pm.** Last date of Dropping tender paper (online) **16.04.2025 up to 05.00 pm.** Date of Technical Bid Opening (online) **21.04.2025 at 5.00 pm.** For details please visit office of the undersigned or website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Sadikpur Gram Panchayat

লামডিং মণ্ডলে বৈদ্যুতিক কাজ
ই-টেণ্ডার নোটিস সংখ্যা. এসআর.ডিইই/এলএমজি/০২ অফ ২০২৫-২৬ তারিখঃ ০৪-০৪-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেণ্ডার সংখ্যা. ইএল/এলএম/২৪-২৫/৪৬-আরটি। কাজের নামঃ** (১) গুয়াহাটিতেঃ ১ টি ব্লকের ৬ ইউনিট কোয়ার্টারের টাইপ-II ট্রিপল স্টেরি (টিএস) কোয়ার্টারের দ্বারা অ-মানসম্পন্ন দ্বৈত তলাযুক্ত টাইপ-I কোয়ার্টার ডিএস-৬৭(এম থেকে পি পর্যন্ত), ডিএস-৬৮ (এ থেকে বি পর্যন্ত), সর্বমোট ৬ ইউনিট কোয়ার্টারের প্রতিস্থাপনের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ এবং (২) নিউ গুয়াহাটিতেঃ স্টাফের জন্যে নতুন টাইপ-II ০৮ ইউনিট (ডিএস) কোয়ার্টারের দ্বারা জরাজীর্ণ পুরোনো ০৮ ইউনিট টাইপ-I কোয়ার্টারের প্রতিস্থাপনের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৩০,৯৮,১৬৬/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৬২,০০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৮-০৪-২০২৫** তারিখের **১১.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবে-** ২৮-০৪-২০২৫ তারিখের **১১.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী ২৮-০৪-২০২৫ তারিখের ১১.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/জিএণ্ডসিএইচজি, লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Office of the Executive Officer
Chanditala-I Panchayat Samity
MASHAT, HOOGHLY
Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website.
NIT No: N.I.T. No.01-PS/Ch-I/25-26, 03-PS/Ch-I/25-26, dt: 03/04/2025
E-Tender ID: 2025_ZPHD_832957-1 to
E-Tender ID: 2025_ZPHD_832957-4,
E-Tender ID: 2025_ZPHD_834495-1
Last Date of Bid Submission: **14/04/2025, 11.00 Hrs** Date of Opening: **16/04/2025, 11.00Hrs** For details Pl. contact the Office of the Executive Officer, Chanditala-I Panchayat Samity, Mashat, Hooghly
Visit: https://wbtenders.gov.in
Executive Officer
Chanditala-1 Panchayat Samity
Mashat, Hooghly

Office of the Block Development Officer
Chanditala-I Dev. Block
MASHAT, HOOGHLY
Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website.
NIT No: N.I.T. No. 01-BDO/Ch-I/25-26 dt: 08/04/2025
E-Tender ID: **2025_ZPHD_834498_1**
Last Date of Bid Submission: **15/04/2025, 11.00Hrs** Date of Opening: **17/04/2025, 11.00Hrs** For details Pl. contact the Office of the Block Development Officer, Chanditala-I Dev. Block, Mashat, Hooghly Visit: **https://wbtenders.gov.in**
Block Development Officer
Chanditala-I Dev. Block
Mashat, Hooghly

Office of the Pradhan
Hutmura Gram Panchayat
Vill+PO – Hutmura, PS-Purulia(MF)
Dist-Purulia
Memo No.-62/HGP Dated-08/04/2025
NOTICE INVITING e-TENDER No.-08(01)/2024-25
For and on behalf of the Hutmura Gram Panchayat, Pradhan, Hutmura Gram Panchayat invites tenders through e-Tendering for the work. Last date of submission of Bid **16.04.2025 at 06:30 PM**. Bid Opening Date(Technical) **21.04.2025 at 9:00 AM**. For more details information visit: **www.wbtenders.gov.in** and office of the undersigned.
Sd/- Pradhan
Hutmura Gram Panchayat

Office of the
SANKRAIL GRAM PANCHAYAT
VILL.+P.O.-SANKRAIL, P.S.-SANKRAIL, DIST.-HOWRAH
NOTICE INVITING **e-TENDER No. WB/HZP/SANK/SGP/NIeT 7/25/CFC** & BEUP
For and on behalf of the Sankrail Gram Panchayat, The Pradhan, invites percentage rate tenders through e-tendering for 3(Three) Nos. different works. Document download/sale start date from **07/04/2025 at 11.00 AM.** Bid Submission starting from **07/04/2025 at 11.00 AM.** Last date of submission of Bid on **14/04/2025 at 02.00 P.M.** Bid Opening Date (Technical) **16/04/2025 at 03.00 P.M.** For Details please visit website **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Prodhan
Sankrail Gram Panchayat

অ্যারিস অ্যাগ্রো লিমিটেড

কোম্পানিটি নিম্নলিখিত বিবরণ অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে তার ১০০ শতাংশ জল দ্রবণীয় সার মিশ্রণ বাজারজাত করতে চায়।

ক্রম নং.	জেনেরিক নাম	ব্র্যান্ড নাম	পণ্যের বিষয়বস্তু		
১.	১০০ শতাংশ জলেতে দ্রবণীয় সারের মিশ্রণ।	হাইড্রোমিন এনপিকে [৮ঃ১৫ঃ৩৬]	জলে দ্রবণীয় ফসফরাস হিসাবে P_2O_5	ঃ	১৫.০ শতাংশ
			জলে দ্রবণীয় পটাসিয়াম হিসাবে K_2O	ঃ	৩৬.০ শতাংশ
			মোট নাইট্রোজেন হিসাবে N	ঃ	৮.০ শতাংশ
			অন্যান্য সামগ্রী সর্বাধিক		
			মোট ক্লোরাইড	ঃ	১.৫ শতাংশ
			জলেতে অদ্রবণীয় পদার্থ	ঃ	০.৫ শতাংশ
			সোডিয়াম হিসেবে NaCl	ঃ	০.৫ শতাংশ
			সীসা (Pb হিসাবে)	ঃ	০.০০৩ শতাংশ
			ক্যাডমিয়াম (সিডি)	ঃ	০.০০২৫ শতাংশ
			আর্সেনিক (যেমন)	ঃ	০.০১ শতাংশ
২.	১০০ শতাংশ জলেতে দ্রবণীয় সারের মিশ্রণ	হাইড্রোমিন এনপিকে [৫ঃ১৫ঃ৩৮]	জলে দ্রবণীয় ফসফরাস হিসাবে P_2O_5	ঃ	১৫.০ শতাংশ
			জলে দ্রবণীয় পটাসিয়াম হিসাবে K_2O	ঃ	৩৮.০ শতাংশ
			মোট নাইট্রোজেন হিসাবে N	ঃ	৫.০ শতাংশ
			অন্যান্য সামগ্রী সর্বাধিক		
			মোট ক্লোরাইড	ঃ	১.৫ শতাংশ
			জলেতে অদ্রবণীয় পদার্থ	ঃ	০.৫ শতাংশ
			সোডিয়াম হিসেবে NaCl	ঃ	০.৫ শতাংশ
			সীসা (Pb হিসাবে)	ঃ	০.০০৩ শতাংশ
			ক্যাডমিয়াম (সিডি)	ঃ	০.০০২৫ শতাংশ
			আর্সেনিক (যেমন)	ঃ	০.০১ শতাংশ

উপরে উল্লিখিত ১০০ শতাংশ জল দ্রবণীয় সারগুলি ২৪.১০.২০১৫ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং S.O.2900 (E) অনুসারে কঠোরভাবে সঙ্গতিপূর্ণ, যা ৩০.১২.২০১৭ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং S.O.4120 (E) দ্বারা যথাযথভাবে সংশোধিত, যা নয়াদিল্লি (ভারত) এর কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রনালয় কর্তৃক জারি করা হয়েছে।
তারিখঃ ০৯.০৪.২০২৫

বিপণনকারীঃ
মেসার্স অ্যারিস অ্যাগ্রো লিমিটেড
পোস্ট ও গ্রাম আবদালপুর ওয়্যারলেস ম্যাথের কাছে থানা ঃ মধ্যমগ্রাম
জেলা ২৪ পরগনা উত্তর, কলকাতা - ৭০০১৫৫ পশ্চিমবঙ্গ

মৃতদেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ৮ এপ্রিল ঃ অজ্ঞাত পরিচয় এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হল মঙ্গলবার বর্ধমানের দামোদরের ঘাট থেকে। পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুরের পুলমাথা এলাকায় সকালে স্থানীয়রা ভাসতে দেখে ওই যুবকের মৃতদেহ দামোদরে ঘটনাস্থল থেকে জামালপুর থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে গিয়ে অজ্ঞাত পরিচয় ওই যুবকের দেহ উদ্ধার করে নিয়ে আসে জামালপুর থানায়। ময়নাতদন্তে পাঠানো হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। নাম পরিচয় জানা যায়নি বলে জামালপুর থানা সূত্রে জানা গেছে। পুলিশ খোঁজ চালাচ্ছে কিভাবে মৃত্যু হল এবং তার পরিচয় জানার। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে গোটা এলাকায়।

e – Tender Notice

e-Tender are invited for works as follows:
1. Name of work:- Improvement of illumination by supplying & fixing new light fittings & allied electrical works at Khetra Banerjee Road.
   Tender ID -2025_HRBC_834386_1
2. Name of work:- Supply, Installation, Testing & commissioning of outdoor type feeder pillar box with foundation and necy. Cable work for High mast & Six arms pole near Toll plaza under HRBC.
   Tender ID -2025_HRBC_834386_2
   e-NIT No. HRBC/JPM (E)/NIT/01/25-26

Last date of submission of bid (online) is **21.04.2025** up to 10.00 AM
Other details may be seen from the website: https://wbtenders.gov.in.
Joint Project Manager (Electrical)
HRBC

ব্যক্তিগত ওভারহেড ওয়াটার ট্যাঙ্কের ব্যবস্থা করা
ই-টেণ্ডার নোটিস সংখ্যা. ১৬ অফ ২০২৫ তারিখঃ ০৪-০৪-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেণ্ডার সংখ্যা. ডিইএনজিএইচবাই-২০-২০২৫। কাজের নাম এবং স্থানঃ** (ক) গুয়াহাটিতে-স্ট্যাজিং সহিত স্টাফ কোয়ার্টারের জন্যে ব্যক্তিগত ওভারহেড ওয়াটার ট্যাঙ্কের ব্যবস্থা করা এবং পাইপ লাইন আদির সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ (১৪ ব্লক × ৮ ইউনিট = ১১২ ইউনিট)। (খ) গুয়াহাটিতে - রেলওয়ে স্টাফ কোয়ার্টার টাইপ -১ তে টিউবুলার স্ট্রাস সহিত প্রি- ফেব্রিকেটেড গ্যালভেনাইজড আইরণ প্রফাইল শীটের উপলব্ধতারে ছিদ্রযুক্ত ছাদের প্রতিস্থাপন (১১২ ইউনিট)। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৩,১০,০১,৩০৫.৬৭/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩,০৫,০০০/- টাকা। **ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেণ্ডার সংখ্যা. ডিইএনজিএইচওয়াই-২১-২০২৫। কাজের নাম এবং স্থানঃ** (ক) আমিনগাওঁএঃ আমিনগাওঁ এ স্বাস্থ্য গোটের উন্নতকরণ। (খ) আমিনগাওঁএ-এসএসই/ডব্লিউ/বিবি/আমিনগাওঁ অধিক্ষেত্রের অধীনের বাউণ্ড্যারি ওয়ালের ব্যবস্থা করা। **টেণ্ডার রাশিঃ** ২,৪১,১৩,৫৫৩.২৮/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৭০,৬০০/- টাকা। **ক্রমিক সংখ্যা. ৩। টেণ্ডার সংখ্যা. ডিইএনজিএইচওয়াই-২২-২০২৫। কাজের নামঃ** আগিয়াঠুরি-নারেঙ্গি-৪৫৯ টি গ্লুড জয়েন্টের নবীকরণ (রি-টেণ্ডার)। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১,১৬,৩৬,৭০১.৭৭/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,০৮,২০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৮-০৪-২০২৫** তারিখের **১৩.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবে-** ২৮-০৪-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
মাণ্ডলিক অভিযন্তা/গুয়াহাটি
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আইজিসি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

(পূর্বে আইজিসি ফয়েলস লিমিটেড নামে পরিচিত)
CIN: L01100WB1980PLCO32950
নিবন্ধিত অফিসঃ ১২ সরকারি স্থান (পূর্ব), ১ম তলা পূর্বে হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৪০০০৬৯
কর্পোরেট অফিসঃ বাড়ি নং ১-৩৮, প্রথম তলা, সাতমরাই (ভি), শামশাবাদ (এম), রাঙ্গা রেড্ডি জেলা, তেলেঙ্গানা ৫০১২১৮
টেলিফোন নম্বরঃ ৮৮৮২৮ ৬৪১২১, ইমেল আইডিঃ igcfoils@gmail.com

অতিরিক্ত সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে IGC INDUSTRIES LIMITED-এর অতিরিক্ত সাধারণ সভা (EOGM) শুক্রবার, ২ মে, ২০২৫ তারিখে সকাল ১১.০০ টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (VC) / অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল উপায়ে (OAVM) ব্যবসা পরিচালনার জন্য অনুষ্ঠিত হবে, অর্থাৎ EOGM-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত রেজোলিউশন নং ১-৫।
উক্ত নোটিশটি কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি / রেজিস্ট্রার এবং শাম ট্রান্সফার এজেন্ট (RTA) অথবা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (DP) ডিপোজিটরির সাথে নিবন্ধিত। কোম্পানি EOGM চলাকালীন ই-ভোটিং এবং পূর্ববর্তী পদ্ধতির মতোই তার সকল সদস্যদের জন্য রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে এবং EOGM এর নোটিশ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.iacindustriesltd.com-এও পাওয়া যাচ্ছে।
সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যেঃ
সদস্যদের এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে যে-
১. অতিরিক্ত সাধারণ সাধারণ সভা (EOGM) তে উল্লেখিত বিশেষ কার্যাবলী ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের মাধ্যমে পরিচালিত হতে পারে।
২. ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদান মঙ্গলবার, ২৯ এপ্রিল ২০২৫ সকাল ৯.০০ টা (1ST) থেকে শুরু হবে এবং বৃহস্পতিবার, ১ মে, ২০২৫ বিকাল ৫.০০ টা (1ST) এ শেষ হবে।
৩. কোম্পানি ২৮ মার্চ, ২০২৫ তারিখ শুক্রবার অর্থাৎ কাট-অফ তারিখে সদস্যদের নিবন্ধন / সুবিধাভোগী মালিকদের তালিকায় যাদের নাম রয়েছে তাদের কাছে অতিরিক্ত সাধারণ সাধারণ সভা (EOGM) প্রেরণ সম্পন্ন করেছে।
৫. সদস্যরা মনে রাখবেন যে
ক) ভোটদানের জন্য উল্লিখিত তারিখ এবং সময় অর্থাৎ মে, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৫.০০ টার পরে NSDL দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং সদস্য কর্তৃক কোনও প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়ার পরে, সদস্য পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করতে পারবেন না। অধিকন্তু, ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের অনুমতি উক্ত তারিখের পরে দেওয়া হবে না।
খ) ভোটদান ২৫ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের উপর সদস্যদের ভোটাধিকারের অংশের অনুপাতে গণনা করা হবে।
গ) অতিরিক্ত সাধারণ সভা (EOGM) কোম্পানির ওয়েবসাইট www.iqcindustriesltd.com এবং NSDL এর ওয়েবসাইট www.evotinq.nsdl.com এও আপলোড করা হবে।
ঘ) EOGM নোটিশটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.iqcindustriesltd.com থেকেও ডাউনলোড করা যাবে।
৬. কোম্পানিটি ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনার জন্য ডব্লিউএস রমেশ চন্দ্র বাগদী অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসের স্বত্বাধিকারী, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি, মিঃ রমেশ চন্দ্র বাগদীকে যাচাইকারী হিসেবে নিযুক্ত করেছে।
৭. যাচাইকারী ৬ মে, ২০২৫ তারিখে বা তার আগে পক্ষে বা বিপক্ষে তাদের ভোটের প্রতিবেদন চেয়ারম্যানের কাছে জমা দেবেন। ইওজিএমের ফলাফল চেয়ারম্যান বা তার দ্বারা অনুমোদিত ব্যক্তি ৬ মে, ২০২৫ তারিখে বা তার আগে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে লিখিতভাবে ঘোষণা করবেন। যাচাইকারীর প্রতিবেদনের সাথে ঘোষিত ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট www.iacindustriesltd.com এ পোস্ট করা হবে এবং বিএসই লিমিটেডকে তা জানানো হবে।
৮. কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা www.evoting.nsdl.com-এ উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়ালটি সহায়তা বিভাগের অধীনে দেখতে পারেন অথবা evoting@nsdl.com-এ একটি ই-মেইল লিখতে পারেন।
সদস্যরা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা সম্পর্কিত যেকোনো অভিযোগের জন্য কোম্পানির ব্যবস্থাপনার কাছে নিম্নলিখিত ঠিকানায় লিখতে পারেনঃ
নাম ঃ মিঃ জিয়াউদ্দিন মোহাম্মদ
পদবি ঃ পরিচালক
ঠিকানা ঃ অফিসঃ১২ সরকারি স্থান (পূর্ব), ১ম তলা পূর্বে হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৪০০০৬৯
ইমেল আইডিঃ **igcfoils@gmail.com**

আইজিসি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের জন্য
স্বাক্ষর/-জিয়াউদ্দিন মোহাম্মদ
পরিচালক
DIN: 07523934
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৪ ।১০।২০২৫

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil) / Borough-IV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/21/27/24-25/R
Name of work : **Repairing of collapsed sewer lines, pits and allied works at 36, M.D. Road, 19, Jadulal Mullick Road and other places in Ward No. 21 under Borough-IV**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,83,770.00**. Earnest Money: **Rs. 5,680.00**. Period of Completion: **30 Days**.
2. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/025/PITCOVER/25-26/R
Name of work : **Supplying, fitting and fixing M.H. Cover / G.P. Cover / C.P. Cover / Inspection Pit Cover in Ward No.-25**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 1,50,000.00**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **365 Days**.
3. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/025/POTHOLE/25-26/R
Name of work : **Repairing of pot holes of Asphaltum Roads at different places in Ward No.-25**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,00,000.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **180 Days**.
4. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/026/PITCOVER/25-26/R
Name of work : **Supplying, fitting and fixing M.H. Cover / G.P. Cover / C.P. Cover / Inspection Pit Cover in Ward No.-26**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 1,50,000.00**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **365 Days**.
5. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/027/32/24-25/R
Name of work : **Repairs to I.P.S passage damaged by Water Supply Department at Amherst Row from premises no. 12 to 6 and from 36 to 51A in Ward No.-28 under Borough-IV**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 1,01,353.00**. Earnest Money: **Rs. 2,050.00**. Period of Completion: **30 Days**.
6. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/025/CHOCKAGE/25-26/R
Name of work : **Removal of chockage and repairing of inspection pits, catch pits etc at different places in Ward No.-25**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 1,00,000.00**. Earnest Money: **Rs. 2,000.00**. Period of Completion: **240 Days**.
7. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/026/CHOCKAGE/25-26/R
Name of work : **Removal of chockage and repairing of inspection pits, catch pits etc at different places in Ward No.-26**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 1,00,000.00**. Earnest Money: **Rs. 2,000.00**. Period of Completion: **365 Days**.
8. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/026/POTHOLE/25-26/R
Name of work : **Repairing of pot holes of Asphaltum Roads at different places in Ward No.-26**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 1,00,000.00**. Earnest Money: **Rs. 2,000.00**. Period of Completion: **365 Days**. Last date and time of submission of bid: **22.04.2025 : 11 a.m.** (for sl. no. 1 to 8). The tender will be opened on: **24.04.2025 : 11 a.m.** (for sl. no. 1 to 8). The bid forms and other details are available on and from **08.04.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 1 to 8). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 8).

The **Executive Engineer (Civil), Borough-II, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/012/001/2025-2026
Name of the work : **Providing and fixing MH Cover, GP Cover, CP Cover, Inspection Pit Cover according to requirement as and when required within 24 hours in Ward No.-12**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,40,000.00**. Earnest Money: **Rs. 4,800.00**. Period of Completion: **180 Days**.
2. NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/012/002/2025-2026
Name of the work : **Urgent removal of chokeage in sewer / repairing of collapsed sewer / repairing of damaged sewer in Ward No.-12, Br-II**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,00,000.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **180 Days**.
3. NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/012/003/2025-2026
Name of the work : **Urgent repairing of potholes/damaged road surface etc in Ward No.-12, Br-II**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 1,50,000.00**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **180 Days**.
4. NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/012/043/2024-2025
Name of the work : **Restoration of IP and paver block surface at Pal Street and other places (disturbed by W/S Department and PU Agency) in Ward No.-12**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,79,783.44**. Earnest Money: **Rs. 9,600.00**. Period of Completion: **45 Days**.
5. NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/010/033/2024-2025
Name of the work : **Development of Asphaltum Road surface after lowering the existing surface at Nabakumar Raha Lane in Ward No.-10 under Br-II**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,99,615.13**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **60 Days**. Last date and time of submission of bid: **23.04.2025** up to **11 a.m.** (for sl. no. 1 to 5). Bid will be opened on: **25.04.2025** at **11 a.m.** (for sl. no. 1 to 5). The bid forms and other details are available on and from **08.04.2025** at **5 p.m.** (for sl. no. 1 to 5). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 5).

The **Dy. Chief Engineer (M) / EWS, KMC** invites e-tender for the following works:
1. NIT No. : KMC-ET-05-M5-MSER1-25-26
Name of the work : **Periodically overhauling and maintenance work of 04 no Capstan Lathe Machine at Machine Shop under EWS**. Estimated Cost: **Rs. 2,97,926.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**.
2. NIT No. : KMC-ET-63-CLAG-03-24-25
Name of the work : **Dismantling, shifting, re-fitting fixing of wooden storage cabinet after removal of various tools tackles and different types of spare parts with restoring the same at right places with right manner with allied works at Tools Store under EWS**. Estimated Cost: **Rs. 1,52,274.00**. Earnest Money: **Rs. 3,500.00**. Last date and time of submission of bid (online): **17.04.2025 (3 p.m.)** (for sl. no. 1 & 2). Tender open date: **19.04.2025 (3.30 p.m.)** (for sl. no. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **08.04.2025 (5.30 p.m.)** (for sl. no. 1 & 2). The website **https://wbtenders.gov.in** (for sl. no. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Civil)/Br-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No. : KMC/E.E(C)/XVI/142/063/24-25
Name of work : **Restoration of C.C. Road at Jiydergote near Pre. No.-112 in Ward No.-142**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,86,223.84**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
2. NIT No. : KMC/E.E(C)/XVI/126/068/24-25
Name of work : **De-silting of surface drain at Bye Lanes of Sarkar Hat Lane and Bye Lane of Khan Md Road in Ward-126**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,97,531.65**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of bid: **21.04.2025 - 12 noon** (for sl. no. 1 & 2). The tender will be opened on: **23.04.2025 - 12 noon** (for sl. no. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **12.04.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 & 2).
42/25-26

গাড়ি দুর্ঘটনায় ইস্টবেঙ্গলের দুই ফুটবলার, ডিফেন্স ভাঙল!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ এপ্রিলঃ ইন্ডিয়ান সুপার লিগই শুধু নয়, ফুটবল মরসুম এখনও শেষ হয়নি। গতবার কলিঙ্গ সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। এ বারও রয়েছে খেতাব ধরে রাখার তাগিদ। কোচ অস্কার ব্রুজোও জোর দিচ্ছেন নতুন স্ট্র্যাটেজিতে। আইএসএলে যা হয়নি কলিঙ্গ সুপার কাপে তা হতেই পারে। কিন্তু তার আগে দুর্ঘটনার খবর ইস্টবেঙ্গলে। ২০ এপ্রিল কলিঙ্গ সুপার কাপে প্রথম ম্যাচ লাল-হলুদের। হাতে যে ক'টা দিন রয়েছে, তা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যা ঘটল, ইস্টবেঙ্গল পরিকল্পনাকে কিছুটা হলেও থমকে দিতে পারে। সেখান থেকে কত দ্রুত বেরিয়ে আসতে পারবেন অস্কার? বড়সড় দুর্ঘটনার কবলে পড়তে পারতেন টিমের দুই ফুটবলার। অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন, এটা অবশ্য ভালো খবর। রাজারহাটে ফেডারেশনের এক্সিলেন্স সেন্টারে আপাতত অনুশীলন চালাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল। প্র্যাক্টিসে যাওয়ার পথে গাড়ি দুর্ঘটনা কবলে পড়েন ইস্টবেঙ্গলের দুই ফুটবলার আনোয়ার আলি ও প্রভসুখন গিল। গাড়ি চালাচ্ছিলেন গিল। বিশ্ব বাংলা গেটের সামনে দুর্ঘটনা হয়। ঘটনার জেরে সাময়িক ট্রমায় পড়ে যান এই দুই ফুটবলার। ট্রমা কাটিয়ে ওঠার পর অনুশীলনে যান দুই ফুটবলার। বড়সড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি, এটাই স্বস্তির। ইন্ডিয়ান সুপার লিগে মরসুম খুব ভালো কাটেনি ইস্টবেঙ্গলের। শুরুটা অত্যন্ত

হতাশার হয়েছিল। এরপর ঘুরে দাঁড়ানোর মরিয়া চেষ্টা করে। অনেকটা সাফল্য এসেছিল। প্লে-অফের স্বপ্ন জিইয়ে ছিল। এরপর আবার খেই হারায় ইস্টবেঙ্গল। প্লে-অফে আর ওঠা হয়নি। এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের নকআউটে উঠেছিল ইস্টবেঙ্গল। তবে কোয়ার্টার ফাইনালেই বিদায় নিতে হয়। নজরে এখন সুপার কাপ। যদিও গোলকিপার এবং সেন্টারব্যাক, ডিফেন্সের দুই স্তম্ভ প্রভসুখন গিল ও আনোয়ার আলির এই ঘটনা সাময়িক অস্বস্তিতে ফেলেছিল।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বজয়ী অধিনায়ক রোহিতের নামে ওয়াংখেড়ের গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড

মুম্বই, ৮ এপ্রিলঃ মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (এমসিএ) ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মার সম্মানে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে একটি স্ট্যান্ডের নামকরণ করতে চলেছে বলে সাম্প্রতিক রিপোর্টে জানা গেছে। রোহিত শর্মা, তার অসাধারণ ব্যাটিং দক্ষতার জন্য পরিচিত। এক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এমসিএ-র কাছে তাদের প্রাক্তন সভাপতি এবং কিংবদন্তি ক্রিকেটারদের নামে স্টেডিয়ামের বিভিন্ন স্থান ও স্ট্যান্ডের নামকরণের জন্য বহু প্রস্তাব সুপ্রিমো বাল ঠাকরের নামে নামকরণ করা হয়েছে। বর্তমানে এমসিএ-র কাছে একটি গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড রয়েছে, যেটি সভাপতির বক্সের ঠিক উপরে অবস্থিত এবং এখনও নামহীন। এই স্ট্যান্ডটির নাম রোহিত শর্মার নামে রাখার সম্ভাবনা রয়েছে। এমসিএ ইতিমধ্যেই সচিন তেন্ডুলকরের সম্মানে স্টেডিয়ামের ভিতরে তাঁর একটি জীবন্ত মূর্তি স্থাপন করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে। রোহিত শর্মার ক্রিকেটীয় কৃতিত্ব এবং ভারতীয় ক্রিকেটে তাঁর অবদান তাঁকে এই সম্মানের

এসেছে। এই তালিকায় প্রয়াত ভিলাসরাও দেশমুখ এবং শরদ পাওয়ারের নামের পাশাপাশি ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক রোহিত শর্মার নামও স্থান পেয়েছে। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে, এমসিএ-র শীর্ষ পরিষদের বৈঠকে ক্লাব সদস্যরা রোহিত শর্মার নামে একটি স্ট্যান্ডের নামকরণের বিষয়টি বিবেচনা করেছেন। ভারতীয় অধিনায়ক হিসেবে রোহিতের অসাধারণ সাফল্যের কথা সকলেরই জানা। ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে তিনি ভারতকে গৌরবময় জয় এনে দিয়েছেন। ভারতীয় অধিনায়ক হিসেবে এমন অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জনকারী তিনিই প্রথম খেলোয়াড়। উল্লেখযোগ্য, ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের পূর্ব স্ট্যান্ডটি প্রাক্তন ওপেনার সুনীল গাভাসকরের নামে নামকরণ করা হয়েছে। পশ্চিম স্ট্যান্ডটি বিজয় মার্চেন্টের নামে পরিচিত। এবং উত্তর স্ট্যান্ডটি ক্রিকেটের ঈশ্বর সচিন তেন্ডুলকর ও দিলীপ ভেঙ্গসরকরের নামে নামকরণ করা হয়েছে। এছাড়াও, মিডিয়া গ্যালারিটি প্রয়াত শিবসেনা যোগ্য করে তুলেছে। রোহিত শর্মা শুধুমাত্র একজন অসাধারণ ব্যাটসম্যানই নন, তিনি একজন দক্ষ নেতা হিসেবেও নিজেকে প্রমাণ করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে ভারতীয় দল আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে তাঁর নেতৃত্বে ভারত দীর্ঘ ১১ বছর পর আইসিসি ট্রফি জিতেছে। ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে তিনি দলকে আরেকটি বড় সাফল্য এনে দিয়েছেন। এই অর্জনগুলো রোহিতের ক্যারিয়ারে একটি স্বর্ণযুগের সূচনা করেছে। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম মুম্বইয়ের ক্রিকেট ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান ধরে রেখেছে। এই স্টেডিয়ামে অনেক ঐতিহাসিক মুহূর্ত সৃষ্টি হয়েছে, এবং এখানে খেলা প্রতিটি ক্রিকেটারের জন্য এটি একটি গৌরবের বিষয়। রোহিত শর্মা, যিনি মুম্বইয়েরই সন্তান, তাঁর নামে এখানে একটি স্ট্যান্ডের নামকরণ হলে তা তাঁর জন্য একটি বিশেষ সম্মান হবে। এটি কেবল তাঁর ব্যক্তিগত কৃতিত্বের স্বীকৃতি নয়, বরং ভারতীয় ক্রিকেটে তাঁর অবদানেরও একটি স্মারক হয়ে থাকবে।

মিচেল-পুরানের ব্যাটিং তাণ্ডবে ইডেনে হতাশাজনক হার কেকেআরের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ এপ্রিলঃ ইডেন গার্ডেন্সে মঙ্গলবার আইপিএল ২০২৫-এর একটি রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে কলকাতা নাইট রাইডার্স লখনউ সুপার জায়ান্টসের কাছে মাত্র ৪ রানে পরাজিত হয়েছে। ২৩৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে কেকেআর ১২ ওভারে ২ উইকেটে ১৪৯ থেকে শেষ পর্যন্ত ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ২৩৪-এ থেমে যায়। শেষ ওভারে রিঙ্কু সিংয়ের দুর্দান্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কেকেআর জয় থেকে বঞ্চিত হয়। এর আগে, নিকোলাস পুরানের অপরাজিত ৮৭ রানের বিধ্বংসী ইনিংসের সৌজন্যে এলএসজি ৩ উইকেটে ২৩৮-এর বিশাল স্কোর গড়ে। মিচেল মার্শ (৮১) এবং এইডেন মার্করাম (৪৭) কেকেআরের বোলারদের উপর নির্মমভাবে আক্রমণ চালান। ম্যাচের শুরুতে কেকেআর অধিনায়ক অজিঙ্কা রাহানে টস জিতে প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন। এলএসজি ওপেনার মিচেল মার্শ এবং এইডেন মার্করাম শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ব্যাটিং শুরু করেন। মার্শ ৪৮ বলে ৮১ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলেন, যেখানে ছিল ৬টি চার এবং ৫টি ছক্কা। মার্করাম ২৮ বলে ৪৭ রান করে তাকে ভালোভাবে সঙ্গ দেন। তবে, ইনিংসের শেষ দিকে নিকোলাস পুরান মাঠে নেমে কেকেআরের বোলারদের ত্রাসে পরিণত হন। মাত্র ৩৬ বলে ৮৭

রানের অপরাজিত ইনিংসে তিনি ৭টি চার এবং ৮টি ছক্কা হাঁকান। তার এই বিধ্বংসী ব্যাটিং এলএসজিকে ৩ উইকেটে ২৩৮-এর বিশাল স্কোরে পৌঁছে দেয়। কেকেআরের পক্ষে হর্ষিত রানা দুটি উইকেট এবং আন্দ্রে রাসেল একটি উইকেট নিলেও, তারা ব্যয়বহুল প্রমাণিত হন। ২৩৯ রানের লক্ষ্য নিয়ে কেকেআরের শুরুটা বেশ ভালো হয়। ওপেনার কুইন্টন ডি কক এবং সুনীল নারিন দ্রুত রান তুলতে শুরু করেন। তবে আকাশ দীপ ডি কককে এলবিডব্লিউ করে প্রথম ধাক্কা দেন, এবং পরে দিগভেশ রাঠি নারিনকে আউট করেন। এরপর অধিনায়ক অজিঙ্কা রাহানে এবং ভেঙ্কটেশ আইয়ার দলকে এগিয়ে নিয়ে যান। রাহানে ৩৫ বলে ৬১ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন, যেখানে ছিল ৮টি চার এবং ২টি ছক্কা। ভেঙ্কটেশ ৪৫ রান করে তাকে সঙ্গ দেন। ১২ ওভারে ২ উইকেটে ১৪৯-এ থাকা কেকেআর জয়ের পথে এগোচ্ছিল, কিন্তু এরপরই তাদের ব্যাটিং ধস নামে। রাহানের বিদায়ের পর মাত্র ২৩ রানের মধ্যে ৫ উইকেট হারায় কেকেআর। শেষ দিকে রিঙ্কু সিং ১৫ বলে ৩৮ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলে ম্যাচ জমিয়ে তুললেও, শেষ ওভারে ২৪ রানের প্রয়োজন পড়ে। রবি বিষ্ণোইয়ের বোলিংয়ে রিঙ্কু শেষ তিন বলে ১৪ রান তুললেও, জয়ের জন্য আরও ৪ রানের প্রয়োজন ছিল। এই ম্যাচে এলএসজির ব্যাটিং তাণ্ডবের সামনে কেকেআরের বোলাররা সম্পূর্ণ অসহায় দেখায়। পুরানের ২৪১.৬৬ স্ট্রাইক রেটে খেলা ইনিংস এবং মার্শের ১৬৮.৭৫ স্ট্রাইক রেটে খেলা ইনিংস এলএসজিকে একটি শক্ত অবস্থানে পৌঁছে দেয়। অন্যদিকে, কেকেআরের ব্যাটসম্যানরা শুরুতে দুর্দান্ত লড়াই করলেও, মাঝের ওভারে উইকেট হারানো তাদের জয়ের সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়। রাহানে ম্যাচ শেষে বলেন, ''খুব কাছাকাছি একটা ম্যাচ ছিল। আমরা শেষ পর্যন্ত লড়াই করেছি, কিন্তু ৪ রানে পিছিয়ে গেছি। ২৩০-এর বেশি রান তাড়া করতে গেলে উইকেট হারানো স্বাভাবিক। তবে সবাই দারুণ ইচ্ছাশক্তি দেখিয়েছে।'' এই জয়ের ফলে এলএসজি পয়েন্ট টেবিলে চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছে, তাদের তৃতীয় জয় হিসেবে এটি নথিভুক্ত হয়েছে। অন্যদিকে, গত বছরের চ্যাম্পিয়ন কেকেআর ষষ্ঠ স্থানে নেমে গেছে। এই ম্যাচে ৪০০-র বেশি রান উঠেছে, যা বোলারদের জন্য একটি দুঃস্বপ্নের দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। পুরান তার দুর্দান্ত ইনিংসের জন্য 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ' পুরস্কার পেয়েছেন। আইপিএল ২০২৫-এর এই রোমাঞ্চকর লড়াই ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে দীর্ঘদিন থেকে যাবে।

'ফ্লাইং কিস' সেলিব্রেশনে রানা, শাস্তির মুখে কি কেকেআরের পেসার?

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিলঃ গত আইপিএল মরশুমে হর্ষিত রানা নিজের বোলিং দক্ষতা দিয়ে সবার নজর কেড়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, তিনি আলোচনায় এসেছিলেন ভুল কারণে। কলকাতা নাইট রাইডার্সের (কেকেআর) এই তরুণ পেসার তার দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পাশাপাশি কিছু অপ্রয়োজনীয় অঙ্গভঙ্গির জন্যও শিরোনামে উঠে এসেছিলেন। তার বিখ্যাত 'ফ্লাইং কিস' সেলিব্রেশন আইপিএলের আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছিল। এর ফলে তাকে মোটা অঙ্কের জরিমানা গুনতে হয়েছিল। এবারও একই ধরনের ঘটনা ঘটতে দেখা যাচ্ছে। সম্প্রতি লখনউ সুপার জায়ান্টসের (এলএসজি) ব্যাটার এইডেন মার্করামকে একটি দুর্দান্ত অফ-কাটারে আউট করার পর হর্ষিত আবারও বিতর্কে জড়িয়েছেন। উত্তেজিত হয়ে তিনি প্যাভিলিয়নের দিকে ইঙ্গিত করে মার্করামকে সেদিকে যাওয়ার কথা বলেন, যা আইপিএলের আচরণবিধির পরিপন্থী। আইপিএলের আচরণবিধির ২.৫ ধারা অনুযায়ী, এমন কোনো ভাষা বা অঙ্গভঙ্গি ব্যবহার করা যায় না যা অন্য খেলোয়াড়ের প্রতি অসম্মানজনক বা আক্রমণাত্মক প্রতিক্রিয়া উসকে দিতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে অতিরিক্ত সেলিব্রেশন, যা পরাজিত ব্যাটারের কাছাকাছি গিয়ে তাকে লক্ষ্য করে করা হয়। এছাড়াও,

আউট হওয়া ব্যাটারকে মৌখিকভাবে গালাগালি দেওয়া বা প্যাভিলিয়নের দিকে ইঙ্গিত করা এই বিধির আওতায় পড়ে। হর্ষিতের এই আচরণ যদিও খুব গুরুতর অপরাধ নয়, তবুও এটি আইপিএলের নিয়ম ভঙ্গ করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। এর আগেও এলএসজি'র স্পিনার দিগ্বেশ রাঠি যখন 'নোটবুক সেলিব্রেশন' করেছিলেন। তখন পরের দিনই তাকে জরিমানা করা হয়েছিল। হর্ষিতের ক্ষেত্রেও একই পরিণতি হতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে। হর্ষিত রানা গত মরশুমে তার বোলিং দিয়ে প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন। তার গতি, নিয়ন্ত্রণ এবং বৈচিত্র্য তাকে কেকেআরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র করে তুলেছিল। কিন্তু তার মাঠের আচরণ বারবার তাকে সমস্যায় ফেলছে। 'ফ্লাইং কিস' সেলিব্রেশনের পর তিনি শুধু জরিমানাই পাননি, ভক্ত ও সমালোচকদের সমালোচনার মুখেও পড়েছিলেন। এবার মার্করামের বিরুদ্ধে তার অঙ্গভঙ্গি আবারও প্রশ্ন তুলেছে তার পরিপক্কতা নিয়ে। ক্রিকেটে আবেগ প্রকাশ করা স্বাভাবিক হলেও, আইপিএলের মতো টুর্নামেন্টে নিয়মের প্রতি সম্মান দেখানো জরুরি। হর্ষিতের এই ঘটনা নিয়ে ভক্তদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। কেউ কেউ তার আগ্রাসী মনোভাবকে সমর্থন করছেন। আবার কেউ মনে করছেন যে তাকে আরও সংযত হওয়া উচিত। আইপিএল কর্তৃপক্ষ এখনও এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানায়নি। তবে অতীতের উদাহরণ বিচার করলে, হর্ষিতকে জরিমানা গুনতে হতে পারে।

হায়দরাবাদ ছাড়তে পারেন চেম্বাকাথ, ব্যাপক সম্ভাবনা

হায়দরাবাদ, ৮ এপ্রিলঃ গতবারের মত এবারের আইএসএলে ও খুব একটা ভালো পারফরম্যান্স থাকেনি হায়দরাবাদ এফসির। প্রথম থেকেই একাধিক ম্যাচে পরাজিত হতে হয়েছিল নিজামের শহরের এই ফুটবল ক্লাবকে। সেই নিয়ে যথেষ্ট ছিল সমর্থকরা। তবে দল যে শীঘ্রই ঘুরে দাঁড়াবে সেই নিয়ে আশাবাদী সকলে। এক্ষেত্রে ভারতীয় কোচ থাংবোই সিংটোর উপরেই ভরসা রেখেছিল হায়দরাবাদ ম্যানেজমেন্ট। গত বছর সীমিত শক্তি নিয়েই লড়াই করেছিল এই ফুটবল ক্লাব। পয়েন্ট টেবিলের তলানিতে থাকতে হলেও খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্স মন জয় করেছিল সকলের। তবে নতুন সিজন থেকে দলের ঘুরে দাঁড়ানোর পরিকল্পনা থাকলেও সেটা সম্ভব হয়নি। একটা সময় তাঁদের আইএসএল খেলা নিয়ে ধোঁয়াশা থাকলেও শেষ মুহূর্তে নয়া লগ্নিকারী সংস্থার হাতধরে টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে এই ফুটবল ক্লাব। তবে শেষ বেলায় দল গঠনের কাজ শুরু করার ফলে অনুশীলনের খুব একটা সুযোগ পায়নি একবারের আইএসএল জয়ীরা। মূলত দেশীয় ফুটবলারদের নিয়েই আইএসএল শুরু করতে হয়েছে তাঁদের। পরবর্তীতে সময় এগোনোর সাথে সাথে দলের সঙ্গে যোগ দিতে শুরু করেন বিদেশি ফুটবলাররা। তারপর চেন্নাইয়িন এফসিকে আটকে প্রথম পয়েন্ট পায় হায়দরাবাদ। কলকাতা ময়দানের তৃতীয় প্রধান মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে প্রথম জয় আসলেও সেটা ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে ফের পরাজয়। তা কিছুতেই ভালোভাবে নেয়নি ম্যানেজমেন্ট। এমন পরিস্থিতিতে ভারতীয় কোচ থাংবোই সিংটোর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে আইএসএলের এই ফুটবল ক্লাব। তারপর থেকেই সামিল চেম্বাকাথ এবং টমাস টর্চজের তত্ত্বাবধানে খেলতে নেমেছিল ফুটবল দল। চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়ে না থাকলেও বেশকিছু ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল হায়দরাবাদ এফসি। তবে এবার উঠে আসতে শুরু করেছে নয়া তথ্য। বিশেষ সূত্র মারফত খবর চলতি ফুটবল মরসুমের শেষেই ক্লাব ছাড়তে চলেছেন ভারতীয় কোচ সামিল চেম্বাকাথ। মনে করা হচ্ছে হায়দরাবাদ এফসি থেকে আইলিগের কোনও ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন তিনি। তাই সবদিক মাথায় রেখেই নয়া ফুটবল ম্যানেজার নিয়োগে তৎপর আইএসএল জয়ী এই ফুটবল ক্লাব। সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে ঘোষণা করা হতে পারে নয়া কোচের নাম।

আইএসএল ফাইনালের ফলাফল বদলে দিতে পারেন এই পাঁচ তারকা

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট এবং বেঙ্গালুরু এফসি আগামী শনিবার, ২০২৪-২৫ ইন্ডিয়ান সুপার লিগ (আইএসএল) ফাইনালে মুখোমুখি হতে চলেছে। এই ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে কলকাতার বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে (ভিওয়াইবিকে)। মোহনবাগান ইতিমধ্যেই লিগ শিল্ড জিতে নিয়েছে এবং এখন তারা আইএসএল কাপ জিতে দ্বৈত শিরোপার স্বপ্ন দেখছে। অন্যদিকে, বেঙ্গালুরু এফসি, জেরার্ড জারাগোজার নেতৃত্বে একটি দুর্দান্ত মরশুম কাটিয়ে, আইএসএল কাপ জয়ের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। উভয় দলই অসাধারণ দলগত সমন্বয় এবং উৎকর্ষের মাধ্যমে ফাইনালে পৌঁছেছে। তবে, এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ব্যক্তিগত দক্ষতা প্রায়ই দলের জন্য পার্থক্য গড়ে দেয়। এই প্রতিবেদনে আমরা এমন কিছু প্রভাবশালী খেলোয়াড়ের কথা তুলে ধরব, যারা এই ফাইনালে তাদের দলের জন্য 'এক্স-ফ্যাক্টর' হয়ে উঠতে পারেন।

● জেমি ম্যাকলারেন (মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট)

জেমি ম্যাকলারেন তার প্রথম আইএসএল মরশুমে অসাধারণ পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন। ২৪টি ম্যাচে তিনি ১১টি গোল করেছেন এবং দুটি অ্যাসিস্ট প্রদান করেছেন, যার গোল রূপান্তর হার ৩৫.৪৮ শতাংশ। তিনি আক্রমণভাগে একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করেন, যেখানে তিনি বিল্ড-আপে কম অংশ নিয়ে গোল করার দিকে বেশি মনোযোগ দেন। তার দক্ষতা এবং কার্যকারিতা মোহনবাগানের জন্য গোলের নিশ্চয়তা এনে দিয়েছে। তবে, বেঙ্গালুরু এফসির বিরুদ্ধে তার দুটি ম্যাচে তিনি এখনও গোল করতে পারেননি। ফাইনালে তার গোলের খরা কাটিয়ে ওঠা দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে।

● সুনীল ছেত্রী (বেঙ্গালুরু এফসি)

সুনীল ছেত্রী এই মরশুমে একটি রেকর্ড-সমান পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন। ২৭টি ম্যাচে তিনি ১৪টি গোল এবং দুটি অ্যাসিস্ট করেছেন, যা তার ২০১৭-১৮ মরশুমের সেরা পরিসংখ্যানের সঙ্গে মিলে যায়। ৪০ বছর বয়সেও তিনি প্রত্যাশার উর্ধ্বে গিয়ে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। সেমিফাইনালে এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে তার হেডার গোল বেঙ্গালুরুকে ফাইনালে পৌঁছে দিয়েছে। ছেত্রীর অভিজ্ঞতা এবং গোল করার ক্ষমতা ফাইনালে বেঙ্গালুরুর জন্য সবচেয়ে বড় শক্তি হতে পারে।

● লালেংমাওয়া রাল্টে (মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট)

মোহনবাগানের মিডফিল্ডের মেরুদণ্ড লালেংমাওয়া রাল্টে এই মরশুমে ২১টি ম্যাচ খেলেছেন। ম্যাচপ্রতি গড়ে ৪৭টি পাস ৮৩ শতাংশ নির্ভুলতার সঙ্গে দিয়েছেন। তিনি ১৪টি গোলের সুযোগ তৈরি করেছেন, ১৭টি ক্লিয়ারেন্স, ৩১টি ইন্টারসেপশন এবং ১০৬টি ডুয়েল জিতেছেন। এছাড়াও, তিনি ১৩১টি রিকভারি সম্পন্ন করেছেন। প্রতিযোগিতায় তৃতীয় সর্বোচ্চ ৪৮টি ট্যাকল জিতেছেন তিনি। সেমিফাইনালে জামশেদপুর এফসির বিরুদ্ধে তার করা একমাত্র গোল মোহনবাগানকে ফাইনালে নিয়ে গেছে। কোচ জোসে মোলিনা এই প্রাক্তন মুম্বই সিটি এফসি তারকার উপর ভরসা করছেন মাঝমাঠে খেলার নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে।

● রাহুল ভেকে (বেঙ্গালুরু এফসি)

গত গ্রীষ্মে বেঙ্গালুরু এফসির সঙ্গে যোগ দেওয়া রাহুল ভেকে এই মরশুমে দলের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হয়ে উঠেছেন। এই অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার ম্যাচপ্রতি গড়ে ৫০টি পাস ৮৫ শতাংশ নির্ভুলতার সঙ্গে দিয়েছেন। তিনি ১৮টি ট্যাকল এবং ৪৪টি এরিয়াল ডুয়েল জিতেছেন, ১৫টি ব্লক, ২৬টি ইন্টারসেপশন এবং ৮০টি রিকভারি করেছেন। তার ১২১টি ক্লিয়ারেন্স বেঙ্গালুরুকে ১০টি ক্লিন শিট রাখতে সাহায্য করেছে। এছাড়াও, তিনি তিনটি গোল করে আক্রমণভাগেও অবদান রেখেছেন। শেষবার বেঙ্গালুরু আইএসএল শিরোপা জিতেছিল, তখন ফাইনালে বিজয়ী গোলটি এসেছিল ভেকের হেডার থেকে। ফাইনালে তার দ্বৈত ভূমিকা দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে।

● সুভাশিস বোস (মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট)

মোহনবাগানের এই ডিফেন্ডার এই মরশুমে দুই প্রান্তেই দারুণ পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন। তিনি তৃতীয় সর্বোচ্চ ৪৬টি ইন্টারসেপশন করেছেন এবং ছয়টি গোল করেছেন, যা ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে সুনীল ছেত্রী (১৪) এবং ব্রিসন ফার্নান্দেজ (৭)-এর পরে সর্বোচ্চ। সুভাশিস বোস ১৫২টি ডুয়েল জিতে নেতৃত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এবং ৪৪টি ট্যাকল জিতে বল পুনরুদ্ধারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বেঙ্গালুরু এফসি নিশ্চিতভাবে তার প্রভাব কমানোর পরিকল্পনা করবে, তবে সুভাশিসকে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে দলকে ঐতিহাসিক আইএসএল কাপ জয়ের পথে নিয়ে যেতে হবে।

● ফাইনালের প্রেক্ষাপট

মোহনবাগান এবং বেঙ্গালুরু উভয়ই এই মরশুমে স্থিরতা এবং অতুলনীয় প্রতিশ্রুতি দেখিয়েছে। মোহনবাগান লিগ পর্বে রেকর্ড ৫৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থেকে প্রথম দল হিসেবে লিগ শিল্ড ধরে রেখেছে। অন্যদিকে, বেঙ্গালুরু সেমিফাইনালে এফসি গোয়াকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে। এই ম্যাচটি কলকাতায় মোহনবাগানের ঘরের মাঠে হওয়ায় সমর্থকদের উৎসাহ তুঙ্গে থাকবে। তবে, বেঙ্গালুরুর অভিজ্ঞতা এবং কৌশলগত শৃঙ্খলা ম্যাচটিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করে তুলবে।

উপরে উল্লিখিত খেলোয়াড়রা তাদের দলের জন্য সেই অতিরিক্ত প্রেরণা জোগাতে পারেন, যা আইএসএল কাপ জয়ের জন্য শেষ ধাক্কা দেবে। জেমি ম্যাকলারেন এবং সুনীল ছেত্রীর গোল করার ক্ষমতা, লালেংমাওয়া রাল্টের মাঝমাঠে নিয়ন্ত্রণ, রাহুল ভেকের ডিফেন্স থেকে আক্রমণে ভূমিকা এবং সুভাশিস বোসের দ্বৈত অবদান এই ফাইনালের ফলাফল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ হবে। এই ম্যাচটি শুধু শিরোপার লড়াই নয়, বরং দুটি দলের গৌরব এবং সমর্থকদের আবেগের প্রতিফলন। মোহনবাগান কি ঘরের মাঠে ডাবল জিতবে, নাকি বেঙ্গালুরু তাদের অভিজ্ঞতার জোরে কাপ ছিনিয়ে নেবে? উত্তর মিলবে শনিবার, যখন এই দুই দল আইএসএল ২০২৪-২৫-এর চূড়ান্ত পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবে।

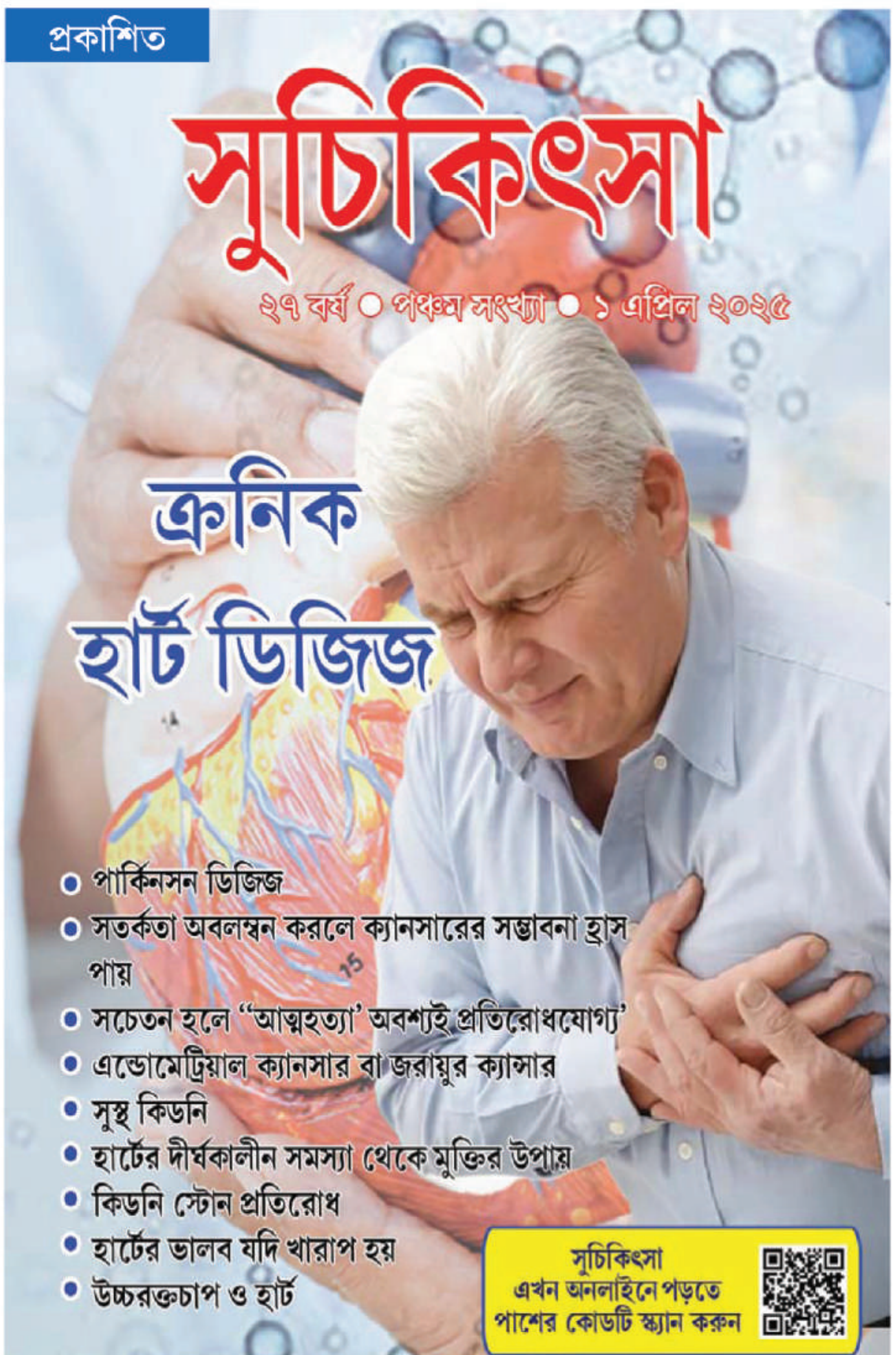

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com